

**The Ramakrishna Mission
Institute of Culture Library**

Presented by

Dr. Baridbaran Mukerji

RMICL-8

20583



আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন।

অর্থাৎ

নানা শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ এবং তত্ত্বাবতের অনুবাদ সহ

আত্ম-তত্ত্ব-নির্ণায়ক সংগ্রহ গ্রন্থ।

উত্তরার্দ্ধ।

উৎপত্তি সাধন-কল্প সম্পূর্ণ।

দাধকাগ্রগণ্য ত্রিমুক্ত পণ্ডিত জগন্নাথন তর্কালঙ্কার

কর্তৃক সংশোধিত।

ত্রিমুক্ত শশিভূষণ ^{প্রণয়} পাধ্যায়

মহাশয়ের যত্নে

ত্রিনিীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

গৃহীত ও প্রকাশিত।

(মৃজাপুর, ২০ নম্বর; অসমহাষ্ট্র ষ্ট্রীট; কলিকাতা।)

“স্বর্পবদোদ্যমং হৃদয় গুণং গৃহস্তি সাধবঃ।

দোষগ্রাহী গুণত্যাগী, হৃদাধুস্তিতউর্গথা॥”

কলিকাতা।

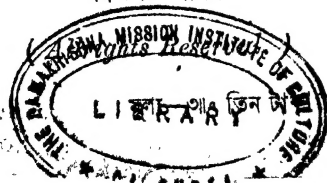
১৬ নং ছকুখানসামার লেন

রাধারমণ যত্নে

ত্রিনৃত্যগোপাল চক্রবর্তীর দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।



দুটি আনা মাত্র।

| | |
|-----------------------|-----|
| P. M. I. C. LIB - ARY | |
| Acc No 20582 | |
| Class. No 181'48 | |
| Date: M:JK | |
| St. Card | S |
| Class | ✓ |
| Cat. | ash |
| Bk Card | ✓ |
| C. | ash |

সাধন-কৰ্মৰ পত্ৰাঙ্কযুক্ত বিষয় বিবৰণ ।

প্ৰথমানুকম্প । আগ্নি-জীব ১ । জীৱৰ অবস্থা ১১ । আত্মোদ্ধাৰোপায় ২০ । সাধন ৩৫ । ধৰ্ম্মবিধি ও সাধন বিভাগ ৫৮ । সংস্কার ৯৮ । গৰ্ভাধান ১০০ । পুংসবন ১০৪ । পঞ্চামৃত ১০৫ । সীমন্তোন্নয়ন ১০৬ । জাতকৰ্ম্ম ১০৭ । স্মৃতিকা ষষ্ঠীপূজা ১০৮ । নিক্ৰান্ত ১০৮ । নামকৰণ ১০৯ । অন্নপ্ৰাশন ১১০ । চূড়াকৰণ ১১১ । উপনয়ন ১১৩ । সন্নিহোম ১২১ । সাবিত্ৰী চক্ৰহোম ১২২ । ব্ৰহ্মচাৰী প্ৰবৰ হোম ১২৩ । যজ্ঞস্থত্ৰেৰ উৎপত্তি ও অৰ্থ ১২৩ । সমাবৰ্ত্তন কৰ্ম্ম ১২৬ । বিবাহ ১২৯ । ধৰ্ম্মসাধনে-প্ৰবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ ১৩১ । দীক্ষা ১৩৪ ।

দ্বিতীয়ানুকম্প । সাধনাজ্ঞ প্ৰকৰণ ১৬১ । ঘটচক্ৰভেদ ১৬১ । অজ্ঞাচক্ৰ ১৬৯ । বিগুৰ্দ্ধচক্ৰ ১৭০ । অনাহতচক্ৰ ১৭১ । মণিপুৰচক্ৰ ১৭২ । স্বাধিষ্ঠানচক্ৰ ১৭৩ । মূলোদধি চক্ৰ ১৭৪ । স্বাস্থ্যৰোধ প্ৰণালী বা প্ৰাণায়াম ১৮৫ । ভূতশুদ্ধি ১৯৭ । লব্ধলয় বা সংহাৰ প্ৰণালী ১৯৯ । তত্ত্ববিকাশ বা সংগঠন প্ৰণালী ২০১ । সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি ২০৪ । তাম-প্ৰকৰণ ২০৪ । জীবন্যাস ২০৬ । মাতৃকান্যাস ২০৬ । অন্তৰ মাতৃকান্যাস ২০৮ । বাহ্য মাতৃকান্যাস ২০৯ । সংহাৰ মাতৃকান্যাস ২১১ । ঋষ্যাদিন্যাস ২১১ । কৰাস্তন্যাস ২১২ । পীঠিন্যাস ২১৪ । ব্যাপকন্যাস ২১৬ । জপপ্ৰণালী ২১৭ । বৰ্ণমালাজপ ২২২ । জপক্ৰম ২২৫ । মন্ত্ৰশিক্ষা ২২৬ । মন্ত্ৰচৈতন্য ২২৬ । মন্ত্ৰাৰ্থ ২২৭ । কুল্লুক ২২৮ । সেতু ২২৯ । মহাসেতু ২৩০ । নিৰ্দ্ধাৰ ২৩১ । স্তবক ২৩১ । দীপনি ২৩২ । যোনিমুদ্ৰা-২৩২ । প্ৰাণযোগ ২৩৩ । নিজাদোষহৰণ ২৩৩ । বৰ্ণাষ্টক ২৩৪ । মুখশোধন ২৩৪ । কৰণোধন ২৩৫ । গুৰুদেবতা ও মন্ত্ৰ ঐক্যকৰণ ২৩৬ । জপসমৰ্পণ ২৩৬ । ধ্যান ২৩৭ । মুদ্রা ২৪০ । পুৰুষচৰণ ২৪২ । গ্ৰহণ পুৰুষচৰণ ২৪৫ । বীৰপুৰুষচৰণ ২৪৬ । কৰ্ম্মচক্ৰং ২৪৮ ।

তৃতীয়ানুকম্প । প্ৰবৃত্তি ধৰ্ম্ম সাধন বা কৰ্ম্মকাণ্ড ২৪৯ । নিত্যকৰ্ম্ম ২৫০ । নৈমিত্তিককৰ্ম্ম ২৫১ । কাম্যকৰ্ম্ম ২৫১ । নিত্যকৰ্ম্মবিধি ২৫২ । নিত্যকৰ্ম্মবিভাগ । প্ৰাতঃ-কৃত্য ২৫৩ । প্ৰথম যামাৰ্দ্ধকৃত্য ২৫৩ । দ্বিতীয় যামাৰ্দ্ধকৃত্য ২৫৪ । তৃতীয় যামাৰ্দ্ধকৃত্য ২৫৫ । চতুৰ্থ যামাৰ্দ্ধকৃত্য ২৫৬ । পঞ্চম যামাৰ্দ্ধকৃত্য ২৫৬ । ষষ্ঠাদি যামাৰ্দ্ধকৃত্য ২৫৭ । ৰাত্ৰিকৃত্য ২৫৭ । শয়ন বিধি ২৫৮ । দাৰোপগমন বিধি ২৫৮ । প্ৰাতঃকৃত্য বিধি ২৫৮ । বিম্বুত্ৰোৎসৰ্গ ২৭৫ । শৌচং ২৭৭ । আচমনং ২৭৮ । তাত্ত্বিক আচমন ২৮২ । বৈষ্ণৱাচমন ২৮৩ । শৈবাচমন ২৮৪ । দন্তধাবন ২৮৪ । প্ৰাতঃস্নান ২৮৮ । মধ্যাহ্নস্নান ২৯০ । নিত্যস্নান ২৯২ । নৈমিত্তিকস্নান ২৯২ । কাম্যস্নান ২৯২ । মলাপকৰ্ষণ স্নান ২৯৩ । মাস্তিকস্নান ২৯৩ । জলস্নান ২৯৪ । স্নানস্বন্য মুদাহৰণ ২৯৫ । স্নান বিধি ২৯৫ । স্নানপ্ৰয়োগ ২৯৮ । বৈদিক স্নান বিধি ২৯৯ । পৌৰাণিক স্নান বিধি ৩০০ । পাৰ্শ্বৰস্নানবিধি ৩০৬ । গ্ৰহণ স্নান বিধি ৩০৬ । ব্ৰহ্মপুত্ৰ স্নান বিধি ৩০৭ ।

গন্ধাসাগর জ্ঞান বিধি ৩০৭। দশহরা জ্ঞান বিধি ৩০৮। বারুণী জ্ঞান বিধি ৩০৮।
 করতোয়া জ্ঞান মন্ত্র ৩০৯। গোবিন্দ দ্বাদশী জ্ঞান মন্ত্র ৩০৯। মাঘ মাসীয় প্রাতঃজ্ঞান
 বিধি ৩১০। মাকরী সপ্তমী জ্ঞান বিধি ৩১০। তাত্ত্বিক জ্ঞান বিধি ৩১১। শিখা ও
 তিলক ধারণ বিধি ৩১৩। তর্পণ বিধি ৩১৬। বৈদিক তর্পণস্থান ৩১৮। পৌরাণিক
 তর্পণ প্রয়োগ ৩১৯। ঋগ্বেদীয়পিতৃ তর্পণ ব্যবস্থা ৩২২। যজুর্বেদীয় পিতৃ তর্পণ
 ব্যবস্থা ৩২৩। সামবেদীয় পিতৃতর্পণ ব্যবস্থা ৩২৩। কাম্য তর্পণ ৩২৪। সংক্ষেপ
 তর্পণ বিধি ৩২৬। তাত্ত্বিক তর্পণস্থান ৩২৬। সন্ধ্যোপাসনা ৩২৭। তাত্ত্বিক সন্ধ্যা
 ৩২৮। হর্য্যার্থ্য বৈদিক তাত্ত্বিক ৩২৯। গায়ত্রীজপ ও ধ্যান ৩৩০। ব্রহ্ম যজ্ঞ ৩৩১।
 গায়ত্রীপাঠের ক্রম ৩৩১। বেদ মন্ত্রপাঠের ক্রম ৩৩১। দেব পূজা ৩৩২। নিত্য পূজা
 হ্রত্ব ৩৩৩। নৈমিত্তিক পূজা হ্রত্ব ৩৩৩। সংক্ষেপ পূজা হ্রত্ব ৩৩৪। পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি:
 ৩৩৪। পূজাপ্রকরণ ৩৩৬। পূজোপচার ৩৩৭। উপচার দান প্রকার ৩৩৮। উপচার
 নিবেদন প্রণালী—আসনং ৩৪১, স্বাগতং ৩৪১, পাদ্যং ৩৪২, অর্ঘ্যং ৩৪২, আচমনীয়ং ৩৪৩,
 নধুপকং ৩৪৩, সানীয়ং ৩৪৫, বসনম্ ৩৪৫, ভূষণম্ ৩৪৬, গন্ধঃ ৩৪৬, পুষ্পম্ ৩৪৭, ধূপম্
 ৩৪৮, দীপম্ ৩৪৯, নৈবেদ্যং ৩৪৯, জল তাম্বল মালাং ৩৫০। নিত্যপূজাবিধি-
 আচমনং ৩৫০, পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণং ৩৫১, স্মৃতি বাচনং ৩৫১, হর্য্য যোগ মন্ত্র ৩৫১,
 আসন শুদ্ধি ৩৫২, মানাত্মার্থ্য স্থাপন ৩৫২, তীর্থবাচন ৩৫২, দ্বাদেবতাপূজা ৩৫৩,
 ভূমিশোধন ৩৫৩, জলশোধন ৩৫৩, পুষ্পশোধন ৩৫৩, কবশোধন ৩৫৩, বিষনিবারণ ৩৫৩,
 ভূতাপসরণ ৩৫৪, দিগন্ধন ৩৫৪, ভূতশুদ্ধি ৩৫৪, হ্রাস ৩৫৪, প্রাণায়াম ৩৫৪, করহ্রাস
 ৩৫৫, অঙ্গহ্রাস ৩৫৫, গুরুপূজা ৩৫৫, গণেশ ও শিবাদি পঞ্চ দেবতা পূজা ৩৫৫, দেবতার
 ধ্যান ৩৫৬, মানস পূজা ৩৫৬, বিশেষ অর্ঘ্যস্থাপন ৩৫৬, পীঠদেবতা পূজা ৩৫৭, ইষ্টপূজা
 ৩৫৭, বলি প্রদান ৩৫৮, নিত্যহোম ৩৫৮, তর্পণ ৩৫৯, জপ ৩৫৯, স্তব কবচ ৩৫৯,
 প্রদক্ষিণ ৩৬০, বিশেষার্থ্য সমর্পণ ৩৬১, নমস্কাব ৩৬১, পঞ্চাঙ্গ নমস্কার ৩৬২, কৃতাজ্ঞানি:
 পাঠ ৩৬৩, কর্ম্মপর্ণ ৩৬৩, আত্ম সমর্পণ ৩৬৪, দমাপ্রার্থনা ৩৬৪, বিসর্জন ৩৬৫।

নৈমিত্তিকপূজাবিধি—হর্য্যার্থ্য অর্পণ ৩৬৭, পুণ্যাহাদি বাচন ৩৬৭, মঙ্গল প্রকার ৩৬৭,
 বরণ প্রণালী ৩৬৮, ঘটস্থাপন প্রণালী ৩৬৮, মূর্তিকল্পনা বা পুনঃ ধ্যান ৩৬৯, আবাহন ৩৬৯,
 চক্ষুঃদান ৩৭০, প্রাণ প্রতিষ্ঠা ৩৭০, আরত্নিক ক্রিয়া ৩৭০, শান্তি মন্ত্র ৩৭১, দক্ষিণাশ্ত-
 বিধি ৩৭১, অচ্ছিদ্রাব ধারণ ৩৭২, বৈশ্বদেব সমাধান ৩৭২। বৈশ্বদেব বিধি: ৩৭২।
 বলী প্রয়োগ ৩৭৩। অতিথি ভোজন ৩৭৪। গোপূজা ও প্রণাম ৩৭৪। ভোজন
 ৩৭৫। নৈমিত্তিক কর্ম্ম ৩৭৭। কাম্যকর্ম্ম ৩৭৭। সাধনপ্রকার ৩৭৭।

চতুর্থানুসংগ্ৰহ। নিবৃত্তিধর্ম্মসাধন বা জ্ঞান কাণ্ড ৩৭৯। সাধন চতুষ্টি ৩৮৪।
 তপস্যা ৩৮৮। তাত্ত্বিক তপস্যা ৩৯৭।

আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন ।

সাধন-কল্প তৃতীয়ানুকল্প ।

প্রবৃত্তি ধর্মসাধন বা কর্মকাণ্ড ।

প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ ।

প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি ॥

যামালং ।

• এই পৃথিবীতে জীবগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে । যাহারা সংসারী অর্থাৎ গৃহস্থধর্মাবলম্বী তাহারা প্রবৃত্তি মার্গে স্থিত আর যাহারা পরমাশ্রমসাধনে ইচ্ছুক অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ধর্মাবলম্বী তাহারা নিবৃত্তিমার্গে স্থিত ।

প্রবৃত্তি ধর্মসাধন জন্য যে সকল অহুষ্ঠান অবলম্বন করিতে হয় তাহার স্থূল স্থূল অংশগুলি সাধনাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এক্ষণে সেইগুলি কোন্ সময়ে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হয় তাহাই বর্ণিত হইবে ; এবং সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলেই প্রবৃত্তি ধর্ম সাধন করা হইবে ।

পূর্বে “ধর্মসাধনে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ” প্রস্তাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, অগ্রে প্রবৃত্তি ধর্ম সাধনে সিদ্ধ হইলে পরে নিবৃত্তি ধর্ম সাধনে অধিকার জন্মে এজন্য প্রথমে প্রবৃত্তি ধর্ম সাধন প্রণালী বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ নিবৃত্তি ধর্মসাধন প্রণালী বর্ণন করা যাইবে ।

“ইহ মুত্র কাম্যং চ প্রবৃত্তিমভিধীয়তে” ।

ধন পুত্রাদি ঐহিক সুখ কামনা করিয়া অথবা মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখ কামনা করিয়া যে কর্মকাণ্ডের অহুষ্ঠান করা হয় তাহারই নাম প্রবৃত্তি ধর্ম ।

কর্ম কাণ্ড (১) বলিলে যে কর্তব্যাকর্তব্য সকল প্রকার কর্মকে বুঝাইবে তাহা

(১) কিং কর্ম ? কর্ম কাহাকে বলে ?

উত্তর—কর্তৃৎ ভোক্তৃৎ বাহকায় স্বরূপ বন্ধনং জন্মাদি কর্ম নিত্য নৈমিত্তিক যাগাদি ব্রত উপ দানেষু কলামুসন্ধানং-৭৭ তৎ কর্ম ।

নহে, কেবল ইষ্টদায়ক অর্থাৎ মঙ্গলকর কর্মকেই বুঝাইবে। যে সকল কার্যের দ্বারা ইষ্টদায়কের হিতসাধন হয় তাহারই নাম কর্মকাণ্ড বা প্রবৃত্তি ধর্ম। এক্ষেপে দেখিতে হইবে যে ইষ্টদায়ক কর্ম কি কি ? এবং কিরূপেই বা তাহার নির্বাচন করা হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,—

বেদাদি বিহিতং কর্ম লোকানামিষ্টদায়কং ।

তদ্বিরুদ্ধং ভবেত্তেবাং সর্বদানিষ্টদায়কং ॥

অর্থাৎ বেদ প্রাণ তত্ত্ব ইত্যাদি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট যে সকল কর্ম তাহাই মানবদিগের পক্ষে ইষ্টদায়ক এবং তাহার বিপরীত যে সকল কর্ম তাহাই অনিষ্টদায়ক।

বেদাদি বিহিত কর্ম তিন প্রকার; নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য। যথা—

বেদাদি বিহিতং কর্ম ত্রিবিধং পরিকীর্তিতং ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ব্যক্তং শাস্ত্র প্রদর্শিতং ॥

বেদাদি বিহিত কর্ম ত্রিবিধ; নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, এবং কাম্যকর্ম ইহা শাস্ত্র পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।

নিত্যকর্ম ।

ব্যস্যা করণজন্যং সাক্ষরিতং নিত্যমেব তৎ ।

প্রাতঃকৃত্যাদিকং তাত শ্রাদ্ধাদি পিতৃতর্পণং ॥

তত্ত্ববিচার ।

যে কর্মের অকরণে প্রত্যবার জন্মে তাহাকেই নিত্যকর্ম (২) বলা যায়, যথা—
প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃসন্ধ্যা, পিতৃশ্রাদ্ধ এবং পিতৃতর্পণ ইত্যাদি।

অর্থাৎ আমি কর্তা আমি ভোক্তা এতদ্রূপ অহঙ্কার রূপ বন্ধনের যে কারণ, জন্ম এবং মৃত্যুর যে কারণ, এবং নিত্য নৈমিত্তিক বাগ ব্রত তপস্যা ও দান ইত্যাদি কার্যের যে ফলের অঙ্গপ্ৰদান তাহারই নাম কর্ম।

(২) পঞ্চ বজ্রাশ্রিতং নিত্যং বদেতৎ কথিতং তব ।

নৈমিত্তিকং তথা চান্যং পুঞ্জজন্মক্রিয়াদিকং ।

নিত্য নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পুরুষাচ্ছাদি পণ্ডিতৈঃ ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ।

পঞ্চবজ্রাশ্রিত কর্মকে নিত্যকর্ম বলা যায়। অর্থাৎ বাহ্য প্রত্যাহ করিতেই হইবে তাহাই নিত্যকর্ম। দিগন্ত জন্ম যে কর্ম তাহাকে নৈমিত্তিক বলা যায়।
বৈরাগ্যভাবকর্মাদি কার্যের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি কার্যের অঙ্গপ্ৰদান করিতে হয়।

নৈমিত্তিক কৰ্ম ।

মাসাদ্য বীজং যঃ কিক্বিদ্বীজং নৈমিত্তিকং যতং ।

বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি জাতেষু বাগ কৰ্মাদিকন্তথা ॥

যতি ।

যে কৰ্মের নিমিত্তবিধার মাস পক্ষাদি নির্দিষ্ট নাই কিন্তু নিমিত্তাধীন তাহাই নৈমিত্তিক কৰ্ম । যথা বুদ্ধিশ্রাদ্ধ, জাতেষু বাগ এবং গ্রহণ জন্য শ্রাদ্ধ দানাদি ।

কাম্যকৰ্ম ।

যঃ কিক্বিৎ ফলমুদ্दिश्य যজ্ঞদান অপাদিকং ।

ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তং কাম্যং পরিকীর্তিতং ॥

পঞ্চযজ্ঞ ।

গৃহস্থ ব্যক্তিকে পঞ্চযজ্ঞা জনিত পাপ হইতে পরিস্কৃত হইবার জন্য প্রতিদিন পঞ্চ মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় । পঞ্চযজ্ঞা অর্থাৎ—

পঞ্চযজ্ঞা গৃহস্থস্য চুন্নী পেষণ্যপক্ষরঃ ॥

কণ্ডনী চোদকুন্তল বধ্যতে যাস্ত বাহয়ন্ ॥ মনু ৬৮ । তু অ ।

গৃহস্থ ব্যক্তির চুন্নী (উনান), পেষণী (শিল লোড়া), উপক্ষর (হর্প-চালনী, ধুচনী, সন্মার্জনি-খাংরা, বাঁটা), কণ্ডনী (উদ্বল, মূল, ঢেঁকী, হামানমিত্তা) এবং উদকুন্ত (জলকলস) ইত্যাদিকে পঞ্চযজ্ঞা বলে ।

এই পঞ্চযজ্ঞা অর্থাৎ গার্হস্থ্য সামগ্রী কার্যে নিয়োজিত হইলে তদ্বারা যে সকল জীব হিংসা হয়, সেই হিংসা জন্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় । পঞ্চ যজ্ঞ কি ?

ব্রহ্মযজ্ঞো নৃ যজ্ঞশ্চ দেব যজ্ঞশ্চ সন্তম ।

পিতৃ যজ্ঞো ভূত যজ্ঞঃ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্তিতা ॥

১৬অ, পাদ্মে জিহ্না বোণসায়ৈ ।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃ যজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলে ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ ।

হোমো দৈবো বলি ভোতো নৃ যজ্ঞোহতিথি পূজনম্ ॥

মনু ।

অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, ভূত বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃ যজ্ঞ ।

যে কর্ম কামনা পূর্বক অর্থাৎ কের্মকরণ ফলের আশা করিয়া বজ্র ছান এবং অপাঙ্গি কর্ম সম্পন্ন কর্তব্য হয় তাহার নাম কাম্যকর্ম।

নিত্যকর্ম প্রতিদিনই করণীয়, নৈমিত্তিককর্ম নিমিত্তাধীন স্মৃতরাং উহা সময় বিশেষে কর্তব্য, কাম্যকর্ম ইচ্ছাধীন এমনকি উহা ইচ্ছানুসারে কর্তব্য। নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম মধ্যে নিত্যকর্মই সকলের পক্ষে জ্ঞাতব্য, যেহেতু নিত্যকর্ম জ্ঞাত না থাকিলে কেবল পঞ্চাদির ভ্রায় আহার বিহার করা মাত্র হয়, এজন্য নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান উত্তম রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিত্যকর্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারিলে ইহসংসারে পরম সুখী হইয়া অন্তে মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়। যথা—

বেদোদিতং স্বকং কর্ম নিত্যং কুর্যাদতস্ত্রিতঃ।

তন্ধি কুর্স্বন যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥ ১৪ ॥

মহু ৪ অধ্যায়।

আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিদিন বেদোক্ত আপন আপন আশ্রম বিহিত সমুদয় কর্ম সম্পন্ন করিবে। যেহেতু শক্তি অনুসারে এই সমুদয় কর্ম করিলে পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সম্যকরূপে নিত্য কর্ম বিধি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। নিত্যকর্মী ব্যক্তিই সাধন কার্যে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে তদ্ব্যতীত অন্তের পক্ষে সাধন কার্যে অগ্রসর হওয়া কেবল বন্ধা জীতে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করার ভায় বিফল হয়। এক্ষণে নিত্য কর্ম বিধি কিরূপ তাহা দেখা যাউক।

নিত্যকর্মবিধি।

নিত্যং স্যাৎ দ্বিবিধং কর্ম ক্রিয়মানং দিনে দিনে।

কিয়দেবাপরং কর্ম ক্রিয়মানং কচিৎ কচিৎ ॥

তত্ত্ববিচার।

নিত্যকর্ম দ্বিবিধ, তন্মধ্যে কোন কোন কর্ম প্রতিদিবসে কর্তব্য এবং কোন কোন কর্ম দিন বিশেষে কর্তব্য।

এতাহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত সময়সীমা ব্যক্তিকে পদ্ধতি ক্রমে যে ঐহিক এবং পারমার্থিক বিষয়ের কর্মানুষ্ঠান করিতে হয় তাহার নাম নিত্যকর্ম। নিত্যকর্মগুলি প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য সাময়িক নিয়মে আবদ্ধ করা হইয়াছে; অর্থাৎ কোন সময়ে কি কার্য করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনমান ৪ প্রহর বা ৩০ ঘণ্টা অথবা ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপক হইয়া

যাঁকে এই ঐশ্বৰ্য্য সময়কে অষ্টাংশে বিভক্ত করিলে প্রতি অংশে অৰ্দ্ধ ঐশ্বৰ্য্য বা ৫৮০
বৎসর অথবা ১১০ বর্ষটি কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ দেড়ঘণ্টা কালকে অৰ্দ্ধবাম কহে।
সমস্ত দিনমান মধ্যে অষ্ট অৰ্দ্ধবাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; একারণ যাবতীর নিত্যকৰ্মগুলিকে
আটভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগকে এক এক অৰ্দ্ধ যামের অন্তর্ভুক্ত করতঃ
তাহার পদ্ধতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সূর্যোদয়ের পূর্বাঙ্কে নিরূপিত সময় মধ্যে
যে সকল কৰ্ম সম্পন্ন করিতে হয় তাহার নাম প্রাতঃকৃত্য বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কৃত্য।
প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তর প্রতি যামাঙ্কের নিত্যকৰ্ম সম্পন্ন করিতে হয়। কোন
যামাঙ্কে কি কি কৰ্ম করিতে হইবে তাহার একটা তালিকা প্রকটিত হইল।

নিত্যকৰ্ম বিভাগ।

প্রাতঃকৃত্য।

ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত ধৰ্ম্মার্থো চান্ন চিন্তয়েৎ ।

কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান বেদতত্ত্বার্থ মে বচ ॥ ৯২ ॥

৪র্থ, অ, মম্।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ যামাঙ্কে জাগ্রত হইয়া ধৰ্ম চিন্তা ও অর্থোপায় চিন্তা
করিবে এবং যাহাতে ধৰ্ম ও অর্থ সম্পন্ন হয় এরূপ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিবে
এবং বেদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের নিরূপণ করিবে।

প্রথমে সুপ্রভাত প্রার্থনা, ক্রমান্বয়ে চৌর মন্ত্র জপ, গুরুাদি চিন্তা, গুরুর ধ্যান,
গুরুপূজা, ইষ্টদেবতার ধ্যান ও পূজা, অন্তর্বীণা, এবং অজপা জপ সমর্পণ করিবে।
তৎপরে শৌচ কার্য্য করিবে অর্থাৎ বিষ্ণুস্তোত্রসংসর্গ, শৌচ, আচমন দস্তধাবন,
প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দনাদি করিবে। এই সকল কৰ্ম্মসমূহটানের নাম
প্রাতঃকৃত্য। এই গুলি সম্পন্ন করিয়া যামাঙ্ককৃত্য করিবে।

প্রথম যামাঙ্ককৃত্য।

সন্ধ্যাকৰ্ম্মাবসানে চ স্বয়ং হোমো বিধীয়তে ।

দেবকার্য্যে ততঃকৃত্বা গুরু মঙ্গল বীক্ষণং ।

দ্বিবিদস্যাদ্যভাগে তু সৰ্ব্ব মেতৎ সমাচরেৎ ॥

১মঃ।

সন্ধ্যাকৰ্ম্মের অবসানে সায়িক ব্রাহ্মণ স্বয়ং হোম করিবেন, তৎপরে ব্রাহ্মিক বা
নিরীক্ষিক সকল ব্রাহ্মণই দেবপরিচর্যা করিবেন, তদনন্তর গুরু এবং মঙ্গলকর ব্রহ্ম

(১) দর্শন করিবেন। তৎপরে আচার্য্য হইয়া কেশপ্রসাধন, অঙ্গের সেৱন, যুক্ত, স্ব-
দেহ-দর্শন ও দুর্গা পূজাদি চয়ন (২) করিবেন।

দ্বিতীয় যামার্ককৃত্য।

দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পুত্র মন্তপ উচ্যতে ॥
ব্রাহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ বড়ঙ্গ সহিতশ্চ যঃ ।
বেদস্বীকরণং পূৰ্ণং বিচারোভ্যাসনং জপঃ ॥
তদানন্তৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চমা ॥

মন্তঃ ।

দ্বিতীয় যামার্কি ব্রাহ্মণগণ বড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ন করিবেন। বড়ঙ্গ বেদ যথা—শিক্ষা,
কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত। বেদাভ্যাসশব্দে বড়ঙ্গ সহিত

(১) অষ্ট মঙ্গলং ।

লোকেশ্বিন মঙ্গলাষ্টমৌ ব্রাহ্মণো গোহঁতশনঃ ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥

যমঃ ।

ইহ জগতে আট প্রকার মানস্য দ্রব্য কথিত আছে যথা—ব্রাহ্মণ, গো, হঁতশন,
হিরণ্য, বৃত্ত, সূর্য্য, জল এবং রাজা ।

(২) পূজাদি চয়ন ।

সমিং পুশ্ণ কুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ ।
পূজানী তৈতঃ ক্রয়ক্রীতৈতঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন ব্রজত্যাগঃ ॥

ব্রাহ্মণগণ সমিং, পুশ্ণ এবং কুশাদি স্বয়ং আহরণ করিবেন। শূদ্রকৰ্ম্মক আনীত
এবং ক্রীত সমিং পূজাদি দ্বারা যে কৰ্ম্ম করে তাহার অধোগতি হয় ।

তুলসী চয়ন মন্ত্র ।

ও তুলস্যমুত্তমানানি সদাশ্চ কেশব প্রিয়ে ।

চৈকমধ্যার্ধে চিনোমিধ্যার্ধে বরদা ভবনোত্তমেন ॥

ততঃ সঙ্কটৈব পঠিতঃ পূজয়ামি যথাশ্রুতিং ।

তথা কুরু পবিজ্ঞানি কলৌ মম বিনাশিনি ॥

কৃতজ্ঞ হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যেতৎকালকারে জরজ্বালী দিবা প্রদ-
ক্ষিপ পূৰ্ণক হস্ত সহিত তুলসী চয়ন করিবে।

ব্রহ্মজ্ঞ ও মন্ত্র পাঠ স্থিতিতে হইবে। বেদভ্যাগ পঞ্চবিধ যথা—বেদের স্বীকার, বিচার, অধ্যয়ন, অঙ্গ ও শিষ্য উদ্দেশে দান। দ্বিতীয় যামার্কের দ্বারা পুস্তাদি চরন করিবার বিধি আছে।

তৃতীয় যামার্ককৃত্য।

তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবর্গান্ন সাধনং।

যাতা পিতা গুরু ভাৰ্য্যাঃ প্রজাদীনাঃ সমাশ্রিতাঃ ॥

অভ্যাগতোহতিথিশ্চাম্মিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥

তৃতীয় যামার্কের পোষ্যবর্গের অন্ন সমাধান করিবেন। পোষ্যবর্গ যথা—যাতা, পিতা, গুরু, ভাৰ্য্যা, দরিদ্র প্রজা, অভ্যাগত অর্থাৎ উপস্থিত কুটুম্বাদি, অতিথি এবং অম্মি।

এই সকল পোষ্যবর্গকে ভরণ পোষণ জন্য ব্রাহ্মণ ব্যক্তি এইরূপ জীবিকা অবলম্বন করিবেন যথা—

অধ্যাপনকাধ্যায়নং যজ্ঞনং যাজনস্তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব বট্ কৰ্ম্মাণ্যগ্রজন্মানং ॥

যন্নাস্ত কৰ্ম্মণামস্য ত্রীণি কৰ্ম্মানি জীবিকা।

যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজ্ঞন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ এই বট্ কৰ্ম্ম ব্রাহ্মণের কর্তব্য। এই বট্ কৰ্ম্মের মধ্যে তিন কৰ্ম্ম ব্রাহ্মণের জীবিকা। যথা যাজন, অধ্যাপন এবং বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের দান গ্রহণ।

পক্ষান্ত, দাদশী, সংক্রান্তি, উত্তর সঙ্ক্যায়, অন্তচি অবস্থায়, রাজিবাস কাণড়ে, ভোজনান্তে, রাজিকালে এবং শাধা সহিত তুলসী চরন নিমিত্ত।

দান মন্ত্র।—গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্ত চৈতন্ত্য কারিণীং।

স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিকৃত্তক্তি প্রদায়িনীং ॥

ধ্যান।—ধ্যায়েদেবীং নবশশিসুখীং পঞ্চ বিশ্বাধরোজ্জিঃ।

বিদ্যোতন্তীং কুচবৃগভরানত্র কল্লাজ যতীং ॥

ঈধঙ্কাস্যাং ললিত বমনাং চন্দ্র সূৰ্য্যাগ্নি নেত্রাং।

বেতাদীং ভাস্কর্য বরহাং বেতশমাসমহাং ॥

প্রণামি।—সুন্দারৈ তুলসী বেটৈ প্রিয়ারৈ কেশবস চ।

বিকৃত্তক্তি প্রদে দেবি সত্য বটৈত্য নমো নমঃ ॥

উপার্জিত অর্থের অর্ধাধারা আত্ম তরপ ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবে, শাদিধারা পারলৌকিক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, তদর্ক্বে মূলধন করিবে, অপর পাদার্জকে বৃদ্ধি করিবে ।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণ গুরুত্ব বিদ্যা, শিল্প, চিত্র, বেতন গ্রহণ, সেবা, গোরক্ষা, বিপণি, বাণিজ্য, কৃষি, কুর্বাদ (তেজারতি) ও ভৈক্ষ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে ।

চতুর্থ যামার্ককৃত্য ।

চতুর্থে চ তথাভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ ।

তিল পুষ্প কুশাদীনি স্নানধাকৃত্রিমে জলে ॥

দক্ষঃ ।

চতুর্থ যামার্কো স্নান উদ্দেশে মৃত্তিকা আহরণ করিবে এবং তিল পুষ্প কুশাদি আহরণ করিবে এবং অকৃত্রিম জলে স্নান করিবে ! তদনন্তর তর্পণ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া দেবাদি পূজা করিবে ।

পঞ্চম যামার্ককৃত্য ।

পঞ্চমে চ তথাভাগে সন্নিভাগো যথার্থতঃ ।

পিতৃদেব মহুম্যানাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে ॥

দক্ষঃ ।

পঞ্চম যামার্কো অন্ন সন্নিভাগ করিয়া পিতৃলোক, দেবতা, মহুম্বা এবং কীট উদ্দেশে স্থাপন করিবে ।

পৌরুষেণ তু স্তুস্তেন তত্র বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ ।

বৈশ্যদেবং ততঃ কুর্য্যদ্বলি কর্ম্ম তথৈব চ ॥

দক্ষঃ ।

পুরুষত্ব দ্বারা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে । তদনন্তর বৈশ্যদেব হোম করিবে পরে বলি কর্ম্ম করিবে ।

এই সমস্ত কার্য্যের পর অতিথি ভোজন করাইবে, অতিথি গ্রাণ্ঠ না হইলে একটা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে বা ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিবে, নিত্য প্রাহ্ন করিবে, গোশ্রাদ দিবে পরে ভোজন করিবে ।

ষষ্ঠাদি যামার্করূত্যা ।

ইতিহাস পুরাণাদ্যোঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমং নয়ৈৎ ।

অষ্টমে লোক যাত্রা তু বহিঃ সক্ষ্যা ততঃ পরং ॥

দক্ষঃ ।

ইতিহাস পুরাণাদি পার্শ্বারা ষষ্ঠ-ও সপ্তম যামার্ক প্রণয়ন করিবে । অষ্টম যামার্কে লোকযাত্রা নির্বাহ করিবে । তদনন্তর সায়ংসক্ষ্যা করিবে ।

এইরূপ অষ্টম যামার্কে নির্দ্ধারিত কার্য সমাপনানন্তর রাত্রিকৃত্য করিতে হইবে ।

রাত্রিকৃত্যং ।

দিবোদিতানি কৰ্ম্মানি প্রমাদাৎ পতিতানিচ ।

শৰ্কর্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুৰ্য্যাদতস্ত্রিতঃ ॥

রত্নাকর ।

অনবধানবশতঃ যদি দিবাবিহিত কৰ্ম্ম পতিত হয়, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম যামেতে তাহা সম্পন্ন করিবে ।

পুনঃ পাকমুপাদায় সায়মপ্যবনীপতে ।

বৈশ্বদেব নিমিত্তায় পত্ন্যা সার্কং বলিং হরেৎ ॥

অতিথিঞ্চাগতস্তত্র অশক্ত্যা পূজয়েদুধং ।

দিবান্তিথৌ চ বিমুখে গতে যৎ পাতকং ভবেৎ ॥

তদেবাক্ষণং বিদ্যাৎ সূর্য্যোচ্চে বিমুখেগতে ॥

সায়ংকালে অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ভাগে বৈশ্বদেব জন্য পুনর্বার পাক করণানন্তর পত্নীর সহিত বলি প্রদান করিবে এবং রাত্রিযোগে অতিথি আগমন করিলে যথাসম্মতি তাহার অর্চনা করিবে যেহেতু দিবাতে অতিথি বিমুখ হইলে যে পাতক হয়, রাত্রিতে বিমুখ হইলে তাহার অষ্টাঙ্গ পাতক হয় ।

কৃতপাদাদি শৌচস্ত ভুক্তা সায়ন্ততোগৃহী ।

গচ্ছেৎ শয্যামক্ষুটিতা মপি দারুণায়ী নৃপ ॥

বৈশ্বদেব বলি কৰ্ম্মের পর রাত্রির তৃতীয় যামার্কে ভোজন করিবে, তদনন্তর পাদাদি শৌচক্রিয়া করিয়া বাহাতে আরোহণে শব্দ না হয় একরূপ শয্যাতে শয়নার্থে গমন করিবে ।

শয়নবিধিঃ ।

মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধায় চ ।

বৈদিকৈ-গারুড়ৈ-মন্ত্রৈ রক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ ॥

ব্যাস ।

মাঙ্গল্য জব্য অর্থাৎ দধ্যাদি এবং পূর্ণকুম্ভ মন্তক সন্নিধানে স্থাপনপূর্বক বেদোক্ত গারুড় মন্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া শয়ন করিবে ।

প্রাক্শিরাঃ শয়নে বিদ্বান ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে ।

পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

পূর্বশিরা শয়নে বিদ্বান হয়, দক্ষিণশিরা শয়নে ধনলাভ ও দীর্ঘায়ু হয়, পশ্চিমশিরা শয়নে প্রবল চিন্তা উদ্বেক হয় এবং উত্তরশিরা শয়নে ধনক্ষয় ও মৃত্যুলাভ হয় ।

দারোপগমনবিধিঃ ।

পার্বণশ্রাদ্ধ দিবসে তথাদ্য ত্রিদিনে শ্রুতো ।

পর্কষপি চ সর্কেষু স্ত্রী সন্তোগং বিবর্জয়েৎ ॥

পার্বণ দিবসে এবং শ্রাদ্ধ দিবসে এবং ঋতু দিবসাবধি দিবসত্রয় মধ্যে এবং চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি ইত্যাদি পর্ক দিবসে স্ত্রী সন্তোগ করিবে না ।

রজস্বলা স্ত্রী ত্রিরাত্রি অন্তচি থাকে তদবস্থায় অঙ্গন গ্রহণ করিবে না, জলমগ্ন হইয়া স্নান করিবে না, দিবসে শয়ন করিবে না, দড়ী পাকাইবে না, অগ্নি স্পর্শ করিবে না, দগ্ধাবন করিবে না, মাংস ভোজন করিবে না, পর গৃহ এবং নিজ শয্যা দর্শন করিবে না, হাসিবে না, কোন কর্ম্মমুঠান করিবে না এবং অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবে না ইত্যাদি ।

এই সকল নিত্য কর্ম্ম মধ্যে যে সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক তাহা পর্তুতি ক্রমে বিবৃত করা হইতেছে ।—

প্রাতঃকৃত্য বিধি ।

বৌ দণ্ডো রাত্রি শেষস্ত ব্রাহ্মাণ্ড মুহূর্ত্তকং বিহুঃ ।

জামাল ।

রাত্রির শেষ দুই দণ্ড অর্থাৎ রাত্রি ৪৮টা হইতে সূর্যোদয় কাল ৬টা পর্যন্ত ১৮ দণ্ড কালকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কহে ।

এই সময় মধ্যে যে সকল কার্য সম্পন্ন করিতে হয় তাহার নাম প্রাতঃকৃত্য বা ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কৃত্য ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুদ্ধোত্তম আরেদেব বরানুবীন্ ॥

বামন পুরাণ ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ব্রাহ্মি শেষে নিদ্রা ভঙ্গের পরক্ষণেই সৰ্ব্ব প্রথমে দেব ও ঋষি-গণের স্মরণ করিতে হয় । অর্থাৎ দেব ঋষি গ্রহ ইত্যাদির স্মরণ করিতে হয় ।

দেব ও ঋষি ইত্যাদি স্মরণ (১) যথা—

ব্রহ্ম মুরারি ত্রিপুরাস্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিস্থতো বুধশ্চ ।

শুক্লশ্চ শুক্রঃ শনি রাহুকেতু কুর্কস্তু সৰ্ব্বৈ মম স্প্রপ্রভাতম্ ॥

হে মধুহনন! আপনি স্বৰ্গ মর্ত্ত পাতালের সৃষ্টি স্থিতি ও অন্তকারী আপনি আমার স্প্রপ্রভাত করুণ । হে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু! আপনিরাও আমার স্প্রপ্রভাত করুণ ।

• এইরূপ আপন আপন হীত কামনায়, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সূর্য্যাদি নবগ্রহের নিকট স্প্রপ্রভাত প্রার্থনা করিতে হয় । তদনন্তর শয্যা হইতে গাত্রোথান করতঃ ঐ শয্যাতেই বন্ধ বা মুক্ত পদ্মাসনে উপবিষ্ট (২) হওনানন্তর শরীরের প্রতি দ্বারে (৩) চৌর মন্ত্র

স্প্রপ্রভাত জন্ত দেবাদি স্মরণ ।

(১) প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং ছুর্গা ছুর্গাক্ষর স্বরম্ ।

আপদস্তস্ত নশ্রুন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা ।

পঞ্চকজ্ঞা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্ ॥

পুণ্যলোকো নলো রাজা পুণ্যলোকো বৃধিষ্টিঃ ।

পুণ্যলোকা চ বৈদেহী পুণ্যলোকো জনার্দনঃ ॥

• অস্মদেশীর জীলোকেরা ব্রাহ্মি শেষে শিশু কুমারগণকে এইরূপ ঋষি স্মরণ করাইয়া থাকেন যথা—ব্রত গোপ্য মণ্যোপ্য গোতম ঋষির বাপের ব্রাহ্ম আজ থাবার খুব ঘটাবট ।

(২) ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উথায় বন্ধ পদ্মাসনঃ স্তম্বীঃ ।

নিধায় ভূতগুহ্যাদীন শুক্লং প্রাতঃ স্মরেন্দ্রম্ ॥

কৃত্তবায়ন ।

জপ করিতে হয়। চৌর মন্ত্র জপ না করিলে সমস্ত জপ পূজাদি বিফল হইয়া যায়। যথা—

চৌর মন্ত্রং মহা মন্ত্রং পঞ্চাশৎ গণ ভোষণং ।

চৌর মন্ত্রং বিনা ভদ্রে শাস্তি সন্ত্যয়নং কুতঃ ॥

বর্ণবিলাস তত্ত্ব ।

শাস্ত্রের উপরোক্ত বচনানুসারে চৌর মন্ত্র (৪) জপ করিতে হইবে ।

মন্ত্র জপ প্রণালী ।

| শারীর স্থান । | বীজ মন্ত্র । | জপ সংখ্যা । |
|----------------------|--------------------------|-------------|
| হৃদয়ে | ক্রোং | ১০ বার । |
| চক্ষুর্দ্বয়ে | হ্রীং হ্রীং | ২০ বার । |
| কর্ণদ্বয়ে | হ্রীং হ্রীং | ২০ বার । |
| নাসাদ্বয়ে | হং হং | ২০ বার । |
| মুখবিবরে | জ্রীং | ১০ বার । |
| নাভিস্থলে | ক্লীং | ১০ বার । |
| লিঙ্গমূলে | হেসী | ১০ বার । |
| গুহ্যে | বুং | ১০ বার । |
| ভ্রুর্মধ্যে | হং | ১০ বার । |
| শিরসী | হ্রীং জ্রীং ক্লীং | ১০ বার । |

(৩) শরীর দ্বার যথা—

কর্ণদ্বয়ং তথা চক্ষুর্দ্বয়ং নাসা মুখং ততঃ ।

নাভিস্থানে লিঙ্গমূলে গুহ্যস্থানে তথৈব চ ॥

মনোদ্বারং ভ্রুবোর্মধ্যে দর্শকং দ্বারমীরিতং ।

প্রতি দ্বারে শ্বসেন্নত্রং চৌরাধ্যং ব্রাহ্মণীষরী ॥

গণেশ বিমর্ষিণী ।

(৪) চৌর গণেশ মন্ত্র যথা—

অঙ্কুশং প্রথমং বীজং হৃদয়ে দশধা জপেৎ ।

প্রজপান্তে ততো মাতঃ কবাটং নিক্সিপেত্ততঃ ॥

হ্রীং হ্রীং বীজধরমিতি বিশ্বেশ্বরমবধে ॥

কর্ণয়োশ্চ তথা হ্রীং হ্রীং হং হং নাসাদ্বয়ে-তথা ॥

চৌর মন্ত্র জপান্তে গুরুদেবকে চিন্তা করিতে হইবে (৫) তৎপরে গুরুর ধ্যান করিয়া মানস পূজা করিতে হইবে। যথা—

চিন্তা কালীন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, শিরস্থিত সহস্রদল-কমল মধ্যে ষ্ঠেতবর্ণ, দ্বিভূজ, প্রসন্ন মুখ-কমল, প্রশান্ত হৃদয় এবং শান্ত মুক্তি বিশিষ্ট, গুরুদেব শক্তি সহিত বিরাজিত রহিয়াছেন (৬)। এইরূপ চিন্তা করিয়া নাভি-মণ্ডলে দক্ষিণ হস্তোপরি বাম হস্ত রাখিয়া (৭) গুরুর ধ্যান করিবে। ধ্যান (৮) যথা—

মুখে জীং দ্বিবিধং নাভৌ ক্লীং স্তভগেশ্বরী ।
হেসৌ বীজং লিঙ্গমূলে গুহে বৃং পরিকীর্তিতং ॥
হংকারঞ্চ ভ্রুবোর্মধ্যে মন স্থানে তথৈব চ ।
এতদেকাদশ দ্বারে চৌর মন্ত্রাণি বিহ্রসেং ॥
দশদা চৌর মন্ত্রঞ্চ একদা বাপি বীজকং ।
অনেনৈব জপেনাপি প্রতি দ্বারে কবাটকং ॥

গণেশ বিমর্ষিনী ।

(৫) অর্থাৎ প্রাতঃকথায় শয্যাস্থঃ সূসমাহিতঃ ।

শিরস্থ কমলে ধ্যায়েৎ স্ব গুরুং শিব রূপিণং ॥

ভৈরবতন্ত্রে ।

(৬) প্রাতঃ শিরসিঃ শুক্লাঙ্গে দ্বিনেত্রং দ্বিভূজং গুরুম্ ।

প্রসন্ন বদনং শান্তং অরেক্তদ্বন্দ্বম পূর্বকম্ ॥

(৭) স্নানভৌ দক্ষিণে হস্তে বাম হস্তং নিধায় চ ।

ভাবয়েত্তু সহস্রারে ত্রীগুরুং শক্তি সংযুতম্ ॥

তারাগমে ।

(৮) মতান্তরে ষ্ঠেতবর্ণ ব্যতীত ত্রীগুরুধ্যান মধ্যে রক্তবর্ণ ও নীলবর্ণ গুরু মূর্তি ভাবনা করিতে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তন্ত্র শাস্ত্রে উল্লেখ আছে “সাত্ত্বিকাদি ভেদাৎ গুরুবর্ণো রক্তবর্ণো নীলবর্ণশ্চ ধ্যেয়ঃ”। অর্থাৎ স্বতঃ রক্ত তম ভেদে সাধক তিন প্রকার বলিয়া ধ্যানের বর্ণ ভেদ হইয়া থাকে। যথা—

সাধকাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা ।

তামসস্ত তথা দেবি তেবাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥

সাত্ত্বিকঃ সাত্ত্বিকৈর্ভুক্তো লক্ষণৈশ্চাপি স্মর্য্যি ।

সাত্ত্বিকো বলিদানানি নিত্যং কুর্যাৎ প্রবদন্ততঃ ॥

রাজসো রাজো গুণৈর্ভুক্তঃ সত্যং সত্যং বরাননে ।

রাজসো বলিদানানি স্মরেশে রাজসৈর্ভূতঃ ॥

ও বরাভয়ং করং শান্তং গুরুবর্ণং শশঙ্কিকং ।

জ্ঞানানন্দময়ং সাক্ষ্যাৎ সর্বত্র জ্ঞান সুরূপকং ॥

কালীকুলান্বত তন্ত্র ।

এইরূপ ধ্যাননিবৃত্তির মানসোপচারে (৯) পূজয়েৎ । পূজা যথা—

১। কনিষ্ঠাভ্যাং লং পৃথ্ব্যাম্বকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ।

২। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং হং আকাশাম্বকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ ।

তামসস্তামস গুণৈরালম্বাদি যুতঃ প্রিয়ে ।

ন শ্রদ্ধা বলিদানেষু পূজনাতিশু হৃদয়ি ।

ন স্তোত্র পাঠে হোমে চ নাম মাত্রেণ সাধকং ॥

৭ প, সমগ্রাচার তন্ত্র ।

মর্ত্যস্তরে ~~কি~~ কথিত আছে, সৌরাদি পঞ্চোপাসক ভেদে শ্রীগুরুর বর্ণ ভেদ হইয়া থাকে । শাক্তের পক্ষে ষ্ঠেতবর্ণ, শৈবের পক্ষে গৌরবর্ণ, সৌরীর পক্ষে পীতবর্ণ, গাণপত্যের রক্তবর্ণ ও বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ ধ্যান করিতে হয় । ষ্ঠেতবর্ণ গুরুর আর প্রমাণ আবশ্যক করে না কারণ, উহা সর্ববাদী সম্মতঃ । এরূপ অস্ত্রাশ্র বর্ণের প্রমাণ দেওয়া গেল । যথা—

রক্তবর্ণ তত্র হংসাখ্য পীঠেতু স্বগুরুং রক্তবর্ণকম্ ।

কৃষ্ণার্চন চন্দ্রিকা ।

সহস্রারে গুরুং ধ্যায়েৎ সুরক্তং পদ্ম লোচনম্ ।

কৌলাবলী তন্ত্র ।

নীলবর্ণ নীলাম্বরং নীল বিলেপযুক্তং শঙ্খাদি ভূষণং মুদিতং দিনেজম্ ।

বীর চূড়ামনো ।

পীতবর্ণ শ্রীগুরুং পরমানন্দং চাক্ষু মুদ্রা লসৎ করম্ ।

বিনেত্রং বিভূজং পীতং ধ্যায়েনখিল সিদ্ধিদম্ ॥

শিবতাণ্ডব ।

গৌরবর্ণ ষ্ঠেতাধর ধরং গৌরং ষ্ঠেতাভরণ ভূষিতং ।

শ্যামারহস্ত ।

মানসোপচার ।

(৯) পৃথিব্যাম্বক গন্ধঃ আকাশাম্বক পুষ্পকং ।

ধূপো বায়ুাম্বকঃ প্রোক্তো দীপো বহ্যাম্বকঃ পরঃ ।

রসাম্বকক নৈবেদ্যং পূজা পঞ্চোপচারিকা ॥

৩। তর্জনীভ্যাং বং বার্বাশ্বকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ।

৪। মধ্যমাভ্যাং রং বহ্ন্যাশ্বকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ।

৫। অনামিকাভ্যাং বং অমৃতাস্বকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ।

৬। পাণিভ্যাং ঐ সর্কাস্বকং তাষুলং সমর্পয়ামি নমঃ।

এইরূপে মানসোপচারে পূজা করিয়া গুরু মন্ত্র (ঐ) ১০৮ বার জপ করিতে হইবে (১০)। তৎপরে গুরুর দক্ষিণ করে এই বলিয়া জপ সমর্পণ করিবে। যথা—

ওঁ শুভেতি শুভ গোপ্তীত্বং গৃহাণাস্থ্যং কৃতং জপং।

সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাচ্ছুরেশ্বর।

তন্ত্রে যে ঐ গুরু ভাবনা করিতে কহিয়াছেন তাহা কেবল লিঙ্গ ব্যত্যয় মাত্র, অর্থাৎ “ব্যত্যয় বহলমিতি” পাণিনীয় সূত্রে উল্লেখ আছে লিঙ্গ ব্যত্যয় দ্বারা পুং গুরুকেই ঐ রূপে ধ্যান করা হয় মাত্র, বস্তুতঃ গুরু শব্দ পুংলিঙ্গ বাচক। যাহা হউক ঐ গুরুর ধ্যান এই রূপ। যথা—

প্রফুল্ল পদ্ম পত্রাঙ্কীং ঘনপীন পরোধরাম্।

প্রসন্ন বদনাং ক্ষীণ মধ্যাং ধ্যায়ৈচ্ছিব্যাং গুরুম্॥

পদ্মরাগ সমাভাসাং রক্ত বস্ত্র সুরশোভনাম্।

রক্ত কঙ্কন পাণিক রক্ত নুপুর শোভিতাম্॥

শরদ্বিন্দু প্রতীকাশ রক্তোক্তাসিত কুণ্ডলাম্।

স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয় করায়ুজাম্॥

এই রূপ ধ্যান করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে মানস পূজা করণানন্তর গুরু মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

কনিষ্ঠা পৃথিবী তত্বং তদ্ব্যোগাদ্ গন্ধ যোজনং।

অনুষ্ঠো গগণং তত্বং তে নৈব পুষ্প যোজনং।

তর্জনী বায়ু তত্বং স্যাক্ষুপং তে নৈব যোজয়েৎ।

তেজস্তত্বং মধ্যমাস্যাদীপং তে নৈব যোজয়েৎ।

অনামা জল তত্বং স্যা তে নৈব যোজয়েচ্চকং।

গুরুগীতা।

(১০) এবং ধ্যান কুলেশাণি মানসৈ রূপচারকৈঃ।

পূজয়িত্বা জপেন্ মন্ত্রী বাগ্ভবং বীজ মুত্তমম্॥ ২২ ॥

যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে।

ততস্ত প্রণমেদ্বীমান্ ময়ে নামেন সদগুরুম্॥ ৩০ ॥

৫ উ, মহানির্বাণ তন্ত্র।

পূর্ণাভিষেক হলে সাধক ব্যক্তি গুরুর ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া ত্রীশুর পাহুকা পূজা করিয়া পাহুকা মন্ত্র জপ করিবে। যথা—ওঁ ঐ হ্রীং ত্রীং হসধ ত্রৈং হসধ মলবরয়ং সহধ ত্রৈং সহধ মলবর যীং হেসৌ ত্রীঅমুকানন্দনাধার ত্রীঅমুকা দেবঘা ত্রীগুরু পাহুকাং পূজয়ামি নমঃ। তৎপরে ঐ হইতে শেষ ত্রৈং পর্যন্ত জপ করিবে। এইরূপ পূজা ও জপ সমাপনানন্তর বাগভব বীজ (ত্রী) মন্ত্রের দ্বারা প্রাণায়াম আর করিতে হইবে। পরে অভ্যাস থাকিলে স্তোত্র ও কবচ পাঠান্তর গুরুদেবকে সংযত চিন্তে নমস্কার করিবে। নমস্কার যথা—

পুং গুরুর নমস্কার।

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।

তৎ পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ ত্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞান তিমিরাক্ষস্ত জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ ত্রীগুরবে নমঃ ॥

স্ত্রী গুরুর নমস্কার।

নমস্তে দেব দেবেশি নমস্তে হর পূজিতে।

ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপায়ৈ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

অজ্ঞান তিমিরাক্ষস্ত জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া।

যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

গুরুদেবকে প্রণাম করণানন্তর ইষ্টদেবতার ধ্যান উপদেশানুসারে করিতে (১১) হইবে। অর্থাৎ বাহ্যর যে ইষ্টদেবতা তিনি সেই ইষ্টের ধ্যান করিবেন। ইষ্টের ধ্যান হৃদপদ্মে করিতে হয়। ধ্যানানন্তর মানসপূজা করিতে হইবে। মানসপূজাকে সাধকব্যক্তিগণ অন্তর্বাগ কহেন। অন্তর্বাগ কিবল কল্পনাত্মক পূজা। অর্থাৎ যত প্রকার পূজোপচার আছে সেই সমস্তগুলি একটার পর একটা করিয়া ভক্তি সহকারে ইষ্টদেবতাকে অর্পণ করিতে হয়, ইহার পদ্ধতি পরে বিবৃত করা যাইতেছে।

(১১) প্রণম্যৈবং গুরুং তত্র চিন্তয়েন্নিজ দেবতাম্।

পূর্ববৎ পূজয়িত্ব তাম্ মূলমন্ত্র জপকরেৎ ॥ ৩০ ॥

স, বি & উদ্ভাস।

মানস পূজা (১২) পদ্ধতি বাহুপূজার দ্বারা পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, ধূপ, দীপ, গন্ধ ও পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা অতিশয় ভক্তিসহকারে ও ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে মানসেই পূজা করিতে হয় ।

(১২) মানস পূজা প্রণালী

অথবা অন্তর্বাণ ।

কং পদ্মমানসং দদ্যাৎ সহস্রাচ্যুতামৃতৈঃ ।

পাদ্যং চরণয়োর্দ্বিধ্যাৎ মনস্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥

তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্নতম্ ।

আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্ত্রাং গন্ধঃ স্ত্রাং গন্ধতত্ত্বকম্ ॥

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ ।

তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাসুধি ॥

অনাহত ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বং চ চামরম্ ।

সহস্রাং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বকং গীতকম্ ॥

নৃত্যমিন্দ্রিয় কৰ্ম্মাণি চাঞ্চলং মনসস্তথা ।

সুমেধলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ॥

অমায়াদৈর্ভাব পুষ্পৈরর্চয়েদ্ ভাব গোচরাম্ ।

অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা ॥

অমোহকম্ অদন্তং চ অধেষাকোভকং তথা ।

অমাংসবর্ষম্ অলোভং চ দশ পুষ্পং বিহুবুধাঃ ॥

ইহার তাৎপর্য এই যে, সাধক অতীষ্ট দেবতার ধ্যান করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে আসন স্বরূপ হৃদয় কমল প্রদান করিবে। পরে সহস্র-দল-কমল বিনিঃসৃত সুধা দ্বারা তাঁহার চরণ যুগলে পাদ্য প্রদান করিয়া মনকে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদন করিবে। অনন্তর উক্ত সহস্র-দল-কমল বিচ্যুত-সুধা দ্বারাই আচমনীয় ও স্নানীয় প্রদান পূর্বক বস্ত্র স্বরূপ আকাশতত্ত্ব গন্ধ স্বরূপ গন্ধতত্ত্ব, পুষ্প স্বরূপ চিত্ত, ধূপ স্বরূপ প্রাণ, দীপ স্বরূপ তেজস্তত্ত্ব, নৈবেদ্য স্বরূপ সুধাসাগর ঘণ্টাধ্বনি স্বরূপ অনাহতধ্বনি, চামর স্বরূপ বায়ুতত্ত্ব ছত্র স্বরূপ সহস্র-দল-কমল, গীত স্বরূপ শব্দতত্ত্ব, এবং নৃত্য স্বরূপ ইন্দ্রিয় লব্ধারের ক্রিয়া ও মনের চাঞ্চল্য সমর্পন করিবে। পরে ইড়া পিচ্ছলা ও সূর্য্যমা নাকী রূপ পদ্মমালা প্রদান পূর্বক ভাব গোচরা ভগবতীকে অমীয় প্রভৃতি পঞ্চদশবিধ ভাব পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবে। পঞ্চদশ ভাব পুষ্পের মধ্যে দশ প্রকার সাধারণ পুষ্প এবং পঞ্চ প্রকার বহুপুষ্প। সাধারণ ভাব পুষ্প দশক যথা—অমায় (মোহ-প্রসার) ১, অনহঙ্কার (অহঙ্কারশূন্যতা) ২, অরাগ (অবরাগ বর্জন) ৩, অমদ (গর্ব-হীনতা) ৪, অমোহ (মোহ-বাহিত্য) ৫, অদন্ত (সদাভিকতা) ৬, অধেষ (বিষেবাভাব) ৭,

অহিংসা পরমং পুণ্যং পুণ্যমিচ্ছিন্ন নিগ্রহঃ ।
 দয়া পুণ্যং কমা পুণ্যং জ্ঞান পুণ্যং চ পঞ্চমম্ ॥
 ইতি পঞ্চদশৈর্ভাব পুণ্যৈঃ সম্পূজয়েৎ শিবাম্ ।
 স্তব্ধাশুধিং মাংসশৈলং মৎস্য শৈলং তথৈব চ ॥
 মুদ্রাশিঃ স্তব্ধস্তম্ব যতাক্তং পরমায়কম্ ।
 কুলানুতং চ তংপুণ্যং পঞ্চ তৎকালনোদকং ॥
 কাম ক্রোধো ছাগবাহো বলিং দত্তা প্রপূজয়েৎ ॥
 স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলাস্তরে ।
 যদ্বৎ প্রেমেরং তৎসর্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ ॥
 পাতাল ভূতল ব্যোমচারিণো বিদ্র কারিণঃ ।
 তাং স্তানপি বলিং দত্তা নির্বন্দো জপমাচরেৎ ॥
 গ্রহিমা কুণ্ডলিনীশক্তি নাদান্তে মেক সংস্থিতিঃ ।
 সবিন্দু বর্ণমুচ্চার্য মূলমন্ত্রং সমুচরেৎ ।
 অকারাদি লকারান্তম্ অমুলোমম্ ইতি স্মৃতম্ ॥
 পুনর্লকার মারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ ।
 অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্গৈ তথা ন্যূনমথাষ্টকম্ ।
 অষ্টোত্তর শতং জপ্তা সমর্প্য প্রণমেদ দিয়া ॥

অশ্লোভ (কোভ-বিসর্জন) ৮, অমাংসর্ঘ্য (পরশ্রী কাতরতা-ত্যাগ) ৯, অলোভ (লোভের অনবীনতা) ১০, এই দশটা সাধারণ ভাব পুণ্য । তৎপরে পঞ্চবিধ মহাপুণ্য দ্বারা পঞ্চ পুণ্যজলি প্রদান করিবার সময় অহিংসা-রূপ প্রথম পুণ্যজলি, ইচ্ছিন্ন-নিগ্রহ-রূপ দ্বিতীয় পুণ্যজলি, দয়ারূপ তৃতীয় পুণ্যজলি, কমারূপ চতুর্থ পুণ্যজলি এবং জ্ঞান-রূপ পঞ্চম পুণ্যজলি প্রদান করিবে । এইরূপ পঞ্চদশ প্রকার ভাবপুণ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করিয়া পঞ্চতত্ত্ব প্রদান সময়ে সাধক মনে মনে স্তব্ধাশুগর, শর্করাতাকার মাংস, পক্ষীতাকার মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা ও স্তব্ধস্তম্ব যতাক্ত পরমায়, কুলানুত, পীঠকালন বারি এবং পঞ্চ প্রকার কুল পুণ্য অর্থাৎ বজ্রপুণ্য, স্বরজুহুতম, কুণ্ডপুণ্য, গোলপুণ্য ও সার্ক-কালিক হুতম নিবেদন করিবে । কামকে ছাগ স্বরূপ ও ক্রোধকে মহিব স্বরূপ করিয়া ক্রিয়া বলিদান করিতে হইবে । বলিদানের পর ভোগ দিবস সময় স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে আকাশে অথবা জল মধ্যে বাহা কিছু প্রেমের (ইচ্ছিন্ন গ্রাহ) বক্ত আত্ম তৎ সমুদায় নিবেদন করিবে । পাতালচারী ভূতলচারী আকাশচারী বে কোম জীম, পুণ্ড্রা বিদ্রকারী হইবে, তাহারিগকেও বলিদান করিয়া ইন্দ্রতাব পরিহার পূর্বক জপ করিতে আদিষ্ট করিবে । মানসিক জপ করিবার সময় কুলকুণ্ডলিনীকলা হস্তে অকা-

সর্গাস্তরাশ্রয় নিলয়ে স্বাস্ত্যর্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি।

গৃহাণাস্তর্জপং মাতরাদ্যোকালি নমোস্ততে ॥

সমর্প জপ যে তেন পঞ্চাঙ্গং প্রণমেদ্ ধিয়া।

অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং ব্রজেৎ ॥

অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদমৌ হোময়েৎ ততঃ।

আত্মাস্তরাশ্রয় পরম জ্ঞানাত্মা চ প্রকীর্তিতঃ।

এতদ্রূপং তু চিৎকুণ্ডং চতুরঙ্গং বিভাবয়েৎ ॥

আনন্দ মেথলা রম্যং বিন্দু ত্রিবলয়াক্তিতম্।

অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ ॥

সাদি (শেষ) লকার পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ প্রথিত করিতে হইবে। মালা প্রথিত করিবার সময় সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন যে, কুণ্ডলিনীর ছই দিকে মুঠে মুখ। তিনি এক মুখ উন্নত করিয়া মূলাধারের চতুর্দল হইতে স, ব, শ, ব এই বর্ণ চতুর্দল গ্রাস পূর্বক স্বাধিষ্ঠানের বড়দলে ল, র, য, ম, ভ, ব, এই ছয় বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি মণিপুর পর্যন্ত মুখ উন্নত করিয়া দশদল স্থিত ফ, প, ন, ধ, দ, থ, ত, গ, চ, ড, এই দশটি বর্ণ গ্রাস করিয়া অনাহত চক্রস্থিত দ্বাদশ দলে ঠ, ট, ঞ, ঝ, জ, ছ, চ, ঙ, ঘ, গ, খ, ক, এই দ্বাদশ বর্ণ গ্রাস করিবেন। পরে তিনি বিত্তক চক্রস্থিত ষোড়শ দল হইতে ঞ, ঞং, ঔ, ও, ঐ, এ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, ঐ, এই ষোড়শ বর্ণ গ্রাস পূর্বক আজ্ঞা চক্রে গিয়া ক্ষ এই বর্ণের কিঞ্চিৎ গ্রাস করিবেন। পরে বিত্তীয় মুখ অর্থাৎ পুচ্ছ উৎক্ষিপ্ত করিয়া তদ্বারা ল এই বর্ণ উদ্দিগরণ পূর্বক দ্বিদল হইতে হ এই বর্ণ গ্রাস করিয়া পুনর্বার উদ্দিগর্ণ ল—কেও গ্রাস পূর্বক ক্ষ, এই বর্ণের কিয়দংশ গ্রাস করিবেন। এইরূপে অকার হইতে লকার পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকা-মালা প্রথিত হইল। উভয় হৃথে ধৃত ক্ষ ইহার মেরু। এই মাতৃকামালার প্রত্যেক বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক জপ করিতে হইবে। অকার হইতে লকার পর্যন্ত ৫০ বর্ণে অমুলোম এবং লকার হইতে অকার পর্যন্ত ৫০ বর্ণে বিলোম জপ করিলে এক শত জল হইবে। পরে অষ্ট বর্ণের আদ্য অষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অ, ক, চ, ট, ত, প, ব, শ, এই অষ্ট বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া অষ্টবার জপ করিবে। ইহা দ্বারা একশত আটবার জপ হইবে। পরন্তু এই মানসিক জপ কালে ঋস কক্স রাধিয়া উক্ত ১০৮বার জপ করাই সাধক সম্ভ্রান্তের রীতি। যিনি ১০৮ বার জপ শেষ পর্যন্ত ঋস বাহু কক্স রাধিতে না পারেন, তিনি কেবল শেবোক্ত অষ্টবার মাত্র জপ করিবেন।

সাধক উক্ত একাকৈ অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া মনে মনে সমর্পণ পূর্বক এই মন্ত্র

বামে নাড়ীমিড্যাং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ ।

অবুয়াংমধ্যতোঃ ধ্যাৎবা কুর্বাৎ হোমং যথা বিধি ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেশ্রো হবি স্তেন অকল্পয়েৎ ।

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমুম্ ॥

ও নাতিচৈতন্ত্য রূপায়ৌ হবিষা মনসা ঐ চা ।

জ্ঞান প্রদীপিতে নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ১ ॥

বহির্জায়াস্ত মস্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিম্ ।

মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকম্ অপরং হোময়েন্নমুম্ ।

ও ধর্ম্মাধর্ম্মহ বিদীপ্তে আত্মায়ৌ মনসা ঐ চা ।

অবুয়া বস্মনা নিত্যম্ অক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ স্বাহা ॥ ২ ॥

স্বরূপ সহকারে মনে মনে প্রণাম করিবেন যে, মাতঃ ! তুমি সকলেরই অন্তরাত্মাতে বাস করিতেছ; তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ। আদ্যে কালি! আমি যে মানসিক জপ করিলাম, তাহা গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার। সাধক এইরূপে জপ সমাপ্তি সহকারে মনে মনেই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করিবেন।

অতঃপর মানসিক হোম করিবার প্রণালী বলিতেছি। ইহা দ্বারা সাধক ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। অন্তঃহোম করিবার সময় মূলধাররূপ কুণ্ডে চিংস্বরূপ অগ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হইবে। আত্মা (শরীর) অন্তরাত্মা (কুণ্ডলিনী), পরমাত্মা (ব্রহ্ম) জ্ঞানাত্মা (বুদ্ধি), এই চতুর্ভুজ দ্বারা নিশ্চিত চতুর্কোণ চিংকুণ্ড কল্পনা করিতে হইবে। এই চিংকুণ্ড আনন্দরূপ মেখলা (কুণ্ডের অবয়ব বিশেষ) দ্বারা সুরম্য। মূলধার চক্রস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গরূপ বিন্দু ও যোনিমণ্ডলরূপ ত্রিকোণ ইহার বিন্দু ও ত্রিকোণমণ্ডল, পরিকল্পিত হইবে। কাম-কলার নিরুদ্দেশস্থিত অর্দ্ধমাত্রা এই কুণ্ডের যোনি (কুণ্ডের অবয়ব বিশেষ) স্বরূপ কল্পনা করা যাইবে। এই যোনি ব্রহ্মানন্দময়। অনন্তর সাধক বামভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং মধ্যভাগে অবুয়া নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধানে হোম করিতে আরম্ভ করিবেন। এই হোম কালে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হবিঃ স্বরূপ পরিকল্পিত হইবে। পবে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিতে হইবে যে, আমার নাতিস্থিত চৈতন্ত্যরূপ হতাশন কখনো জ্ঞান দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আমি মনোময় স্রক (হোমসাধন, দর্বার ভ্রার আকার বিশিষ্ট যজ্ঞপাত্র বিশেষ) দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘূতের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদার আহুতি প্রদান করিলাম। এই মন্ত্রে স্বাহা যোগ করিয়া প্রথম আহুতি প্রদান করিবে। ১ ॥

পূর্ব্বকার মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ

ও প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাম্ অবলম্ব্যোন্নীকৃত্য ।
 ধর্মাদ্বন্দ্ব কলা দেহ পূর্ণময়োঃ জুহোম্যাহম্ ॥ বাহা ॥ ৩ ॥
 বহু জায়াস্ত মন্ত্ৰেণ তৃতীয়াহুতিষাচরেৎ ।
 মূলমন্ত্ৰঃ সমুচ্চাৰ্য্য ততঃ শ্লোকং পঠেদমম্ ॥
 ও অন্তর্নিরন্তর নিরিন্দ্রন মেধমানে
 মারাদ্ধকার পরিপহ্নিনিসম্বিদয়ো ।
 কস্মিংশ্চিদ ভূত মরীচি বিকাশ ভূমৌ ॥
 বিশ্বং জুহোমি বহুধাদি শিবাবসানম্ ॥ বাহা ॥ ৪ ॥
 অনেন মনুনাহুত্যা পূর্ণাহতিরনন্তরম্ ।
 ও ইদম্ পাত্র ভরিতং মহতাপ পরামৃতম্ ॥
 পূর্ণাহতি ময়ে বহৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যাহম্ ॥ বাহা ॥ ৫ ॥
 বহুজায়াস্ত মন্ত্ৰেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহতিম্ ॥

এবি দ্বারা সমুদীপ্ত আশ্ররূপ অগ্নিতে আমি সুবুয়া পথ দ্বারা মনোময় ঐক্য সহকারে
 মনোপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ২ ॥

অদ্য আমি প্রকাশ ও আকাশ রূপ হস্তদ্বয় দ্বারা উন্নীকরণ ঐক্য অবলম্বন করিয়া
 চন্দ্রাঙ্গা উদীপ্ত অগ্নিতে ধর্ম অধর্ম ও মারা বিকাশ রূপ যুগ্মে পরিপূর্ণ আহুতি সমর্পণ
 করিলাম । ৩ ॥

এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় আহুতি প্রদান কালেও বাহা উচ্চারণ করিবে। এই রূপ
 চতুর্থ আহুতি প্রদান করিয়া মূলমন্ত্ৰ উচ্চারণ পূর্বক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে,
 বাহা হইতে অদ্বিত দিব্য জ্যোতি (জগৎ প্রপঞ্চ) প্রকাশ হইতেছে, যিনি মায়া রূপ
 বন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া আমার অন্তরে ইন্দ্রন ব্যতিরেকেও নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত ও
 মুদীপ্ত রহিয়াছেন তাদৃশ অনির্বচনীয় সত্ত্বরূপ অগ্নিতে আমি ধরাতল অবধি শিব
 র্যাস্ত সমুদায় জগৎ ও সমুদায় দ্বারা প্রপঞ্চ আহুতি প্রদান করিলাম । ৪ ॥

অনন্তর পূর্ণাহতির সময় এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে যে, আমার এই মনোময় পাত্র
 আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রাপত্ররূপ হব্যে পরিপূর্ণিত করিয়া
 পূর্ণাহতি প্রদান পূর্বক হোম সমাপন করিলাম । বাহাস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক এই পঞ্চম
 আহুতিও প্রদান করিবে । ৫ ॥

শ্রীগুরুপাঠকা পঞ্চক স্তোত্রঃ ।

ও নমঃ শ্রীনাথায় ।

ব্রহ্মরক্ত স্রসীকহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমভূতং ।
 কুণ্ডলীবিবর কাণ্ড মত্তিতঃ হৃদিশার্ণ সরসীকহং তজ্জে । ১ ॥
 তত্ত কন্দলিত কর্ণিকাগুটে ক্রৌঞ্চরেখমকথাপি রেখয়া ।
 কোণ লক্ষিত হৃলক্ মণ্ডলীভাবলক্ষ্য মবলালয়ং তজ্জে । ২ ॥
 তৎপুটে পুট তড়িং কড়ারিমস্পর্কমান মণিপাটল প্রভং ।
 চিত্তয়ামি হৃদিচিন্ময়ং বগুর্ধ্বিন্দুনাভমণি পীঠ মণ্ডলং । ৩ ॥
 উর্দ্ধমস্ত্রহতভুক্ত শিখাত্রয়ং তদ্বিলাস পরিবৃংহনাস্পদং ।
 বিশ্ববন্দর মহোচ্চিদোংকটং ব্যামুযামি যুগমাদি হংসয়োঃ । ৪ ॥
 তত্রনাথ চরণারবিন্দয়োঃ কুঙ্কুশাবরী মরন্দয়োঃ ।
 হৃদমিন্দুমকরন্দশীতলং মানসং সংস্রতি মঙ্গলাস্পদং । ৫ ॥
 নিশক্তমণি পাঠকা নিয়মিতাঘ কোলাহলং ক্ষুরং কিশলয়া
 রুণং নখসম্মলসজ্জকং । পরামৃত সরোবরোদিত সরোজ ।
 সত্রোচিবং ভজামি শিরসিস্থিতং গুরুপদার বিন্দবয়ং । ৬ ॥
 পাঠকাপঞ্চক স্তোত্রঃ পঞ্চবক্তৃদ্বিনির্গতং ।
 বড়ায় ফলপ্রাপ্তং প্রপঞ্চোচিতি হ্রস্বভং । ৭ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণজামলে পঞ্চবক্তৃ বিনির্গত শ্রীমদগুরুপাঠকা পঞ্চক স্তোত্রঃ সমাপ্তঃ ।

অথ গুরু কবচং ।

দেয়্যবাচ ।— ভূতনাথ মহাদেব কবচং তত্ত্ব মে বদ ।
 গুরুদেবস্ত দেবেশ সাক্ষাৎপ্রক স্বরূপিণঃ ॥
 জৈরউবাচ ।— অখাতঃ কথরাশীশে কবচং মোক্ষদায়কং ।
 যস্ত জ্ঞানং বিনা দেব ন সিদ্ধির্নট সদ্যতিঃ ॥
 ব্রহ্মাদয়োপি গিরিজে সর্বত্র বাজিনঃ স্তূতাঃ ।
 অন্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগম পুরঃসরাঃ ॥
 কবচস্যাস্য দেবেশি পাবিত্রীকুরুদাহতঃ ।
 হ্রস্বো বিরাড় দেবতা চ গুরুদেবাঃ স্বয়ং শিবঃ ॥
 চতুর্ভুজ জ্ঞানমানে বিনিরোগঃ প্রকীর্তিতঃ ।

পূজা সমাপ্ত হইলে পরে মূলমন্ত্রঃ (১৩) বখাশক্তি জপ করিয়া পুনর্বার প্রাণায়ামাদি করিয়া জপ সমাপণ করিবে পরে ইষ্ট দেবতাকে নমস্কার করিয়া আশ্ব-চিন্তা করিবে।

মতান্তরে ইষ্টদেবতার ধ্যান ও ইষ্ট পূজা না করিয়া কুলকুণ্ডলিনীকে ইষ্টরূপে পূজাদি করিবার বিধি আছে। মূলধার হইতে ব্রহ্মরজ্জ্ব পর্য্যন্ত মূল বিদ্যা কুণ্ডলিনীকে ভাবনা (১৪) করিবে। প্রথমতঃ কুণ্ডলিনীর ধ্যান (১৫) করিতে হইবে। ধ্যান বখা—

সহস্রারে মহাপদ্মে কপূর ধবলো গুরুঃ ।
 বামোদ্ধিত শক্তির্ঘঃ সর্বত্র পরিরক্ষতু ॥
 পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বহুভে ।
 পরা পরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুং সদা ॥
 কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দনাথকঃ ।
 বাহুদ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দ এব চ ॥
 বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্বদা ।
 ক্রোধানন্দঃ কটিং পাতু সূতানন্দঃ পদং মম ॥
 ধ্যানানন্দশ্চ সর্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে ।
 সর্বত্র গুরুব পাতু সর্বের দৈবরূপিণঃ ॥
 ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে ।
 ভক্তিহীনে দুরাচারে দদৈবতং মৃত্যুমাশুয়াং ॥
 অসৌব পঠনাদ্বেবি ধারণাং শ্রবণাং প্রিয়ে ।
 জায়তে মন্ত্র সিদ্ধিচ্চ কিমন্তং কথয়ামিতে ॥
 কঠৈ বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবল্লিতে ।
 ধারণাশয়েৎ পাপং গলারায়ং কল্মষং যথা ॥
 ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ।
 তৎ সর্বং নিষ্ফলং কৃৎস্না গুরুর্যাতি স্থনিশ্চিতং ॥
 শিবে কঠে গুরুভ্রাতা গুরৌ কঠে ন কশ্চন ।
 ইতি ককাল মালিনী তস্ত্রে গুরু কবচং সমাপ্তং ॥

(১৩) মূল্য লোকস্য যঃ মন্ত্রং বধ্যাক্ত বিধিনা গুরুঃ ।

তঃ মূলমন্ত্রঃ বিজ্ঞেয়ঃ সর্বত্র সমন্বিতঃ ॥ বিশ্বসার তন্ত্র ।

(১৪) মূল্যাদি ব্রহ্মরজ্জ্বায় মূল্য বিদ্যাঃ বিভাবয়েৎ । তন্ত্রসার ।

(১৫) মূল্যে কুণ্ডলিনীং যস্যঃ মূল্যধার নিবাসিনীং ।

ভামিষ্ট দেবতা জপাং সার্বঃ নিবল্যাদিতাঃ ॥ ঐ ॥

ব্যারেং কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেব পরম্পরীং ।
 সদা বোড়শ ঘরীয়াং পীনোন্নত পরোষরাং ।
 নব যৌবন সম্পরাং সর্কীভরন ভূবিতাং ।
 পূর্ণচন্দ্র নিভাং বস্ত্রাং সদা চঞ্চল লোচনাং ।
 নানা রত্ন যুতাং রম্যাং পার্দ্দো মূপূর শোভিতাং ।
 কিকিনী চ তথা কট্যাং রত্ন কঙ্কন মণ্ডিতাং ।
 কন্দর্প কোটী লাবণ্যাং সদা মৃদু মন্দ হাসিনীং ॥

প্রকারান্তর ধ্যান ।

ওঁ প্রসুপ্ত ভূজগাকারং সয়ন্তু লিঙ্গমাক্রিতং ।
 বিদ্যুৎ কোটী প্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং ।
 শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসাং সর্বদা কারণ প্রিয়াং ॥

যোগসারে ।

এইরূপ ধ্যান করিয়া যানসিক পূজা অঙ্গাদি করিবে (১৩) । প্রথমে বং রং এই পবন ও বহ্নি বীজ দ্বারা কুণ্ডলিনীর নিজ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে অর্থাৎ বং রং বীজের প্রাণারাম দ্বারা নিজ্রিতা কুণ্ডলিনীর নিজ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে । বোড়শবার বং বীজ

কোটি সৌদামিনী ভাষাং সয়ন্তুলিঙ্গ বেষ্টিতাং ॥

তারুণ্যর মহাদেবীং প্রাণ যন্ত্রেণ সাধকঃ ।

উদ্যানদিনকর দোতাং যাবচ্ছাসং দৃঢ়াসনঃ ॥

অশেষা শুভ শাস্ত্যর্থং সমাহিত মনাঃ শিবঃ ॥

তৎ প্রভা পটলং ব্যাপ্তং শরীর মপি চিস্তয়েৎ ॥

যিনি অতি সুন্দা মূলাধার নিবাসিনী স্বীয় ইষ্টদেবতা রূপে সার্ব জিতর বেষ্টনে স্বয়ং লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কোটি বিদ্যুতের ভায় বাহার দেহ কান্তি, সাধক এবজ্জতা কুণ্ডলিনীকে প্রাণ যন্ত্রে অর্থাৎ বং রং এই যন্ত্রে প্রবেশিত করিয়া শাস সংরমণ পূর্বক একাগ্রমনে ধ্যান করিবে, এবং উন্নত কাণীন দিনকরের ভায় বীজমতী কুণ্ডলিনীর দেহে প্রভা এই শরীর পরিমার্জিত রহিয়ার এইরূপ চিত্রা করিবে ।

(১৩) এবং দ্বারা কুণ্ডলিনীং ততো মতরং পরান্বিতাং ।

রমন্ম মদ পূর্ণাঙ্গাং সপূজ্য সাধকঃ পরমং ॥

ততো ইদং সোমকোষাকঃ সর্বদা ধ্যানং সাধিকাং ॥

হং দ্বারা পূরক ; চতুঃপাঠ্যের হং বীজ জপ দ্বারা কৃত্তক এবং ত্রিঃশব্দার হং হং বীজ জপ দ্বারা রেচক করিয়া হংকার দ্বারা চেতনা করাইতে হইবে অথবা ভূতভক্তি প্রকরণানুসারে কুণ্ডলিনীকে প্রবোধিত করিয়া পরে “ হং স ” এই প্রাণ মন্ত্রের দ্বারা মূলাধার হইতে ব্রহ্মবন্ধস্থিত পরম শীবে জোড়না করিয়া পুনরায় মূলাধারে আনিতে হইবে । অর্থাৎ “ হং ” মন্ত্রের দ্বারা শ্বাস গ্রহণ সময়ে পরম শীবে জোড়না এবং “ সঃ ” মন্ত্রের দ্বারা শ্বাস ত্যাগ কালীন পুনরায় মূলাধারে নীত করিবে । তৎপরে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুমা নাড়ির মূল স্থানকে ত্রিবেণী (১৭) জ্ঞান করিয়া তাহাতে কুণ্ডলিনীকে স্থান করাইয়া মূলাধারে স্থাপন করিয়া পূজা করিবেক (১৮) তৎপরে অজপা জপ সমর্পণ করিতে হইবে । যথা—

শিরসি, হংস অথয়ে নমঃ । মুখে অব্যক্ত গায়ত্রী চন্দ্রশে নমঃ । হৃদি পরমহংস দেবতায়ৈ নমঃ । লিঙ্গে হং বীজায় নমঃ । আধারে সঃ শক্তয়ে নমঃ ।

মূলাধারে স্বর্গবর্ণ চতুর্দলে বাদিসান্ত চতুঃবর্ণাঘ্রিতে ষট্শতং অজপা জপং সশক্তি গণেশায় সমর্পয়ামি নমঃ ।

• স্বাবিষ্ঠানে অনেক বিদ্বান্নিতে বাদিসান্ত ষট্শতবর্ণাঘ্রিতে ষড়দলে সহস্রং অজপা জপং সাবিষ্ঠী সহিতায় ব্রহ্মণে সমর্পয়ামি নমঃ ।

মণিপু্রে নীলোৎপল মেঘনিভে ডাদিফানন্ত দশবর্ণাঘ্রিতে দশদলে ষট্শতসহস্রং অজপা জপং লক্ষ্মী সহিতায় নারায়নায় সমর্পয়ামি নমঃ ।

অনাহতে তরুণ রবিনিভে দ্বাদশবর্ণ ঘূতে দ্বাদশদলে ষট্শতসহস্রং অজপাজপং সশক্তি শিবায় সমর্পয়ামি নমঃ ।

বিগুহ্বে বোড়শদলে ষট্শতসহস্রং অজপা জপং প্রাণধারিণীশক্তি সহিত জীবপুরুষায় সমর্পয়ামি নমঃ ।

(১৭) ইড়া গজেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী ।

মধ্যে সরস্বতীং বিদ্যাং প্রয়াগাদি সমস্ততঃ ॥ ৩০৩ ॥

অস্মোদয় ।

(১৮) যেরূপ মানস পূজা উক্ত হইয়াছে সেইরূপ । যতাস্তরে সর্ব প্রথমে অজপা জপ সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ গুরাদি চিন্তা করিবার বিধি আছে । কোন কোন সাধক চতুর্দলে কুণ্ডলিনীর পূজা না করিয়া অজপা জপ সমাপনান্তে একেবারে কুণ্ডলিনীকে সহস্রায়ে আয়োজন করাইয়া সশক্তি গুরুদেবের অর্চনা করেন । অর্চনানন্তে প্রতি পদে তর্পণ করিতে করিতে কুণ্ডলিনীকে অবজ্ঞোহন করাইয়া স্বস্থানে স্থাপন করেন । যথা—

সহস্রায়ে অকারাদি অক্ষরান্ত সশক্তিং গুরুমেষ শ্রীপাদকং তর্পয়ামি নমঃ ।

আজ্ঞাধো ত্রীচন্দ্র প্রভে দ্বিদলে হৃদবর্ণাধিতে সহস্রং অজপা জপং অর্জু নারীধরায়
(মায়ী সহিত গুরু মূর্তয়ে) সমর্পয়ামি নমঃ ।

সহস্রারে নানাবর্ণেজলে সহস্রদলে অকারাদি ক্ষকারান্ত সহিতার সহস্রং অজপা
জপং শশক্তি গুরবে (পরমাত্মনে) সমর্পয়ামি নমঃ ।

ইতি জপং সমর্প্য অষ্টোত্তর শত সংখ্যমজপাজপং কুর্য্যাৎ ।

তৎপরে পরিপূত মন হইয়া ঈষ্টদেবতাকে নমস্কার পূর্বক এইরূপ চিন্তা
করিবে । যথা—

অহং দেবো ন চান্যোহস্মি ত্রৈলোক্যে বাহং ন শোকভাক্ ।

সচ্চিদানন্দ রূপোহহং নিত্যমুক্ত স্বভাব বান ॥

ইহার অর্থ এই যে আমি দেব ভিন্ন অন্য কিছু নহি আমি ব্রহ্মস্বরূপ, সাংসারিক
শোকভাগি নহি । আমি নিত্য এবং মুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ।

এইরূপ গুরুদেব হইতে আপনাকে অভিন্ন ভাবনা করিয়া প্রার্থনা করিবে ।
(১১) যথা—

ত্রৈলোক্য চৈতন্য ময়াধি দেব, ত্রীনাথবিষ্ণো ভবদাস্ত্যয়েব ।

প্রাতঃ সমুখ্যায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রামম্ববর্তয়িষ্যে ॥

তত্চ ।

জানামি ধর্ম্যং নচমে প্রবৃতি, জানাম্যধর্ম্যং নচ মে নিবৃতিঃ ।

ত্বয়া হিবীকেশ জুদিস্থেতেন, যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শয্যা হইতে, বহির্নিগমনের সময় ভূমিতে পাদস্পর্শজন্য
পৃথিবীর নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিবে যথা—

সমুদ্র মেখলে দেবি পর্কত স্তন মণ্ডলে ।

বিষ্ণু পত্নি নমস্তুভ্যাং পাদস্পর্শং ক্ষমত্ব মে ॥

তৎপরে “ও প্রিয়দত্তারৈ ভূবে নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক পৃথিবীকে প্রণাম

(১২) দেবী সাধক এইরূপ করিবে ।

ত্রৈলোক্য চৈতন্যময়েখরেশি ত্রীপার্কতি স্বচরণাস্ত্যয়েব ।

প্রাতঃ সমুখ্যায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা মম্ববর্তয়িষ্যে ॥

করিয়া উপাসক ভেদে অগ্রে দক্ষিণ বা বাম পদ (২০) ভূমিতে ক্ষেপন পূর্বক শয্যা ত্যাগ করিতে হইবে।

গৃহস্থ ব্যক্তি প্রতিদিবসেই এইরূপ অরুণোদয়কালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিবে, তদনন্তর মলমূত্রাদিত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃকৃত্য না করিয়া যে ব্যক্তি দেব আরাধনায় তৎপর হয় তাহার সমস্ত পূজাদী ক্রিয়া বিফল হইয়া যায়।
যথা—

প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বাতু যো দেবীং ভক্তিতোহর্চয়েৎ ।

তস্ম পূজা চ বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥

তন্ত্রসার ।

শৌচ হীন ক্রিয়া যেরূপ নিষ্ফল প্রাতঃকৃত্য না করিয়া (২১) দেবির অর্চন করিলে সেইরূপ বিফল হইয়া থাকে।

বিশ্বমুক্তোৎসর্গ । (২২)

নমস্কৃত্য বহির্গচ্ছেদ্বামপাদ পুরঃসরং ।

ত্যাক্ত্য মুত্র পুরীষঞ্চ দন্তধাবন মাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

ম, নি, তন্ত্র ৫ম উল্লাস ।

(২০) ত্যক্তেৎ প্রভাতে চরণং বিধিজ্ঞা সমীরণাত্মকমতো ধরায়াম্ ।

শিবোক্ত মন্ত্রং পরিভাব্য হস্তাং সমস্ত দোষাপহৃদং জানামি ॥

তত্ত্বচিন্তামনি ।

ইষ্টদেবস্ত ভূমৌচ তস্তাং শ্বাসাহুসারতঃ ।

বিত্তস্ত পাদমুখায় কুর্ষাদাবশ্যকীঃ ক্রিয়া ॥

শিবার্চন চঙ্কিকা ॥

পুং দেবতার উপাসক হইলে অগ্রে দক্ষিণ পদ আর স্ত্রী দেবতার উপাসক হইলে অগ্রে বাম পদক্ষেপণ করিবে।

(২১) নিদ্রাং জহাদ গৃহী রাম নিত্যমেবারুণোদয়ে ।

বেগোৎসর্গং ততঃ কৃত্বা দন্তধাবন পূর্বকং ।

স্নানং সমাচরেৎ প্রাতঃ সর্ব কন্ধ্যব নাশনং ॥

বিষ্ণুধর্মোত্তরে ।

(২২) মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবন মগ্ননং ।

পূর্বাহ্ন এব কুর্ষীত দেবতানাম্ পূজনং । ১৫২ ॥

৪ অ ম হ ।

অর্থাৎ হঠদেবতাকে সম্ভার করিয়া অগ্রে বাম চরণ বিকাস পূর্বক বহির্গমন করিবে। পরে মূত্র ও পুণীষ পরিত্যাগ করিয়া দস্তধাবন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

বিমূত্রোৎসর্গের বিধি এই যে, বাসগৃহের দক্ষিণ দিকে বা নৈঋত কোণে ১৫০ হস্ত অন্তরে বা ততোধিক স্থান অতিক্রম করিয়া মলত্যাগ করা কর্তব্য। মলত্যাগ সময়ে থুতু ফেলা ঝাঁস গ্রহণ করা এবং কথা কহা কর্তব্য নহে। দিবা ভাগে উত্তরাভিমুখ ও রাত্রিযোগে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং সন্ধ্যাষয়যোগে উত্তরাভিমুখ হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিবে।

হুত্বা যজ্ঞোপবীতস্ত পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলঙ্ঘিতঃ ।

বিম্মুক্ত্রে চ গৃহী কুর্যাদ্যদ্বাকর্ণে সমাহিত ।

যমঃ ।

মলত্যাগ সময়ে যজ্ঞোপবীতকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন করিয়া বা হারের ন্যায় বন্ধ লঙ্ঘিত করিয়া অথবা কর্ণোপরি রাখিয়া রক্ষা করিবে।

মলত্যাগ, দেহ প্রসাধন, প্রাতঃস্নান, দস্তধাবন, অঙ্গনধারণ ও দেবতাদিগের পূজা পূর্বাঙ্কে অর্থাৎ দিবসের পূর্বভাগে সমাপন করিতে হয়।

তিরস্কৃত্যোচ্চরং কাষ্ঠ লোষ্ট্র পত্র তৃণাদিনা ।

নিয়ম্য প্রযতো বাচঃ সস্বীতান্নোহিবগুষ্ঠিতঃ ॥ ৪৯ ॥

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র পত্র বা তৃণাদি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করিয়া গাত্র আচ্ছাদন পূর্বক মন্তকে বস্ত্রাদি অল্পচ্ছিন্ন মুখে বাক সংযমন করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিবে।

মূত্রোচ্চার সমুৎসর্গং দিবা কুর্যাদ্ভদ্রমুখঃ ।

দক্ষিণাভি মুখো রাত্রৌ সন্ধ্যায়োশ্চ যথা দিবা ॥ ৫০ ॥

৪ অ, মত্ৰ ।

সকল বর্ণই দিবাযোগে এবং উভয় সন্ধ্যা সময়ে উত্তরাভিমুখ হইয়া ও রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে।

ছায়ারা অন্ধকারে বা স্নাত্তবহনিবাহিত্ব ।

যাথা স্তব্ধ মুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণবোধ ভয়েহুচ ॥ ৫১ ॥

চায়ার স্থানে বা অন্ধকারে বা স্নাত্তবহনিবাহিত্ব হইলে অথবা স্নাত্ত সর্পাদি কতৃক প্রাণ বিনাশের ভয় উপস্থিত হইলে যে মুখে ইচ্ছা বিমূঢ় পরিত্যাগ করিতে পারে। ৫১ ।

শৌচং । (২৩)

ধর্মবিদ্ধক্ষিণং হস্তমধঃ শৌচেন যোজয়েৎ ।

তথৈব বামহস্তেন বাভেকুর্দ্ধং ন শোধয়েৎ ।

প্রকৃতি স্থিতিরেক্ষাস্তাং কারণা ভয় ক্রিয়া ॥

দেবলঃ ।

ধর্মজ্ঞব্যক্তি অধোদেশের শৌচক্রিয়াতে দক্ষিণ হস্ত যোজনা করিবে না এবং বাম হস্তদ্বারা নাভির উর্দ্ধদেশ শোধন করিবে না অর্থাৎ বামহস্তের দ্বারা অধোদেশ ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাভির উর্দ্ধদেশ শোধন করিবে । ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । রোগী বা অসমর্থ ব্যক্তি উভয় হস্ত দ্বারা শৌচাদি ক্রিয়া করিতে পারে ।

একা লিঙ্গে গুহ্যে তিস্র স্তুথা বামকরে দশ ।

উভয়োঃ সপ্ত দাস্তব্যা স্তিস্র স্তিস্রঃ পদে মূদঃ ॥

মহু ।

শৌচ ক্রিয়াতে মহু মৃত্তিকার নিয়ম কহিয়াছেন । লিঙ্গদেশে একবার গুহ্যদেশে তিনবার বাম হস্তে দশবার দুইহস্তে সপ্তবার, প্রত্যেক পদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দিবে ।

তদনন্তর স্থান শুদ্ধি করিতে হইবে । অর্থাৎ যে স্থানে শৌচকার্য করা যায় সেই স্থানটা ধৌত করিয়া দিতে হয় । শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ;—

(২৩) শৌচে যত্রঃ সদা কার্য্যঃ শৌচ মূলো বিজঃ স্মৃতঃ ।

শৌচাচার বিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলা ক্রিয়াঃ । ২ । ৫ অ, দক্ষ ।

শৌচ বিষয়ে সর্বদাই যত্ন করিবেক । কেন না শৌচই বিজ্ঞাত্যের মূল । শৌচ ও আচার বিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয় ।

শৌচঞ্চ বিবিধং প্রোক্তং বাহুমাভ্যন্তরস্তথা ।

মুচ্ছলগাত্যাং স্মৃতং বাহুং ভাবন্তু দ্বিরথাস্তরম্ ॥ ৩ ॥ ঐ ।

শৌচ বিবিধ বাহু শৌচ ও অভ্যন্তর শৌচ । মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা বাহু-শৌচ তাহা বাহু শৌচ এবং ভাব শুদ্ধি রূপ যে শৌচ তাহা অভ্যন্তর শৌচ । ৩ ॥

ন বাবহুপনীয়েত বিপ্রাঃ শূদ্র স্তথাঙ্গনা ।

গন্ধলেপকর করং চৌচং তেবাং বিধীয়তে ॥ ব্রহ্ম-পুত্রাণ ।

অহুপনীত ব্রাহ্মণ শূদ্র এবং ত্রীলোকগণের বাবৎকাল পর্যন্ত গন্ধ এবং লেপ পরিত্যাগ পার তাবৎ কাল পর্যন্ত শৌচ ক্রিয়া করিতে হয় ।

দিবা বয়হিত্যং কণ্ঠ ভ্রূদ্বকং স্মিংশি শূভম্ ।

ভ্রূদ্বকং দাতুয়ে কালে পশি শূদ্রবদাচরেৎ । ১৩ ॥ ৫ঘ, অ, দক্ষ ।

যস্মিন স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্ধি শোধয়েৎ ॥

ন শুদ্ধিস্ত ভবেত্তস্য মৃত্তিকাং যো ন শোধয়েৎ ॥

যে স্থানে শৌচক্রিয়া করা হয় সেই স্থানটা অলঙ্কারা শুদ্ধ কবিত্তে হয় । যে ব্যক্তি শৌচস্থানীয় মৃত্তিকা শুদ্ধ না করে তাহার শুদ্ধি হয় না ।

এইরূপে শৌচক্রিয়াদি সমাপনান্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্বক আচমন করিতে হয় ।

দিবাতে বাহ্য বিহিত, রাত্রে তাহার অর্দ্ধ । পীড়া কি অন্তবিধ আপদদ্বারা তাহার অর্দ্ধ । স্বরা গন্তব্য পথে তাহার অর্দ্ধ পরিমাণে আচরণ করিবার বিধি আছে ।

প্রথমং প্রাঙ্ঘুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্চনৈঃ ।

উদাঙ্ঘুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণা মুখেঃ ॥

পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিতে হয় । দৈব কর্মে উত্তরাস্য এবং পৈত্র কর্মে দক্ষিণাস্য হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে । ২০, ৫৪৩

অথাচমনং ।

কৃত্বার্থ শৌচং প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ মুজ্জলৈঃ ।

নিবদ্ধ শিখা আসীনো দ্বিজ আচমনঞ্চরেৎ ॥

বৃদ্ধ পরাশর ।

শৌচকর্ম ও হস্তপদাদি প্রক্ষালনান্তর ব্রাহ্মণগণ শিখাবদ্ধন করিয়া আচমন করিবে ।

অন্তর্জামুঃ শুচৌদেশ উপবিষ্ট উদাঙ্ঘুখঃ ।

প্রথা ব্রাহ্মণ তীর্থে ন দ্বিজানিত্যোমুপস্পৃশেৎ ॥

১অ, যাক্তবধ্য ।

হস্তর আত্মবস্ত্রের মধ্যবর্তী রাখিয়া পবিত্র স্থানে উত্তরাস্য বা পূর্বাস্য হইয়া উপবেশনান্তর দ্বিজ (ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্য) নিত্যই ব্রাহ্মতীর্থে অলঙ্কারাধিয়া আচমন করিবেন ।

ব্রাহ্ম তীর্থ ।

অনুষ্ঠোত্তরতো রেখা যঃ পৃথৈর্দক্ষিণস্য চ ।

এতদ্ ব্রাহ্মনিজিগৃহাভং তীর্থং ব্রাহ্মণস্য তৈঃ ॥

সংস্কৃতোহু পূর্ণাঙ্গ ।

হৃদ্যাভিঃ পূরতে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ ।

বৈশ্যোহস্তিঃ প্রাশিতাভিশ্চ শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥

মম্ব ।

আচমনীর জল ব্রাহ্মণের হৃদয়, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠগত, বৈশ্যের তালুগত এবং শূদ্র ও স্ত্রীলোকের ওষ্ঠগত হইলেই আচমন সিদ্ধি হইবে ।

আয়তং পৰ্ব্বণাং কৃত্বা গৌকর্ণাকৃতি বৎ করং ।

সংহতাকুলিনা তেয়াং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ ॥

মুক্তকুষ্ঠি কনিষ্ঠাভ্যাং শেযেনাচমনং চরেৎ ।

মাষমজ্জন মাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিপিবেদপঃ ॥

ভরবাক্যঃ ।

দক্ষিণ হস্তের করতল গৌকর্ণাকৃতি করিয়া অর্থাৎ কোষ করিয়া তাহাতে বামহস্তের দ্বারা জল পূরণ করিবে । একটা মাস কলাই ভূবিতে পারে এমত পরিমাণে জল দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া অবশিষ্ট জল বামহস্তে প্রক্ষেপ করিবে । পরে দক্ষিণ হস্তের বুড়ানুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠানুলি বিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা ঐ জল তিনবার পান করিবে ।

ঐ পীতজল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হওয়া উচিত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত, বৈশ্যের তালু পর্য্যন্ত, শূদ্রের ও স্ত্রীজাতির ওষ্ঠ স্পর্শ হইলেই আচমন সিদ্ধি হইবে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা, স্ত্রী এবং শূদ্র দেবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে । জলপান করিবার সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ঔ বিষ্ণোঃ ঔ বিষ্ণোঃ ঔ বিষ্ণোঃ বলিয়া এবং স্ত্রী ও শূদ্র নমঃ বিষ্ণোঃ নমঃ বিষ্ণোঃ নমঃ বিষ্ণোঃ বলিয়া তিন বার জল পান করিবে । তদনন্তর “ ঔ ত্রিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরাততম্ ” এই মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণ হস্তের অনুষ্টমূলদ্বারা মুখের দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে দুইবার মার্জন করিবে । তৎপরে তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলি একত্র

দক্ষিণ করের অনুষ্টের মূলদেশ বা উর্দ্ধরেখার মূলস্থানকে ব্রাহ্মতীর্থ বলা যায় কেন্দ্র্য ঐস্থান আচমনের যোগ্য ।

কনিষ্ঠা দেশিন্যনুষ্ট মূলানাগ্রং করস্য চ ।

প্রজাপতি পিতৃ ব্রহ্ম দেবতীর্থান্যম্ব ক্রমাৎ ॥ ১২ ॥

১ম, অ, বাজবল্য ।

কনিষ্ঠানুলি-মূলে প্রজাপতি তীর্থ তর্জনী ও বুড়ানুষ্ঠ মধ্যে পিতৃতীর্থ, বুড়ানুষ্ঠ মূলে ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দেবতীর্থের অবস্থান আছে ।

করিয়া তৎপ্রভাগ দিরা ওষ্ঠক উপরিভাগ ও অধরের অধোভাগে হুইবার স্পর্শ করিবে ; পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনির শিরোভাগ একত্র করিয়া প্রথমে বামনাসারন্ধ্রে পরে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে এক একবার স্পর্শ করিবে ; তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ একত্র করিয়া অগ্রে বাম পরে দক্ষিণ চক্ষুঃ হুইবার করিয়া স্পর্শ করিবে ; পরে ঐরূপে অগ্রে বাম পরে দক্ষিণ কর্ণে হুই হুইবার স্পর্শ করিবে ; পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ একত্র করিয়া নাভি স্পর্শ করিবে ; পরে হস্ত প্রক্ষালনান্তর দক্ষিণ করতলদ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে ; পরে সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র করিয়া তদ্বারা অগ্রে শির পরে বাহু মূলদ্বয় স্পর্শ করিবে । পরে বাম হস্তস্থিত জলের কিয়দংশ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট জন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া তদ্বারা বাম হস্ত প্রক্ষালন করিবে ।

যঃ কৰ্ম্ম কুরুতে মোহাদিনাচমৈব নাস্তিকঃ ।

ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বা ন সংশয়ঃ ॥

বায়ু পুবাণ ।

যে ব্যক্তি মোহক্রমে ও আচমন ব্যতীত বেদাদি বিহিত কৰ্ম্ম করে তাহার সমস্ত ক্রিয়াই ব্যর্থ হয় ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ।

প্রক্ষাল্য পানীপাদৌ চ গো কর্ণাকৃতি হস্ততঃ ।

মাষ মজ্জন মাত্রক্ বিঃ পিষেদম্বু বীকিতং ॥

সংসৃত্যঙ্গুষ্ঠ মূলে ন বিঃ প্রমুজ্যাস্ততোমুখং ।

সংহত্য তিস্তিভিঃ পূৰ্ণমাস্যমেব নৃপশৃশেৎ ॥

অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ভ্রানং পশ্চাদমস্তরং ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাক চক্ষুঃ শ্রোত্র পুনঃ পুনঃ ॥

নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেমইব ।

সৰ্ব্বাভিক্ত শিরঃ পশ্চাৎস্বাহ্চাগ্রাণ সংশৃশেৎ ॥

দক্ষ ।

হস্ত পদ প্রক্ষালনান্তর গো কর্ণাকৃতি হস্ততল দ্বারা মাষ মজ্জন যোগ্য জল তিন বার পান করিবে । পরে সম্মিলিত তর্জনি মধ্যমা এবং অনামা দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে । পরে মীলিত অঙ্গুষ্ঠ তর্জনি দ্বারা আগাগুটদ্বয় স্পর্শ করিবে । পরে মীলিত অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা চক্ষুদ্বয় এবং শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে তদনন্তর মীলিত কনিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া হস্ত তল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে । পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা শির স্পর্শ করিবে । তদনন্তর সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্বাহমূল স্পর্শ করিবে ।

হোমে ভোজন কালে চ সন্ধ্যায়োক্তভয়োরপি ।

আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি স্বকৃতং স্বকৃতং ॥

ব্রহ্ম পুরাণ ।

হোমকালীন, ভোজনকালীন, প্রাতঃ ও সায়াংসন্ধ্যা কালীন একবার আচমনানন্তর পুনর্বার আচমন করিবে এবং অত্রাহ কন্দুকালীন একবার আচমন করিলেই হইবে।

কাংস্যায়সেন পাত্রেণ ত্রপুসীমক পিত্তলৈঃ ।

আচান্তঃ শত কৃত্বোপি ন কদাচিত্ শুচির্ভবেৎ ॥

উশনাঃ ।

কাংস্ত (কাঁসা), আয়স (লৌহ), ত্রপ (দস্তা), সীমক (সীসে) এবং পিত্তল নির্মিত পাত্রস্থ জলদ্বারা আচমন অকর্তব্য ।

অপঃ পাণি নখাণ্যেণ আচামেদ্ যন্তু ব্রীক্ষণঃ ।

সুরাপানেন তত্তুল্যমিত্যেব মৃষিরব্রবীৎ ॥

শিরঃ প্রবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছ শিখোপি বা ।

অকুত্বা পাদয়োঃ শৌচ মাচান্তোপ্যশুচির্ভবেৎ ॥

ব্যাসঃ ।

ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে ব্রীক্ষণ যদি নখাগ্রদ্বারা আচমন করেন, তাহা হইলে সেই আচমনীয় জল সুরাতুল্য হয়। মন্তক ও কণ্ঠ বস্ত্রাবৃত হইয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া মুক্ত শিখ হইয়া এবং পাদ প্রক্ষালনাদি না করিয়া আচমন করিলে শুচি হয় না।

পাদ প্রক্ষালনকৃত শেযজল দ্বারা আচমন করিবে না, অতি আবশ্যক হইলে ভূমিতে জল ফেলিয়া সেই জলদ্বারা আচমন করিবে ইত্যাদি।

আচমনকালে অঙ্গ স্পর্শের কারণ ।

ত্রিঃ প্রাপ্নীয়াৎ বদন্তস্ত প্রীতান্তে নাস্য দেবতাঃ ।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যমু শুশ্রমঃ ॥

গঙ্গাচ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জনাৎ ।

না সত্য দম্রৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটঘ্নে ॥

স্পৃষ্টে লোচন যুগ্মেতু প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ ।

কর্ণযুগ্মে তথা স্পৃষ্টে প্রীয়েতে অনিলানলৌ ॥

স্বকৃত্যোঃ স্পর্শনাদস্য প্রীয়েতে সর্বদেবতাঃ ।

মুগ্ধিঃ সংস্পর্শনাদস্য প্রীতস্ত পুরুষো ভবেৎ ॥

শাঙ্খঃ ।

তাস্ত্রিক আচমন ।

কুশ হস্তঃ শুচির্মোহনী মূলেনাচম্য যত্নতঃ ।

মন্ত্র স্মৃত্ত্ব ।

কুশ হস্ত শুচি এবং মোহনী হইয়া মূল মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে। মূলমন্ত্র বলিলে গুরুদত্ত মন্ত্র বুঝিতে হইবে অর্থাৎ গুরুদেব হইতে যিনি যে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই তাহার মূল মন্ত্র ।

অপিচ ।

আচামেদাত্ম তত্ত্বাদৈঃ প্রণবাদৈঃ দ্বি'ঠান্তকৈঃ ।

মন্ত্রৈস্ত্রিধা তথা বক্তুনাসাক্ষি শ্রোত্র নাভিহৃৎ ॥

নীলতন্ত্র ।

ওঁ আত্ম তত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিন্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা বলিয়া চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি স্পর্শ পূর্বক আচমন করিতে হইবে ।

অপিচ ।

অগ্নিরাগশ্চ বেদাশ্চ চন্দ্রাদিত্যানিলা স্তথা ।

সর্ব্ব এবহি বিপ্রাণাং কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে ॥

গন্ধাচ দক্ষিণে শ্রোত্রে নাসিকায়ঃ হতাশন ।

উভয়ো স্পর্শনে চৈব তৎক্ষণাদেব শুদ্ধ্যতি ॥

পরশরঃ ।

আচমনের অন্যতম বিধিঃ ।

ক্ষুতে নিগীবনে স্পৃশ্তে পরিধানেহশ্রুপাতনে ।

কর্ষহ এষু নাচামেদক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥

স্বতিঃ ।

বাতকর্ষ্মানি নিগীবে দস্তশ্লিষ্টে তথা নৃতে ।

ক্ষুতে পতিত সংলাপে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥

বুদ্ধশাতাতপঃ ।

প্রভাসাদিগি তীর্থানি গন্ধাদ্যাঃ সরিত স্তথা ।

বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরতবীং ॥

পরশরঃ ।

আদিত্যা বসবো রুদ্রা বায়ু রথীশ্চধর্ম্মরাট ।

বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতা ॥

সাংখ্যায়নঃ ।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির অর্থ এই যে, পূজা বা কোন দৈবকার্য্য আরম্ভানন্তর কাশি, চর্কন, নিদ্রাকর্ষণ, বস্ত্র পরিধান, অশ্রুপাত, বাতকর্ষ্ম, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ এবং পতিতব্যক্তি সহিত আলাপ ইত্যাদি কর্ষ্ম ঘটনা হইলে আচমন না করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিলেই শুচি হইবে । কারণ, দক্ষিণ কর্ণে সমস্ততীর্থ এবং দেবগণের নিভ্য অধিষ্ঠান হইয়া থাকে ।

বৈষ্ণবাচমনং ।

কেশবাদ্যৈস্তিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ ।

দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংমৃজ্যাং দ্বাভ্যাং মৃজ্যাম্মুখং ততঃ ॥

একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদারপি তথৈ কতঃ ।

সংপ্রাক্ষ্য কেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ ॥

আশ্তনাংসাক্ষি কর্ণাং শ্চ নাস্ত্যুরস্কং ভুজৌক্রমাং ।

স্পৃশেদেবং ভবেদাচমনস্ত বৈষ্ণবাস্বয়ে ॥

এবমাচনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণোভবেৎ ।

কেশবাদ্যাঃ পুরা প্রোক্তা বক্ষ্যে সঙ্কর্ষণাদিকান্ ॥

গৌতমিয়ত্ত্বা ।

সঙ্কর্ষণে বাসুদেবঃ প্রদ্ব্যম্শচানিরুদ্ধকঃ ।

পুরুষোত্তমাদোক্ষজ নৃসিংহাশ্চ তথ্যচ্যুতঃ ।

জনার্দনোপেক্ষ হরি বিষ্ণবো দ্বাদশৈরিত্য ॥ ঐ ॥

কেশবাদ্যাস্ত—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রী, ব, হৃদীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদরা ইত্যর্থঃ অর্থাৎ কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ এই তিন নাম উচ্চারণ পূর্বক তিনবার জলপান করিবে পরে, গোবিন্দায় নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠদ্বয় মার্জন করিবে। বামনায় নমঃ, শ্রীধরায়, নমঃ বলিয়া মুখ মার্জন করিবে। হৃদীকেশায়নমঃ বলিয়া পুনরায় হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জল স্পর্শ করিবে। সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া পুনর্বার মুখ মার্জন করিবে। বাসুদেবায় নমঃ প্রদ্ব্যম্শায নমঃ বলিয়া দক্ষিণ ও বাম নাসারন্ধ্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে স্পর্শ করিবে। অনিরুদ্ধায় নমঃ পুরুষোত্তমায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু স্পর্শ করিবে। অদোক্ষজায় নমঃ নৃসিংহায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ করিবে। অচ্যুতায় নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা যোগে নাভি স্পর্শ করিবে। জনার্দনায় নমঃ বলিয়া করতল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। উপেক্ষায় নমঃ বলিয়া সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ যোগ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে। হরয়ে নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া দক্ষিণ ও বাম বাহু স্পর্শ করিবে। ব্রাহ্মণ বর্ণে শ্রোতক নামের আদিতে ঔকার পুটিত করিয়া উচ্চারণ করিবে।

শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসকগণের ইহাই সাধারণ আচমন মন্ত্র। তন্নিম্ন দেবতা বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আচমন মন্ত্র আছে। 'শ্রীবিদ্যা', 'কালী, তারা, ছিন্নমস্তা এবং অন্নপূর্ণা বিবয়ের আচমন মন্ত্র স্বতন্ত্র।'

শৈবাচমনং ।

স্বধাঐত্তুরাত্ত্বাদৈয়োত্ত্বা বিদ্যা শিবাভ্যুতম্ ।

ক্রমাতত্ত্বক্লং বিদ্যাং হাং হ্রীং হুং শম্বরাক্রমাং ॥

শৈবাগমে ।

দন্তধাবন ।

প্রত্যহ দন্তধাবন অর্থাৎ দন্তমুখ ইত্যাদি প্রক্ষালন করা কর্তব্য। কারণ নিদ্রাবস্থায় মুখ হইতে লালা নির্গত হইয়া মুখ দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় এবং তাহার জ্ঞাত প্রত্যহ দন্তমূল মলে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে সুতরাং প্রত্যাহই দন্তমার্জন ও মুখপ্রক্ষালন করা কর্তব্য। এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন—

মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্য প্রয়তোনরঃ ।

তস্মাৎ সৰ্ব প্রযত্নেন ভক্ষয়েদন্তধাবনং ॥

বুদ্ধ শাতাতপঃ ।

প্রতি দিবসেই মুখ পর্য্যুষিত হওয়াতে মনুষ্য অশুচি হয় সুতরাং তৎশাস্ত্যর্থ সকল মানবই যত্ন পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে।

দন্তধাবন কার্য কাষ্ঠ দ্বারা উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এজন্য দন্ত কাষ্ঠ (দাঁতন কাটা) ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্র অশেষবিধ বিধি নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়।

দাঁতন কাটি কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত স্থূল, ছালযুক্ত, সরল এবং দ্বাদশাঙ্গুল

পৃথিবীং প্রতি যজ্ঞ বরাহ ।

মনুষ্যঃ কিল্বী ভদ্রে কফ পিত্ত সমন্বিতঃ ।

পুয় শোণিত সংপূর্ণো দুর্গন্ধঃ মুখমস্যাভ্যং ॥

যে মনুষ্যের মুখ কফ, পিত্ত, পুয় ও শোণিতে সম্যক পূর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত সে ব্যক্তি আপী বলিয়া গণ্য হয় ।

পরিমিত দীর্ঘ (লঘা) হওয়া আবশ্যক (১)। ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্বাদশাঙ্গুল, ক্ষত্রিয়ের নব্বাঙ্গুল, বৈশ্যের অষ্টাঙ্গুল, শূদ্রের ষড়্‌াঙ্গুল ও জীজ্ঞাতির পক্ষে চতুর্াঙ্গুল পরিমিত দন্তকাষ্ঠ হওয়া আবশ্যক (২)।

আত্ম পৈলাশ বিলুনাংমপামার্গশিরীষয়োঃ ।

বাগ্‌যতঃ প্রাতরুণ্যৈ ভক্ষয়েদন্তধাবনং ॥

নারদঃ ।

আত্ম, পৈলাশ অর্থাৎ আত্মাতক, বিলু, অপামার্গ ও শিরীষ ইত্যাদি (৩) কাষ্ঠ দ্বারা যত্র পূর্বক বাগযত হইয়া দন্তধাবন করিবে।

দন্ত কাষ্ঠের আকার ।

(১) কনিষ্ঠাগ্রসমহোলং স্কূর্চং দ্বাদশাঙ্গুলং ।

প্রাতভূত্বা চ যতবাক্ ভক্ষয়েদন্তধাবনং ॥

প্রক্ষাল্য ভূত্বা তজ্জহাং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥

বিষ্ণুঃ ।

দন্ত কাষ্ঠের পরিমাণ ।

(২) দ্বাদশাঙ্গুলস্ত বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং নবাঙ্গুলং ।

অষ্টাঙ্গুলস্ত বৈশ্যানাং শূদ্রানাং শূদ্রাণাম্ ষড়্‌াঙ্গুলং ॥

চতুর্াঙ্গুল মানস্ত নারীণাং বিধি রুচ্যতে ।

অন্তর প্রভবানাক্ষ ষড়্‌াঙ্গুল মুদাচ্ছতং ॥

বিষ্ণুঃ ।

কোন্ কোন্ দন্তকাষ্ঠ প্রশস্তঃ ।

(৩) খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ ।

তিত্তিভী বেণু পৃষ্ঠঞ্চ আত্ম নিম্বৌ তথৈ বচ ॥

অপা মার্গশ্চ বিশ্বশ্চ অর্ক শ্চেড়ু স্বর স্তথা ।

এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দন্তধাবন কর্ম্মহু ॥

নৃসিংহপুংগব ।

তিক্তং কষায়ং কটুকং স্লগন্ধি কঠকাশ্বিতং ।

ক্ষীরিণো বৃক্ষ শুক্লানান্ ভক্ষয়েদন্ত ধাবনং ॥

মহাভারত ।

ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୋ ଭୂତ୍ୱା ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖସ୍ତଥା ।

ନ ଦନ୍ତଧାବନଂ କୁର୍ଯ୍ୟା କୁର୍ଯ୍ୟାଚ୍ଛେନ୍ନାରକୀ ଭବେଂ ॥

ସ୍ମୃତିଃ ।

ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖ ହେଉ ନନ୍ତଧାବନ କରିବେ ନା ; କରିଲେ ନକରଗାମୀ ହେବ ; ଅତରାଂ ଉତ୍ତରାଭିମୁଖ କିମ୍ବା ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହେଉ ନନ୍ତଧାବନ କରିବେ ।

ଓଁସ୍ତ୍ରାୟ ନେତ୍ରେ ପ୍ରକ୍ଳାନ୍ତ ଶୁଚିଭୂତ୍ୱା ନ୍ୟାସିତଃ ।

ପରିତ୍ରପ୍ୟ ତୁ ମନ୍ତ୍ରେଣ ଭକ୍ତୟେନ୍ଦ୍ରନ୍ତ ଧାବନଂ ॥

ନାରଦଃ ।

ପ୍ରାତଃକାଳେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରିବା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ଳାନ୍ତ ପୂର୍ବକ ଆଚମନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଚି ହେଉ ନନ୍ତ ପାଠ ପୂର୍ବକ ଦନ୍ତ ଧାବନ କରିବେ । ମନ୍ତ୍ର ଯଥା—

ସାମବେଦୀୟ ।

ଓଁ ଆୟୁର୍ବିଳଂ ଯଶୋ ବର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଜାପତୁ ବହୁନି ଚ ।

ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞାଂ ଯେଧାଂ ଭ୍ରମୋ ଧେହି ବନସ୍ପତେ ॥

ସଞ୍ଜୁର୍ବେଦୀୟ ମନ୍ତ୍ର ।

ଓଁ ଅନ୍ନାଦ୍ୟାୟ ବ୍ୟାହସ୍ତଂ ସୋମୋ ରାଜା ସମାଗମଂ ।

ସମେ ମୁଖଂ ପ୍ରମାଞ୍ଜିତେ ଯଶସା ଚ ଭଗେ ନ ଚ ॥

ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠପୂର୍ବକ ଦନ୍ତକାର୍ତ୍ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦନ୍ତମୂଳ ଶୁଣି ଉତ୍ତମରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଜିହ୍ୱା ମାର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ଦନ୍ତକାର୍ତ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ । ତତ୍ପରେ ହସ୍ତ ମୁଖାଦି ପ୍ରକ୍ଳାନ୍ତନାନନ୍ତର ଛୁଇଁବାର ଆଚମନ କରିବା ପରିଷ୍ଟୁକ୍ତ ହେବେ ।

ଦନ୍ତକାର୍ତ୍ତର ଅଭାବେ ଏବଂ ନିଷିଦ୍ଧ ଦିନେ (୫) ପତ୍ରେର ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତଧାବନ କରିବେ ଅଥବା ଦ୍ୱାଦଶଗୁଣ୍ଠ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଖସ୍ନାନ କରିବେ । ନିଷିଦ୍ଧ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବନଦିନେ

ପାର୍ବନ ଦିନେ ବା ଦନ୍ତକାର୍ତ୍ତାଭାବେ ।

(୫) ଅଳାଭେ ଦନ୍ତ କାର୍ତ୍ତାନାଂ ପ୍ରତିଷିଦ୍ଧ ଦିନେ ତଥା ।

ଅପାଂ ଦ୍ୱାଦଶଗୁଣ୍ଠସ୍ତୈଷ୍ଠ ଶୁଦ୍ଧି ବିଧିୟତେ ॥

ନୃସିଂହପୁରାଣ ।

ପ୍ରତି ପଦ୍ମର୍ଷଷ୍ଠୀୟୁ ନବମ୍ୟାଂ ଦନ୍ତ ଧାବନଂ ।

ପତ୍ରେ ରତ୍ନତ୍ର କାର୍ତ୍ତେଷ୍ଠ ଜିହ୍ୱୋଲ୍ଲେଖଃ ସର୍ବେ ବ ହି ॥

ଶାତାତପଃ ।

(৫) দস্তে কাঠ স্পর্শ করিলে সপ্তকুল দগ্ধ (৬) করা হয়। এতদ্ব্যতীত পলাশ, চালদা, শোণ, নিম্বুষ্ঠী (নিষিক্ত) তৃণ ও তৃণরাজ (৭) গুবাক (সুপারি) তাল, হিন্তাল (হাঁদাল) তাড়ী (তাড়ীয়াং) কেতকী (কেরাফুল) খজুর ও নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষের পত্র শিবা বা দাঁটা দ্বারা দস্তধাবন করিবে না, ইষ্টক লোষ্ট্র প্রস্তর এবং অনামা অস্মৃষ্ঠ ব্যতিরেকে অগ্নি অঙ্গুলি দ্বারা দস্তধাবন (৮) নিষিদ্ধ; তৃণ, অঙ্গার, কপাল (মানিক্যবস্ত) বালুকা, লৌহ ও চর্ম দ্বারা দস্ত-ধাবন করিলে অধমত্ব (৯) প্রাপ্ত হয় ঐরূপ মধ্যাহ্ন সময়ে, স্নানকালে যেব্যক্তি

পার্কিন দিনে দস্তকাঠ নিষিদ্ধ ।

(৫) চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা ।

পর্যায়্যে তানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তি রেবচ ॥

দ্বীতৈল মাংস সংভোগী পরীষেতেষু বৈ পুমান ।

বিশুত্র ভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ ॥

বিষ্ণু পুরাণ ।

(৬) প্রতি পদর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঈষব সন্তমাঃ ।

দস্তানাং কাঠ সংযোগাদহত্যা সপ্তমং কুলং ॥

নৃসিংহ পুরাণ ।

দস্তধাবনে কোন্ কোন্ পত্র নিষেধ ।

(৭) গুবাকতালহিন্তালা স্তথা তাড়ী চ কেতকী ।

খজুর নারিকেলো চ সপ্তৈতে তৃণ রাজকা ॥

তৃণ রাজ শিরা পত্রৈর্যঃ কুর্যাদস্ত ধাবনং ।

তাবত্তবতি চণ্ডালোয়াবদগাং নৈব পশ্যতি ।

বশিষ্ঠ ।

অগ্নি প্রকার দস্ত ধাবন বিধি ।

(৮) ইষ্টকা লোষ্ট্রপাষানৈরিত রাঙ্গুলিভিস্তথা ।

তাক্ষাচানামিকানুষ্ঠৌ বর্জ্যয়োদস্তধাবনং ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

(৯) তৃণাঙ্গার কপালাশ্ব বালুকায় সচর্মভিঃ ।

দস্ত ধাবন কর্তারো ভবন্তি পুরুষা ধমাঃ ॥

পদ্ম পুরাণ ।

দস্তধাবন করে তাহার পিতৃগণের সহিত দেবগণ নিরাশ (১০) হইয়া গমন করেন ;
শ্রাদ্ধ দিবসে, জন্মদিনে, বিবাহ দিবসে, অজীর্ণবস্থার ত্রতদিনে এবং উপবাস
দিবসে দস্তধাবন কার্য পরিত্যাগ করিবে (১১) এইরূপ বিধি নিষেধ অবগত
হইয়া দস্তধাবন করিবে ।

অক্লত্বা দস্তকাষ্ঠস্ত যো হি মামুপসর্পতি ।

সর্ব কাল কৃতং কৰ্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥

বরাহ পুরাণম্ ।

দস্তধাবন কার্য না করিয়া যে ব্যক্তি অত্র কৰ্ম্মাচ্ছর্ধান করেন তাহার সমস্ত
কৰ্ম্মই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

প্রাতঃ স্নানং ।

উষাকালে তু সংপ্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথাহঁতঃ ।

ততঃ স্নানং প্রকুর্কীত দস্তধাবন পূৰ্ণকম্ ॥ ৭ ॥

২অ, দক্ষস্মৃতিঃ ।

উষাকাল উপস্থিত হইলে যথাশাস্ত্র শৌচকার্য্য (মলমূত্র ত্যাগাদি) করিবেক ।
তৎপরে দস্তধাবন, অনন্তর স্নান করিবেক ।

স্নান না করিলে জপ পূজাদি কার্য্য করিতে পারা (১) যায় না । কারণ,
শরীর অতি অপবিত্র থাকে । শরীর হইতে প্রতিদিন যে মল, মূত্র, শ্বেদ, লালাও

মধ্যাহ্নকালে দস্তধাবন নিষেধ ।

(১০) মধ্যাহ্নস্নান কালে চ যঃ কুর্যাদস্ত ধাবনং ।

নিরাশাস্ত্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥

প্রচেতাঃ ।

(১১) শ্রাদ্ধে জন্ম দিনে চৈব বিবাহে জীর্ণ সম্ভবে ।

ত্রতে চৈ বোপবাসে চ বজ্রৈরদস্ত ধাবনং ॥

বিষ্ণুঃ ।

(১) লালান্বেদনমাকীর্ণঃ শয়না ভূখিতঃ পূম্নান্ ।

অদ্বাদ্বা নাচরেৎ কিকিজপহোমাদিকং বিজঃ ॥ ১০ ।

২অ দক্ষ ।

শ্লেষা ইত্যাদি নির্গত হয় তাহা হইতে শুচি হইবার জন্ত প্রতিদিন স্নান (২) করা কৰ্ত্তব্য । যথা—

অত্যন্ত মলিনঃ কায়ৌ নবচ্ছিদ্র সমন্বিতঃ ।

অবতোষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ॥ ৮ ॥

২অ, দক্ষস্মৃতিঃ ।

মানবদেহ অত্যন্ত মলিন অর্থাৎ মলময় । ইহা নবচ্ছিদ্রযুক্ত অর্থাৎ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, পায়ু ও উপস্থ লইয়া মানবদেহে নয়টি মল নির্গমনের দ্বার আছে । ঐ নবদ্বার দ্বারা দিবারাত্র মল নিঃসৃত হয় স্নতরাং প্রাতঃস্নান দ্বারা তাহা শোধন করিতে হয় ।

প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে একুপ প্রশংসাবাদ আছে যে, নিত্য প্রাতঃস্নান করিলে বর্ষত্রয় মধ্যে সপ্তজন্মকৃত পাপের ধ্বংস (৩) হয়, তব্যতীত রূপ বল তেজঃ আরোগ্য আয়ুর্বৃদ্ধি মনঃসৈর্য্য হৃঃস্বপ্ননাশ তপস্যা ও মেধা ইত্যাদি দশটি গুণ (৪) উপভোগ করিতে পারা যায় । অতএব স্বর্গহে বা নদ্যাদিতে প্রাতঃস্নান করা অতীব কৰ্ত্তব্য । যথা—

(২) স্নান মূলাঃ ক্রিরাঃ সর্কীঃ শ্রুতি স্মৃত্যুদি তা নৃণাম্ ।

তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ঠারোগ্য বর্দ্ধনম্ ॥

নিত্যস্নানেন পুজ্যন্তে যেহপি পাপকৃতো জনাঃ ।

অগম্যাগমনাং পাপাং পাপিভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ ।

রহস্যচরিতাং পাপান্মুচ্যতে স্নানমাচরেৎ ॥

১০ পটল, মৎস্যসূত্রং ।

অজ্ঞানাং যদি বা মোহাৎ রাত্রৌ দৃশ্যরিতং কৃতং ।

প্রাতঃস্নানেন তৎসর্কং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ঐ ॥

নৈশ্বল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে ।

তস্মান্মনো বিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে ॥

পদ্মপুরাণ ।

(৩) প্রাতরুখায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নাতী ভবেৎ সদা ।

সপ্তজন্মকৃতং পাপং ত্রিভিবৈবৈর্য্যপোহতি ॥ ১১ ॥

২অ, দক্ষঃ ।

(৪) গুণা দশ স্নান পরস্য সাধো, রূপক পুষ্টিশ্চ বলক তেজঃ ।

আরোগ্যমায়ুশ্চ মনো নিরুদ্ধং, হৃঃস্বপ্ন ঘাতশ্চ তপশ্চ মেধা ॥ ১৪ ॥

২অ, দক্ষঃ ।

যথাহমি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নানাদনাতুরঃ ।

দন্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গেহে চেতদমন্ত্রবৎ ॥

কাত্যায়নঃ ।

মধ্যাহ্নে যেরূপ স্নান করিতে হয় অরোগী ব্যক্তি দন্ত প্রক্ষালন পূর্বক নদ্যাদীতে সমস্তক কিম্বা গৃহে অমন্ত্রক স্নান করিবে ।

মধ্যাহ্ন স্নান ।

“প্রাতঃস্নানং নিশান্তে তু মধ্যাহ্নে তু ততঃ পুনঃ” ।

দক্ষঃ ।

রাত্রিশেষে প্রাতঃস্নান করিয়া পুনরায় মধ্যাহ্নে স্নান (১) করিবে ।

স্নান করিবার পূর্বে তৈলাদি দ্বারা শরীর মর্দন করা কর্তব্য শাস্ত্রে তৈল মর্দন করাকে অভ্যঙ্গ কহে । প্রতিদিন অভ্যঙ্গ করিলে শরীর নিরোগী হয় । যথা—

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জ্বরাক্রম বাতহা ।

শিরঃ শ্রবণ পাদেযু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ ॥

আয়ুর্বেদ ।

নিত্য অভ্যঙ্গ (২) করিলে জ্বর শ্রম ও বায়ু নাশ প্রাপ্ত হয়, মস্তক পাদদ্বয় ও কর্ণে বিশেষ রূপে শীলন করা কর্তব্য ।

(১) উভে সন্ধ্যা চ স্নাতব্যং ব্রাহ্মনৈশ্চ গৃহাশ্রিতৈঃ ।

তিম্বষপি চ সন্ধ্যাস্ন স্নাতব্যঞ্চ তপস্বিভিঃ ॥

বোধায়নঃ ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে উভয় সন্ধ্যাকালীন (প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন) স্নান করা কর্তব্য এবং তপস্বীর পক্ষে ত্রিসন্ধ্যা কালীন (প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সাযহ্ন) স্নান করা বিধেয় ।

(২) “বর্জ্যোহভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্থঃ ক্লত সংশ্লিষ্টা জীর্নিভিঃ” ।

অজীর্ণরোগী এবং কফগ্রস্থ ব্যক্তি অভ্যঙ্গ বর্জন করিবে ।

তিল তৈলং হিতং বাতে শিরোভ্যঙ্গাব গাহনে ।

বস্তি ব্লেহাহু পানেযু নাসা কর্ণাঙ্কি পূরণে ॥

সার্বপং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং কফশুক্ৰানিলাপহং ।

লঘুপিত্ত যকৃৎ কোষ্ঠ কৃষ্ঠাশ্রয়ণ তীব্রহৃৎ ॥

ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্নৈলং পুষ্পবাসিতং ।

অদুষ্ঠং পক্ব তৈলঞ্চ স্নানভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ ॥

স্মৃতিঃ ।

ঘৃত সার্ষপতৈল ফুলতৈল পক্বতৈল (মধ্যনারায়ন ইত্যাদি) প্রত্যহ স্নানভ্যঙ্গে অদুষ্ঠ অর্থাৎ হিতকর হয় ।

তৈলং কুসুম্ভজং চোক্ষং স্নাদ্যদোষ কফপিত্তমুৎ ।

তৈল মেরুভজং রম্যং গুরুক্ষং মধুরং রসং ॥

আয়ুর্ষেদ ।

বায়ুপ্রবল ধাতুতে এবং অবগাহন স্নানজন্ত মস্তক অভ্যঙ্গে তিল তৈল হিতকারী কটুতীক্ষ্ণ উষ্ণ সার্ষপতৈল কফ শুক্র ও বায়ু নাশকারী হয়; পৈত্তিক দমন কবে যকৃৎ ও কোষ্ঠের উপকারক হয় এবং ব্রণ ইত্যাদি নাশ করে। কুসুমযুক্ত তৈল অর্থাৎ ফুলতৈল দ্বারা কফ পিত্ত এবং স্নাদ্যদোষ (চুলকনা) নিবারিত হয় ।

• রবৌ পুষ্পং গুরৌ দুর্কিং ভূমিং ভূমিজ বাসবে ।

ভার্গবে গোময়ং দদ্যাত্তৈল দোষোপ শাস্তয়ে ॥

স্মৃতিঃ ।

রবিবারে তৈলে পুষ্প, গুরুবারে দুর্কা, মঙ্গলবারে মুক্তিকা, এবং শুক্রবারে গোময় প্রদান করিলে তৈল দোষ নিবারণ হয় ।

চতুর্দশ্যষ্টমীচৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা ।

পর্ক্যাণ্যে তানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তি রেবচ ॥

জ্যৈষ্ঠৈল মাংস সন্তোষী পর্কস্বৈতেষু বৈ পুমান ।

বিগ্রহু ভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ ।

অপিচ ।

অষ্টমীঞ্চ তথ্যষ্টীং নবমীঞ্চ চতুর্দশীং ।

শিরোহত্যঙ্গং নকুর্ক্বীত পর্ক সন্ধৌ তথৈব চ ॥

বিষ্ণু ধর্মোত্তরে ।

অর্থাৎ ষষ্ঠী অষ্টমী নবমী দ্বাদশী চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে রবিবারে সংক্রান্তি দিবসে এবং পার্জন দিনে জ্যৈষ্ঠ তৈল এবং মাংস ব্যবহার করিলে নিষ্ঠামূত্র ভোজন নামক নরকে বাস হয় ।

“ শিরঃ স্নাতস্ত তৈলেন নান্দং কিস্কিছুপম্পৃশেৎ ” ।

মহুঃ ।

মস্তকে তৈল মর্দনের পর অবশিষ্ট তৈল সর্কাদ্বে মর্দন করা নিষিদ্ধ হুতরাং
অগ্রে পাদদ্বয় হইতে মর্দন আরম্ভ করিয়া পরিশেষে মস্তকে তৈল মর্দন করিবে ।

প্রাতঃস্নানে ত্রতে শ্রীদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা ।

মদ্যলেপে সমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জয়েৎ ॥

কুর্শপুরণ ।

প্রাতঃস্নানে, ব্রতচরণে, শ্রাদ্ধদিনে, দ্বাদশীতিথিতে, গ্রহণস্নানে তৈলমর্দন
পরিত্যজ্য যেহেতু ঐ সকল দিবসে তৈল মর্দন করিলে স্মরা লেপন তুল্য হয় ।

মধ্যাহ্ন স্নান নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার । যথা—

“ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে ” ।

ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে ।

নিত্যস্নান ।

“ নিত্যমহরহঃ ক্রিয়ামানং ”—প্রত্যহ ক্রিয়ামান স্নানকে নিত্যস্নান বলে ।

নৈমিত্তিক স্নান ।

“ নৈমিত্তিকং সূর্য্য-গ্রহণাদাবশ্যকং কার্য্যং ”—সূর্য্য-গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নানকে
নৈমিত্তিক স্নান বলে । কিন্তু চাণ্ডালাদি স্পর্শ জন্ত স্নানকে নৈমিত্তিক স্নান বলে
না যথা—“ন তু চাণ্ডালাদি স্পর্শ নিমিত্তকং” ।

কাম্য স্নান ।

কাম্যঃ স্বর্গাদি ফলকং তীর্থাদি স্নানং অর্থাৎ স্বর্গবাস কামনায় তীর্থাদিতে স্নান
করার নাম কাম্য স্নান ।

নাভাস্তমর্কে নচ ভূমি পুন্নে, ফৌরধ শুক্রেহ কুজেহথ মাংসং ।

বৃণেচ ঘোষাং ন সমাচরেচ্চ শেষেষু সর্করাণি সদৈব কুর্ষ্যাৎ ॥

কল্পতরৌ ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ জ্ঞান মধ্যে নিত্যজ্ঞান পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত যথা—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং জ্ঞানমুচ্যতে ।
তেষাং মধ্যে তু যান্নিত্যং তং পুনর্ভিদ্ধ্যতে ত্রিধা ।
মলাপকর্ষণং পশ্চাশ্চত্রবন্তু জলে স্মৃতম্ ॥

দক্ষঃ ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন প্রকার জ্ঞানমধ্যে নিত্যজ্ঞান পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত যথা—মলাপকর্ষণজ্ঞান, মাত্ত্বিকজ্ঞান ও জল জ্ঞান ।

মলাপকর্ষণ জ্ঞান ।

কোন না কোন রূপে গাত্রস্থ মলা অপনয়ন করাকে মলাপকর্ষণ জ্ঞান বলে । সচরাচর অদ্রবস্ত্র দ্বারা শরীরের মলা অপকর্ষিত হইয়া থাকে যথা “আদ্বেগ বাসসা বাঁপি দৈহিকং মার্জ্জনং স্মৃতং” ভিক্ষা গাম্চা বা অন্ত্র প্রকারে মলাপকর্ষণকে মার্জ্জন বলা যায় ।

সর্বকালং তিলৈঃ জ্ঞানং পুণ্যং ব্যাসোহত্রবীক্ষ্মুনিঃ ।

শ্রীকামো সর্বদা জ্ঞানং কুব্জীতামলকৈর্গর ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

মহামুনি ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, পুণ্যকামী ব্যক্তি সকল সময়েই তিলদ্বারা (তিল বাটিয়া) এবং শ্রীকামী ব্যক্তি আমলক ফল দ্বারা (আমলকি বাটিয়া) গাত্র মার্জ্জন (৩) করিবে ।

মাত্ত্বিক জ্ঞান ।

মন্ত্বে (৪) দ্বারা যে জ্ঞান আচরিত হইয়া থাকে তাহাকে মাত্ত্বিক জ্ঞান কহে । মাত্ত্বিক জ্ঞান সপ্ত প্রকার যথা—

(৩) “সপ্তমীং নবমীংকৈব পর্বকালঞ্চ বর্জ্জয়েৎ” ।

সপ্তমী ও নবমী তিথিতে এবং পর্বকালে তিল বা আমলকফল ব্রক্ষণ করিবে না ।

(৪) “আপহিষ্ঠেহতি বৈ মাস্তং মৃদালস্তস্ত পার্থিবং ।

আগ্নেয়ং ভক্ষনা জ্ঞানং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতং ॥

মাত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমে ব চ ।

বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্ত স্নানং প্রকীর্তিতং ॥

যোগিষাঙ্কবাক্যঃ ।

মন্ত্র স্নান, পার্শ্বস্নান, আগ্নেয় স্নান, বায়ব্যান্নান, দিব্যস্নান, বারুণস্নান ও মানস-
স্নান এই সপ্ত প্রকার স্নানের নাম মাত্ৰিক স্নান ।

জল স্নান ।

নদ নদী (৫) ইত্যাদিতে বা তোলাজলে তীর্থাদি কল্পনা পূর্বক স্নান করাকে
জল স্নান বলা যায় । যথা—

অনুদ্রুতৈ রুদ্রতৈর্কা জলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ ।

তীর্থং প্রকম্পয়েদ্দ্বিমূল মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥

পদ্মপুরাণ ।

অনুদ্রুত জলে অর্থাৎ নদাদিতে এবং উদ্রুত জলে অর্থাৎ তোলাজলে মূলমন্ত্রের
দ্বারা তীর্থাদি কল্পনা করিয়া জলস্নান করিতে হয় ।

যত সাতপ বষণ স্নানং তদ্বিব্য মুচ্যতে ।

বারুণঞ্চাবগাহঞ্চ মানসং বিষ্ণুচিন্তনং ॥

সপ্তস্নানং যথোদ্দিষ্টং মন্ত্র স্নান ক্রমেণতু ॥”

যোগিষাঙ্কবাক্যঃ ।

আপোহিষ্টা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারাস্নান মাত্র, মৃত্তিকা (গঙ্গামৃত্তিকা বা তিলক মাটি)
দ্বারা কোঁটা বা তিলক ধারণকে পার্শ্ব স্নান, ভদ্রদ্বারা স্নান আগ্নেয়, গোরজ-
দ্বারা স্নান বায়ব্য, আতপ বর্ষণদ্বারা স্নান দিব্য, মন্ত্রাদি অঙ্গ শূন্য অবগাহন মাত্র
স্নান বারুণ, এবং বিষ্ণু চিন্তনকে মানস স্নান বলে ।

(৫) নদ নদী তড়াগেষু দেবখাত জলেষু চ ।

নিত্য ক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরি প্রস্রবণেষু চ ॥ ২৪ ॥

কূপেষুদ্রুত তোয়েন স্নানং কুর্কীত বা ভূবি ।

স্নায়ীতোদ্রুত হোয়েন অথবা ভূব্য সম্ভবে ॥ ২৫ ॥

১১অ, ৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ।

নদ নদী তড়াগ অথবা দেবখাত কিংবা পর্বতপ্রস্রবনে (ঝর্ণায়) স্নান করা বিধেয় ।
অতঃপূর্ব কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করিবে । তদভাবে মন্ত্র স্নান দ্বারা শুচি হইবে ।

স্নান জন্য মৃদাহরণং ।

চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেং ।

তিল পুষ্প কুশাদীনি স্নানঞ্চাহরুত্রিমে জলে ॥ ৪৩ ॥

২অ, দক্ষঃ ।

চতুর্থ যামার্ক্রে স্নান উদ্দেশে মৃত্তিকা আহরণ করিবে এবং তিল পুষ্প কুশাদি সংগ্রহ করিবে ও অরুত্রিম জলে স্নান করিবে। স্নানের পূর্বে গাত্রমার্জন জন্ত মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে হয়। সর্ষ্প স্থানীয় মৃত্তিকা (৬) গ্রহণ যোগ্য নহে এজন্য প্রত্যাষে সংগ্রহ না করিয়া দিনমানে আহরণ করিতে হয়।

স্নান বিধি ।

তুষণীমে বাবগাহেত যদিস্যাদশুচির্গরঃ ।

আচম্য তু ততঃ পশ্চাৎ স্নানং বিধিবদাচরেং ॥

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

অশুচি অবস্থায় স্নান করিতে হইলে প্রথমতঃ মৌন হইয়া জলে অবগাহন করিবে পরে আচমনান্তর যথা বিধি স্নান করিবে।

নাভিমাত্র জলে কেশকে দ্বিভাগ করিয়া কর্ণনাসিকাদিরুদ্ধ করিয়া বারত্ৰয় মজ্জন (ডুব) দিবে। শ্রোতজলে শ্রোতাভিমুখে, পুরুরিণ্যাদিতে এবং গৃহেতে সূর্য্যভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। আতুরজন ও ভুক্তব্যক্তির স্নান করা অকর্তব্য। জীর্ণ বাসা হইয়া, বা বহুবাসা হইয়া, জাহ্ন ও জন্তা পৃষ্ঠাবলম্বী বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া, ও অলঙ্কৃত হইয়া স্নান করিবে না। পুনঃ পুনঃ স্নান করা নিষিদ্ধ। অজ্ঞাত জলাশয়ে, কুলরহিত জলে, অশুচিজলে, প্রভূতজলে, নাভির উর্দ্ধজলে, চত্বরে অর্থাৎ বলিস্থলে, উপদ্বারে অর্থাৎ দ্বার সমীপে, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে, ভোজনান্তে স্নান করা অহুচিত। প্রেতাদি স্নান বা অস্পৃশ্য স্পর্শনাদিরূপ কারণ উপস্থিত হইলে ভোজনের পর স্নান করা যাইতে

(৬) মৃত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রাহা বন্ধীকেমুখিকোংকরে ।

অন্তর্জলে ঋশানে চ বৃক্ষমূলে স্ত্রালয়ে ।

পরস্নানাবশিষ্টে চ শ্রেয়স্বাত্মৈঃ সদানরৈঃ ॥

দক্ষঃ ।

বন্ধীকস্থ মুখিকোক্ত জলমধ্যস্থিত ঋশানস্থ বৃক্ষমূলস্থিত, দেবালয়স্থ ও পরস্নান-বশিষ্ট এই সপ্ত প্রকার মৃত্তিকা মঙ্গলকামী ব্যক্তি গ্রহণ করিবে না।

পারে। সুনীল বস্ত্র দ্বারা এবং হস্তদ্বারা গাত্রাদি মার্জন করিবে না। একদিনে নানাতীর্থ প্রাপ্তি জ্ঞাত বারম্বার স্নান করিতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতা প্রসঙ্গে এক স্নান দ্বারা অপর স্নান সিদ্ধ হইবে। চাণ্ডালাদি স্পর্শ বা অস্পৃশ্য স্পর্শন জ্ঞাত বারম্বার স্নান করিতে হয়। কিন্তু তীর্থস্থানে, বিবাহে, লোক যাত্রায় সংগ্রামে, দেশবিপ্লবে, নগর অথবা গ্রামদাহে, আপৎ কালে, কষ্টেতে, রোগভয়ে, প্রদীড়নে, মাতা পিতা বা গুরুদে-
শে বিনা স্নানে শুদ্ধি লাভ হয় (১)। রুগ্ন ব্যক্তির চণ্ডালাদি স্পর্শে দোষ হয় না।

পরকীয় জশাশয়ে বা সেতু বন্ধ জলে স্নান করিতে হইলে তিনবার মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত করিয়া ফেলিবে এবং কূপ হইলে তিন ঘট জল উদ্ধৃত করিয়া ফেলিবে, না করিলে তাহার স্নান বৃথা হইবে এবং কূপাদি কঠোর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সমুদ্রগামিনী নদী ব্যতীত অজ্ঞাত নদী সমুদয় রজস্বলা হয় একজ্ঞাত তাহাতে স্নান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তীরবাসী জনের পক্ষে দোষাবহ নহে। জলাভাব উপস্থিত হইলে রজোহৃষ্ট জল কুণ্ডাদি দ্বারা উত্তোলন করিয়া স্নান করিলে কোন দোষ স্পর্শ হয় না। উপাকর্মে (বৈদিক পণ্ড হনন সংস্কার কর্মে) উৎসর্গে, প্রেতস্নানে, চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে নদী সকলের রজোদোষ অভাব হয়। নদী বিদ্যমানে কৃত্রিম জলে স্নান করা অকর্তব্য।

স্নাত হইয়া শিরঃ কম্পন করিবে না অপ্রক্ষিত ও পূর্ব্বস্থিত বস্ত্র ধারণ করিবে না। স্নাত হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে, স্নেহ ও পতিত ব্যক্তির সহিত সংভাষণ করিবে না। স্নানান্তে তৈলে, জলে এবং মলিন আদর্শে মুখ দর্শন করিবে না এবং রাহ গ্রন্থ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিবে না ইত্যাদি।

দশা পূর্ব্বদিক ও উত্তরদিক করিয়া বস্ত্র শুদ্ধ করিতে দিবে; পশ্চিমে এবং দক্ষিণে দশা হইলে সে বস্ত্র ধৌত করিয়া শুদ্ধ করিবে। রজক ধৌত বস্ত্র এবং অধৌত বস্ত্র অশুদ্ধ স্তরং ধৌতান্তে পরিধান করিবে। অমৃত্তরীয় অবস্ত্র এবং নগ্ন হইয়া দৈব কার্য্য করিবে না। উত্তরীয় বস্ত্রকে যজ্ঞোপবীতের আয় ধারণ করিবে। স্নাত বস্ত্র, দণ্ড বস্ত্র, পরকীয় বস্ত্র, মুষিকোংকীর্ণ বস্ত্র এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া দৈব এবং পৈত্র কৰ্ম্ম করিবে না। উৎকট রক্তবর্ণ নীলবর্ণ মলায়ুক্ত ও দশাহীন বস্ত্র বর্জন করিবে। ধৌতবস্ত্রের অভাবে ক্ষৌমাদিবস্ত্র পরিধান করিবে। উত্তরীয় অভাবে কুশরজাদি প্রতিনিধি রূপে ধারণ করিবে অথবা ত্রিদণ্ডী যজ্ঞহুত্র ধারণ করিবে।

(১) তার্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশ বিপ্লবে।

নগর গ্রাম দাহে চ স্পষ্টা স্পৃষ্টি ন দ্রুযতি ॥

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং রুগ্নভয়ে পীড়নে সদা।

মাতা পিত্রো গুরুশৈশব নিদেশে বতনা তথা ॥

আহিকতঃ।

পুয়া নক্ষত্রে, জন্ম নক্ষত্রে, ব্যতিপাত যোগে, বৈধতিতে অমাবস্যাতে নদীমান করিলে জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয় । যে কোন জল ইউক না কেন তাহা শঙ্খ পাত্রস্থ করিলে গঙ্গাজল তুল্য হয় । দক্ষিণাবর্ত শঙ্খস্থ ও ঔড়ুম্বর পাত্রস্থ জল পাপ নাশক । পদ্ম পাত্ৰোদক, সৰ্ব্বরত্ন স্পৃষ্টজল, শ্রোতজল, দর্ভজল, পুষ্পযুক্ত জল আরগ্যাগাত জন্ত ব্যবহার্য্য ।

স্নানান্তে তর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না, করিলে পিতৃগণের সহিত দেবগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন । স্নানান্তে আদ্রবস্ত্রে মল মূত্র ত্যাগ করিলে পুনর্বার স্নান করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে । তর্পণ না করিয়া নদী পার হইবে না । পার্শ্ব এবং তীর্থাদি ব্যতীত পৌনঃ পুন স্নান নিষিদ্ধ । শ্মশ্রু-কর্ম্ম, অশ্রুপাত, মৈথুন, বনন অস্পৃশ্য স্পর্শন করিয়া তর্পণাদি ব্যতিরেকে স্নান করিবে । স্নানান্তে চণ্ডাল, পতিত, মৈচ্ছ এবং রজঃস্রাবা দ্বীলোকের সহিত সন্মায়ণ করিবে না । দৈবাৎ ঘটিলে নারায়ণ স্মরণ করিবে ।

এই সমস্ত বিধি প্রতিপালনে অসুবিধা উপস্থিত হইলে মন্ত্রস্নানাদি করিবে ।
যথা—

অসামর্থ্যাচ্ছরীরস্য কালশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া ।

মন্ত্রস্নানাদিতঃ সপ্ত কেচিদিচ্ছন্তি সুরয় ॥

যোগী যাস্তবধঃ ।

শরীরের অপটুতা জন্ত ও কালদোষ জন্ত মন্ত্রস্নানাদি সপ্তবিধ স্নান করিতে পারিবে ।

অশিরক্ষং ভবেৎ স্নানং স্নানশক্তৌ চ কর্ম্মিণাং ।

আদ্ৰেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদ্বঃ ।

জাবালঃ ।

অস্থ্য ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নিয়ম এই যে, মস্তক ব্যতীত সর্বাস্থে জল সংযোগ করিবে । তাহা অযোগ্য হইলে আদ্ৰ বস্ত্র দ্বারা সর্বশরীর মার্জন করিবে ।

অস্বাত্বা চাপ্য ছত্বা চ ভূংতেহদত্বা চ যো নরঃ ।

দেবাদীনামৃনী ত্বত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে ॥

স্নান হোম এবং দান না করিয়া যে ব্যক্তি পান ভোজন করে সে দেবতা ও ব্রাহ্মণাদির ঋণি হইয়া নরক প্রাপ্ত হয় ।

স্নান প্রয়োগ ।

সূনার্থী ব্যক্তি প্রথমতঃ উদ্ধৃত জল মস্তকে দিয়া, নদাদিতে হইলে একবার ভুবদিয়া দর্ভপাণি হওতঃ আচমন করিবে, পরে তীর্থাবাহন করিবে (১)। তদনন্তর সংকল্প করিতে হইবে; সংকল্পান্তর চতুঃশ্র চতুঃকোন চতুঃস্থ মণ্ডল জলে লিখিয়া মণ্ডল মধ্যে গঙ্গাদেবীর আবাহন করিতে হইবে। তৎপরে সপ্তবার দেবমন্ত্র ঐ জলে জপ করিয়া তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার মস্তকে জলস্পর্শ দ্বারা মার্জন করিবে তৎপরে তিল, আমলক, মৃত্তিকা বা গোময় দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে। মৃত্তিকা ইত্যাদির দ্বারা গাত্র মার্জন জলাবতরনের পূর্বে করিলেও ক্ষতি নাই। তৎপরে উদ্ধৃত জলদ্বারা গাত্রাদি ধৌত করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিবে, আর অহুদ্ধত জল হইলে অর্থাৎ সরোবরে বা নদাদিতে উত্তমরূপে অবগাহন পূর্বক স্নান করিবে। অবগাহন কাঙ্গীন চক্ষু কর্ণ নাসিকা অনুলিঙ্গারা আচ্ছাদন করিয়া অঘমর্ষণ হৃত পাঠ করিতে করিতে মজ্জন করিতে হইবে অর্থাৎ ডুব দিতে হইবে। শূদ্র ব্যক্তি অঘমর্ষণ হৃত পাঠ করিবেক না যেহেতু উহা বৈদিকাচারের অন্তর্ভূত। বৈদিকাচার ব্রাহ্মণের জন্ত, শূদ্রের নিমিত্ত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক আচার ব্যবহার্য। এজন্ত এই স্নান বিধি বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভেদে তিন প্রকার। ইহা ব্যতীত পার্শ্ব (২) স্নান জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমস্ত বিধি ব্যবস্থিত আছে।

(১) স্নান মস্তর্জ্জলে চৈব মার্জনাচমনে তথা ।

জলাভিময়গণৈকৈব তীর্থস্য পরিকল্পনম্ ॥

অঘমর্ষণ হৃন্তেন জিরাবৃত্তেন নিত্যশঃ ।

স্নানচরণ মিত্যেতৎ সমুদ্ভিষ্টং মহাত্মভিঃ ॥

অষ্টাংশচ বারুণান্নান্নান্ কামতঃ সংপ্রজোযয়েৎ ।

যথা কাশং যথা দেশং স্তাত্ত্বা স্তাত্ত্বা বিচক্ষণঃ ॥

আত্মিকতত্ত্ব ।

(২) পার্শ্ব স্নান যথা—

লশঙ্করা স্নান, গোবিন্দদ্বাদশী স্নান, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম স্নান, লৌহিত্য স্নান, করতোয়া স্নান, মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান, কার্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান, মকর স্নান, গ্রহণ স্নান, বারুণী স্নান ও ধোণি স্নান ইত্যাদি ।

বৈদিক জ্ঞান বিধি ।

বৈদিক স্তানে সানকল্পী বাম হস্তে বহুতর কুশ ও দক্ষিণ হস্তে পবিত্র (১) ধারণ করিয়া নন্দাদিতে গমন করিবে। কুশের অভাবে কাশ অথবা দুর্কা দ্বারা (২) কার্য সিদ্ধি হইতে পারে। দক্ষিণ হস্তের অনামিকার প্রথম পর্বে স্বর্ণ ধারণ, দ্বিতীয় পর্বে দর্ভ ধারণ এবং তর্জনীতে রৌপ্য ধারণ (৩) করিয়া কার্য করা কর্তব্য। যথা—

(১) বৈদিকে কশ্মিরি বামহস্তেন বহুতর কুশান দক্ষিণেন পবিত্রং ধারয়েৎ—অর্থাৎ বৈদিক মানে বামহস্তে একগুচ্ছ কুশ ও দক্ষিণহস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া মান করিতে হয়। অন্তর্গত শূভ্র চতুষ্পত্র, ত্রিপত্র বা দ্বিপত্র অনথচ্ছিন্ন কুশকে পবিত্র বলে এবং দর্ভ নাত্রকেও পবিত্র বলা যায়।

यथा—ह्रस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशादीर्घाश्च बर्हिगः ।

दर्भाः पवित्रमित्युक्तं मतः सक्यादि कर्मण्यु ॥

कात्यायन ।

(२) कुशाभावे कुशस्थाने काशः दुर्क्षश्च दद्यात् ।

विष्णुः ।

(৩) কৰ্মকালে প্রকুর্ষীত স পবিত্রা মনামিকাং ।

सव्याप सव्य कलितं ब्रह्मगृहि समन्वितं ॥

ধারয়েৎ প্রথমং পৰ্কে দ্বিতীয়ন্তু ন লভয়েৎ ।

অন্যায়িক ধৃতং হেম তর্জ্জনাং রৌপ্যমেব চ ।

কনিষ্ঠায়াম্ ধৃতং হেয় তেন পূতো ভবেন্নর ॥

বাস্তবিক ।

ক্রিয়ানুসানং প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্বিধি পূৰ্ণকম্ । মুষ্টিরষ্টিশ্চ কর্তব্যং শৌচবাদৌ যথা বিধি ॥১॥
জলে নিমজ্য উন্নজ্য উপস্থ্য যথা বিধি । তীর্থস্নানাহনং কুৰ্ঘ্যাং তৎ প্রবক্ষ্যাম-
নশেষতঃ ॥ ২ ॥ প্রপদ্য বরুণং দেবমস্তসাং পতিমজিতম্ । যাচেত দেহি মে তীর্থং
সৰ্বং পাপাপহুতয়ে ॥ ৩ ॥ তীর্থমাবাহিরিয্যামি সৰ্বাবধিনি হৃদনম্ । সাদ্বিত্য মস্মিন
তোয়ে চ ক্রিয়তাং মদনুগ্রহাং ॥ ৪ ॥ রুদ্রাং প্রপদ্য বরদান্ সৰ্বানপ্সু সদস্তথা ।
সৰ্বানপ্সু সদশ্চৈব প্রপদ্যে প্রবতঃ স্থিতঃ ॥ ৫ ॥ দেবমংস্ত সদং বহ্নিং প্রপদ্যাহনি-
হৃদনম্ । আপঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথা ॥ ৬ ॥ রুদ্রশাশ্বিশ্চ সৰ্পশ্চ
বরুণস্তাপ এবচ । সময়স্তাশ্চ মে পাপং মাঞ্চ রক্ষস্ত সৰ্বশঃ ॥ ৭ ॥ হিরণ্যবর্ণেতি
তিস্বতিৰ্জ্জগতীতিচতিস্বতিঃ । শন্নোদেবীতি চ তথা শন্ন আপস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥
ইদমাপঃ প্রবহতে ত্র্য্যক্তং সমুদীরয়েৎ । এবং সম্ভার্জনং কৃদ্বা ছন্দা আৰ্ষঞ্চ দেবতঃ ॥ ৯ ॥
অঘর্ষণং স্কলঞ্চ প্রপঠেৎ প্রবতঃ সদা । ছন্দোহনুষ্ঠেৎ চ তথৈব ঋষিচৈবামৰ্ষণঃ ॥ ১০ ॥

তর্জনী রৌপ্য সংযুক্তা হেম যুক্তা ত্বনামিকা ।

মৈব যুক্তা তু দর্ভেণ কার্য্যা বিশ্রেণ সর্বদা ॥

তর্জনীতে রজত সংযুক্ত এবং অনামিকাতে স্বর্ণ সংযুক্ত হইলেও দর্ভ সংযুক্ত করিয়া
ব্রাহ্মণগণ কার্য্য করিবেন ।

মৃত্তিকা লস্তনম্ ।

নদ্যাদিতে গমনানন্তর প্রথমতঃ স্নান যোগ্য মৃত্তিকা লস্তন করিবে । অর্থাৎ
গাত্র মৃত্তিকা দ্বারা মার্জন করিবার জন্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে । মৃত্তিকা হরণ
করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হয় । যথা—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষুক্রান্তে বসুন্ধরে ।

মৃত্তিকে প্রতিগৃহ্যামি প্রজায়ৈ চ ধনায় চ ॥

উদ্ধৃতিসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা ।

মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া গাত্র মার্জনা করিবার সময় মন্ত্র বলিতে
হইবে । প্রথমে ঋষ্যাদি পাঠ করিয়া পবে মন্ত্র বলিতে হইবে । যথা—

“ তত্র মেধা ঋষি র্যায়ত্রীজ্ঞানো বিষ্ণুর্দেবতা তোয়ে মৃত্তিকা লস্তনে বিনিয়োগঃ ” ।

মন্ত্র যথা—

ওঁ ইদং বিষ্ণুর্কিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমুচ্চমস্য পাংশুরে ।

গোময়ালস্তনম্ ।

মৃত্তিালস্তনের পর গোময়ালস্তন করিতে হয় অর্থাৎ গোময় দ্বারা গাত্রলেপন ও
মার্জনা কবিত হইবে । গোময়ালস্তনের ঋষ্যাদি যথা—

“ তত্র বংস ঋষি রমুঃ পৃচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা লক্ষ্মীকাম্যে গোময়ালস্তনে বিনিয়োগঃ ” ।

দেবতা ভাববৃদ্ধচ পাপকর প্রকীর্তিঃ ॥ ১১ ॥ ততোহিস্তিসি নিমগ্নঃ স্ত্রাজিঃ পঠেদয-
মর্ষণম্ । প্রপদ্যান্দুর্দ্ধনি তথা মহাব্যাহতিভি জ্জলম্ ॥ ১২ ॥ যথাশ্বমেধঃ ক্রতুগাট
সর্ক্স পাপাপনোদনঃ । তথাষমর্ষণং সূক্তং সর্ক্স পাপ প্রশানম্ ॥ ১৩ ॥ অনেন বিধিনা
স্নানো স্নাতবান্ ধৌতবাসদা । পরিবর্জিত বাসান্ত তীর্থ নামানি সংজপেৎ ॥ ১৪ ॥
উদকস্তা প্রদানাতু স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ । অনেন বিধিনা স্নাত স্তীর্থস্ত ফল
মগ্নুতে ॥ ১৫ ॥

৮ম অধ্যায় শাস্ত্রসংহিতা ।

মন্ত্র যথা—

গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্ষাং নিত্য পুষ্ঠাং করীষিণীম্ ।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥

গৌময়ালস্তনানন্তর জলোপস্থান করিতে হয় অর্থাৎ বরুণ দেবের আবাহন করিয়া বারুণ মন্ত্র জপ বা পাঠ করিতে হয় ।

জলোপস্থানম্ ।

“ তত্র শুনঃ শেফ ঋষি ঋগ্বেদো বরুণোদেবতা বভূথ যজমান বাচনে বিনিয়োগঃ ” ।

মন্ত্র যথা—

উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্যায় পস্থা মম্বত বা উ ।

অপাদ পাদা প্রতিধাত বেহকঃ উতাপ বস্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥

তৎপবে বরুণ দেবকে নমস্কার করিয়া জলাবতরণ করিতে হয় অর্থাৎ জলে নামিতে হয় ।

জলাবতরণং ।

নমো বরুণায়ান্তিষ্ঠিতোঃ বরুণস্য পাশঃ ।

এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্বক জলে নামিয়া চতুর্দিকে চতুর্হস্ত প্রমাণ একটা কুণ্ড কল্পনা করিবে, (৪) পরে ঐ কুণ্ড মধ্যে মন্ত্রদ্বারা তীর্থাবাহন করিতে হইবে ।

তীর্থাবাহন মন্ত্র । যথা—

“ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমং সচতা পুণ্ডরীক্যাদিরূপা মন্বদ্বিধে বিতস্তয়া জিকিয়ে শৃগুহা শিমো ময়া ” ।

তীর্থাবাহনানন্তর মার্জ্জন করিতে হইবে অর্থাৎ মার্জ্জন মন্ত্রদ্বারা তিনবার মস্তকে ও ভূমিতলে জল দিতে (৫) হইবে । উক্ত জল হইলে কুশদ্বারা তিনবার স্পর্শ করিবে আর অল্পকৃত অর্থাৎ নদ্যাদি হইলে তিনবার তিন অঞ্জলি জল ভূমিতলেও মস্তকে দিবে । মার্জ্জনের তিনটীমন্ত্র ।

(৪) ও নমো নারায়ণায়ৈত্যষ্টাক্ষর রূপ মন্ত্রেণ চতুরস্রং চতুর্কোন রূপং সমস্ততঃ সর্বদিক্শু চতুর্হস্তং জলং প্রতিদিক্শু স্ত্রীয হস্ত মাংদেপ ব্যবচ্ছিদ্য তীর্থং প্রকল্পয়েৎ ।

(৫) রক্ষার্থং বারিগান্মানং পরিক্ষিপ্য সমস্ততঃ ।

শিরসো মার্জ্জন কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সৌদক বিন্দুভিঃ ॥

ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট ।

মার্জ্জন মন্ত্র যথা—

১। প্রজাপতি ঋষি দ্ব্যব সান্না পংক্তি শ্চন্দ আপোদেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ ।

ইদমাংসঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদ্ ছুরিতং ময়ি ।

যদ্বাহমভি ছুদ্রোহ যদ্বামাপে উতান্বতম ॥

২। প্রজাপতি ঋষি রম্বষ্টুপ্চ্ছন্দ আপোদেবতা দীক্ষায়াং যজমান সান্নে বিনিয়োগঃ ।

আপোহস্মান্নাতরঃ শুদ্ধয়ন্তু য়তেন নো য়তপুঃ ।

পুনস্তু বিশ্বং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ ॥

৩। কোকিলো রাজ পুত্র দ্রুপদ ঋষি রম্বষ্টুপ্চ্ছন্দ আপোদেবতা সৌত্রামন্যক-
ভূথে সান্নে বিনিয়োগঃ ।

দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ শ্বিন্ন স্নাতো মলাদিব ।

পুতং পবিত্রেণে বাহ্মমাংসঃ শুদ্ধস্ত মৈনসঃ ॥

এইরূপ মার্জ্জনাতে জলাবর্তন করিতে হয় অর্থাৎ মন্ত্রদ্বারা পুনর্বার জলকে
অভিমন্ত্রিত করিতে হয় ।

ততো পুনরপি দক্ষিণাবর্তেন জলাবর্তনম্ ।

দধ্যাণ্ডাংগক্ষণাশ্বি র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা শাস্তিকশ্মণি বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্র যথা—

ও শংনোদেবীরভীষ্য আপো ভবন্তু পীতয়ে শংষোরভি অবন্তু নঃ ॥

এইরূপে জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া ডুব দিবে পরে মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার
ডুবদিবে ।

অর্কর্জবা ক্ষিপেদুর্ক্ অর্কর্জবা ক্ষিপেদধঃ ।

অধোভাগ বিস্ফাতি রম্বরা যাস্তি সংক্ষয়ম্ ।

সর্বতীর্থাভিষেকশচ উর্দ্ধো সংমার্জ্জনাষ্টবেৎ ॥

ষোগী যাজ্ঞবল্ক্য ।

আচম্যেবং পুবাপ্রোক্ষ্য তীর্থ সংমার্জ্জনে তুমে ।

মন্ত্রান্নৈ শ্মন্তিতং তোয়ং মুদ্ধি ভুমৌ তথাক্ষিপেৎ ॥

ক্ষিপ্তেন মুদ্ধি তোয়েন পাপমস্য প্রণশ্যতি ।

ভূমি ক্ষিপ্তেন হস্তে অহুরা দেবশ এবঃ ॥

শাখ্যঃ ।

ততো জলে নিমজ্জ্য মন্ত্রং পরিষ্ণা ত্রির্নিমজ্জ্যাং ।

তত্র প্রজাপতিঋষি ঋজো দেবতা (যজুষ্ঠাচ্ছন্দো নাস্তি) ঋজীক কুন্ত মার্জনে
বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্ৰো যথা—

“অবভুথ নিচূষন নিচেকরসি নিচূষনঃ অব দেবৈ দেবকৃত মনোহৃষাসিষমব
মঠৈর্ভ্যর্মভ্যকৃতং পুংকরাবো দেবরিষ পাহি” ।

এইরূপ মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার ডুব দিয়া পরে মন্ত্রদ্বারা আচমন করিতে হইবে ।

মন্ত্ৰেণাচমনম্ (৬) যথা—

প্রজাপতি ঋষি সোম দেবতা বিরাটচ্ছন্দো ঋজীককুন্ত প্লাবনে বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্ৰো যথা—

সমুদ্রেতে হৃদয় মপ্সুত্তঃ সন্তা বিশন্তোষধীকৃতাং ।

যজ্ঞস্বত্বা যজ্ঞপতে সূক্তোক্তৌ নমোবাকে বিধেম স্বাহা ॥

এইরূপে মন্ত্রদ্বারা আচমন করিয়া পুনর্বার তীর্থাবাহন করিতে হইবে ।

তীর্থাবাহন মন্ত্র যথা—

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্তোমং সচতাপরুষণ্য ।

আসিক্ল্যা মরুদ্বিধে বিতস্তয়া জিকীয়ে শৃণুহা শিষো ময়া ॥

এইরূপে তীর্থাবাহন পূর্বক আপোহিষ্ঠা মন্ত্ৰো দ্বারা তিনবার মার্জনে (৭) করিবে ।

এই মার্জনে তিনটা, তিনটা মন্ত্র দ্বারা তিনবার মার্জনে করিবে । যথা—

১ম মন্ত্র । “ওঁ সিন্ধুরীপ ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা মার্জনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে ” ।

২য় মন্ত্র । “ওঁ যোবঃ শিবতমোরস স্তস্যভা জয়তে হনঃ উশতীরিব মাতরঃ ” ।

৩য় মন্ত্র । “ওঁ তন্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষরায় জিষথ আপোজনয়থা চনঃ ” ।

এইরূপ তিনবার মার্জনে করিয়া পুনর্বার “চিংপতি” মন্ত্র দ্বারা মার্জনে করিতে
হইবে । চিংপতি মন্ত্র তিনটা এই তিনটা মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার মার্জনে করিবে ।
যথা—

(৬) মতান্তরে আচমন মন্ত্রঃ ।

ওঁ পূর্বাভি সপ্ত মহাব্যাহতিভি রাচামেং । ব্রাহ্মণ সর্বস্ব ।

(৭) শন্ন আপস্ত্র ক্রপদা আপোহিষ্ঠাষমর্ষণম্ ।

এতৈশ্চতুর্ভি ঋষ্যগ্নে মার্জনে সমুদাহৃতম্ ॥

ঋষি বচনম্ ।

১ম মন্ত্র । প্রজাপতি ঋষি প্রজাপতিদেবতা (বজ্রচান্দোনাতি) যজমান পাবনে বিনিয়োগঃ ।

“চিংপতি মী পুনাত্বচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ তস্য
তে পবিত্রপতে পবিত্রপুতস্য যৎকামঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্” ॥

২য় মন্ত্র । প্রজাপতি ঋষি বৃহস্পতিদেবতা যজমান পাবনে বিনিয়োগঃ ।

“বাকপতি মী পুনাত্বচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ তস্য
তে পবিত্রপতে পবিত্রপুতস্য যৎকামোঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্” ॥

৩য় মন্ত্র । প্রজাপতি ঋষি সবিতা দেবতা যজমান পাবনে বিনিয়োগঃ ।

“ওঁ দেবো মা সবিতা পুনাত্বচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ
তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্রপুতস্য যৎকামঃ পুনে তচ্ছকেয়ম্” ॥

এইরূপে চিংপতি মন্ত্র দ্বারা তিনবার মার্জ্জন করিয়া জলনিমগ্ন হওনান্তর তিনবার অবমর্ষণ মন্ত্র আবৃত্তি করিবে ।

অবমর্ষণ মন্ত্র যথা—

অবমর্ষণ ঋষি রত্নপুচ্ছন্দোভাবাসুতো দেবতা অশ্বমেধাবভূথে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ ঋতঞ্চসত্যঞ্চাভীক্কাতপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্রর জায়ত
ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ সমুদ্রাদর্গবাদধি সমুৎসরোহজায়ত
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিসতোবশী সূর্য্যো চন্দ্র মসৌ
ধাতা যথা পূর্কমকপ্পয়দ্ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথোশ্বঃ ।

অবমর্ষণ সূত্র পাঠানস্তর জলে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় তিনবার ক্রপদমন্ত্র দ্বারা জলাবর্জন করিয়া নান করিবে ।

ক্রপদ মন্ত্র যথা—

“ক্রপদাদিব মুমুচানঃ শ্বিনঃ স্নাতো মলাদিব ।
পুতং পবিত্রেণে বাজ্যমাপঃ শুক্লস্ত মৈনসঃ” ॥

পৌরাণিক জ্ঞান বিধি ।

বৈদিক জ্ঞানের মত পৌরাণিক জ্ঞানে উক্ত জলে বা নদ্যাদিতে গমন করিয়া বামহস্তে কুণ্ড ও দক্ষিণহস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া দর্ভপাণি হওতঃ আচমন করিবে ।

আচমন মন্ত্র যথা—

ওঁ (নমঃ) বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ, ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যদা পশুস্তি
অরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরাততম্ ।

আচমনান্তে নাভিমাত্র জলে অবতরণ করিয়া সমুৎকৃষ্ট জলোপরি “ওঁ নমো নারায়ণায়” বলিয়া হস্তস্থিত কুণ্ডদ্বারা একটি চতুষ্কোন মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । ঐ চতুষ্কোন মণ্ডলস্থিত জলরাশী বেন একটি পুষ্করণী বা ক্ষুদ্র জলাশয় হইল এইরূপ মনে করিয়া তাহাতে গঙ্গাদেবীর আবাহন করিবে । আবাহন মন্ত্র (১) । তৎপরে সেই চতুষ্কোন মণ্ডল হইতে “ওঁ নমো নারায়ণায়” বলিয়া করপুটদ্বারা বা কুশদ্বারা সাত পাঁচ চারি বা তিনবার জল লইয়া স্বীয় মস্তকে প্রক্ষেপ করিবে । তদনন্তর “অম্ব-
ক্রান্তে” (২) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সর্কাক্ষে মৃত্তিকা মর্দন করিবে ।

ব্রাহ্মণে ওঁকার পুটিত করিবে, শূদ্রে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া আবৃত্তি করিবে ।

(১) গঙ্গাদেবীর আবাহন মন্ত্রঃ ।

ওঁ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসুতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণু পূজিতা ।

পাহি নন্তে ন সন্তানাদা জন্ম মরণান্তিকাং ॥

তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধ কোটি চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ ।

দ্বিবি ভুব্যস্তরীক্ষে চ তানিতে সন্তি জাহ্নবী ॥

নন্দিনীশ্চৈব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ ।

বৃন্দা পৃথ্বীচ স্তভগা বিশ্বকায়্যা শিবাসিতা ॥

বিদ্যাধরী সূপ্রমদা তথা লোক প্রসাদিনী ।

কমা চ জাহ্নবী চৈব শাস্তা শাস্তি প্রদায়িনী ॥

(২) মৃত্তিকা মর্দন মন্ত্রঃ ।

ওঁ অম্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বহুন্ধরে ।

মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্মদা হৃকৃতং কৃতম্ ॥

উদ্ধৃতাংসি বরাহেন কৃষ্ণেন শত বাহনৈঃ ।

আকৃষ্ট মম গাত্রানি সর্কং পাপং প্রমোচয় ॥

মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতে ।

নমস্তে সর্কভূতানাং প্রভবায়িনি স্তব্রতে ॥

পরে গাত্র মার্জনী অর্থাৎ গাম্ছাধারা উত্তমরূপে গাত্র মার্জন করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্র (৩) পাঠদ্বারা তীর্থাবাহন করিয়া সংকল্প করিবে। যথা—ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুর্নমোহদ্য অমুকেমাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ ত্রীঅমুক দেবশর্য্য বা দাস ত্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ অগ্নিন জ্বলে ন্নান মহং করিষ্যে। গঙ্গাদি তীর্থে “অস্যাং গঙ্গায়াং” বলিতে হইবে। এইরূপ সংকল্পান্তর অবগাহন মন্ত্র (৪) পাঠ পূর্বক কেশ দ্বিধাকৃত করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা ও মুখ অবরুদ্ধ করিয়া তিনবার মজ্জন অর্থাৎ ডুব দিবে। তৎপরে যদৃচ্ছা গাত্র মার্জন বা ডুব দিবে। তৎপরে গঙ্গাষ্টক স্তোত্র পাঠ করিয়া গঙ্গাদেবিকে প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র ।

ওঁ সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যোজুঃখ বিনাশিনী ।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

পার্কণ স্নান বিধি ।

কোন পরোপলক্ষে যে স্নান করা হয় তাহার নাম পার্কণ স্নান। যথা—গ্রহণ স্নান, ব্রহ্মপুত্রস্নান, গঙ্গাসাগরস্নান, দশহরাস্নান, বারুণীস্নান, করতোয়াস্নান, গোবিন্দবাদশীস্নান, মাঘমাসীয়প্রাতঃস্নান, কার্তিকমাসীয়প্রাতঃস্নান ইত্যাদি।

গ্রহণ স্নান বিধি ।

গ্রহণ সময় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহ রাহগ্রহ হইলে যে স্নান করিতে হয় তাহার নাম গ্রহণ স্নান এবং গ্রহণান্তে যে স্নান করিতে হয় তাহার নাম মুক্তি স্নান।

গ্রহণস্নানে স্বয়ং গ্রহণ দেখিয়া স্নান অন্য পূর্ব্ববৎ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া সংকল্প করিবার সময় বলিতে হইবে—

(৩) কুরুক্ষেত্রাদি মন্ত্রঃ ।

কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করা নি চ ।

তীর্থান্যে তানি পূত্ৰানি স্নান কালে ভবন্তিহ ॥

(৪) অবগাহনমন্ত্রঃ ।

ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্য সঙ্কুতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী ।

ধর্ম্মজরীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহুবি ॥

শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পদে ত্রীমাত দেবি জাহুবি ।

অমৃতেনাধুনা দেবি ভাপিরথি পুনীহি মাম্ ॥

ও বিষ্ণু বিষ্ণুৰ্নমোহন্য অমুকেমাসি অমুকেপক্ষে অমুক তিথৌ সাহগ্রহস্থ দিবাকরে (চন্দ্রগ্রহণ হইলে নিশাকরে) অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশৰ্ম্মা (বা দাস) বহুশত স্বৰ্য্যগ্রহণ (চন্দ্রগ্রহণ) কালীন গজ্ঞানান জন্ত ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গজ্ঞানান্নানমহং করিষ্যে ।

এইরূপ সংকল্পান্তে ও বিষ্ণুপাদ প্রস্থতাসীত্যাদি মন্ত্র যথা বিধি পাঠানন্তর ন্নান করিবেক । তৎপরে তাবৎকাল জপ করিয়া গ্রহণকাল অতীত হইলে এই মন্ত্র পাঠ পূৰ্ব্বক পুনরায় মুক্তি ন্নান করিবে যথা—

ও উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্র (সূৰ্য্য) সঙ্গমঃ ।

কৰ্ম্মচাণ্ডাল যোগোপ্ৰং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥

মুক্তি ন্নান করিয়া যথা সাধ্য দান ধৰ্ম্মাদি কার্য্য করিবে ।

ব্রহ্মপুত্র ন্নান বিধি ।

চৈত্র শুক্ল পক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে ন্নান করিতে হয় । পুনৰ্ব্বহ্ন নম্রত্ৰ ও বৃধবার প্রাপ্ত হইলে বিশেষ ফল লাভ হয় । ব্রহ্মপুত্র ন্নানে পূৰ্ব্ববৎ বিধিরক্ত সকল কার্য্য করিয়া সংকল্প করিবার সময় বলিতে হইবে—

ও বিষ্ণু বিষ্ণুৰ্নমোহন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশৰ্ম্মা মোক্ষ প্রাপ্তি কামো ব্রহ্মপুত্রনদে ন্নান মহং করিষ্যে ।

এই রূপ সংকল্পাদি করিয়া মন্ত্র পড়িবে—

ও ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শাস্তনোঃ কুলনন্দন ।

অমোঘা গৰ্ভ সন্তুত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥

তৎপরে যদৃচ্ছা ন্নানাদি করিয়া আপন কর্তব্য কার্য্য করিবে ।

গঙ্গাসাগর ন্নান বিধি ।

গঙ্গাসাগর ন্নানে সংকল্পাদিতে সংকল্পের সমস্ত মন্ত্র বলিয়া শেষে মোক্ষ প্রাপ্তি কামো গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ন্নান মহং করিষ্য বলিয়া মন্ত্র পাঠ পূৰ্ব্বক ন্নান করিবে । মন্ত্র যথা—

ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বাং দেবি সরিতাংবরে ।

উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥

দশহরা স্নান বিধি।

দশহরান্নানে পূর্ববৎ সংকল্প করিয়া শেষে “দশবিধ পাপক্ষয় কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে” বলিয়া দশহরা মন্ত্র (১) পাঠ পূর্বক স্নান করিবে। হস্তানোগে এইরূপ সংকল্প করিবে,—“হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জিত দশবিধ পাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে” বলিতে হইবে। উহাতে মঙ্গলবার প্রাপ্ত হইলে ভগীরথ দশহরাযোগ বলে। ভগীরথ যোগে এইরূপ সংকল্প করিবে—“কুজবারাধিকরণক হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা দশবিধ পাপক্ষয় শতশুণবাঙ্জি মেধায়ুত জন্য পুণ্যসম পুণ্য প্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে”।

বারুণী স্নান বিধি।

বারুণী স্নানে এইরূপ সংকল্প করিবে—“বিষ্ণোরোন্ম তৎসদোদয় চৈত্রে মাস ক্লষ্ণপক্ষে শতোভিধানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বহুশত সূর্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে”। মহাবারুণী স্নানে বলিবে—“বিষ্ণুরোমিত্যাদি শনিবারাধিকরণক শতভিধানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বহুকোটি সূর্যগ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নানজন্য ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে”।

মহামহাবারুণী স্নানে বলিবে—“বিষ্ণুরোন্ম ইত্যাদি শনিবারাধিকরণক শুভযোগ শতভিধানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা ত্রিকোটি কুলোদ্ধারণ কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে”। সংকল্পান্তে ও বিষ্ণুপাদ প্রস্তুতাসি মন্ত্র বলিয়া স্নান করিবে।

(১) দশহরা মন্ত্র।

ওঁ অদন্তান্য মুপাদানং হিংসাতৈবা বিধানতঃ।

পরদারোপসেবা চ কারিকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥

পাক্ষ্যম্নতকৈব পৈশুন্যাকাপি সর্কশঃ।

অসম্বন্ধ প্রলাপচ বাঙময়ং স্যাচ্চতুর্বিধং ॥

পরজব্যোহুতিধ্যানং মনসানিষ্ঠ চিন্তনং।

বিতথ্যভি মিশেষশ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মমানসং ॥

এতানি দশপাপানি প্রশমং বাস্ত জাহ্নবী।

সুতীত্য মনতে দেবি জলে বিষ্ণু পদোদ্ভবে ॥

করতোয়া নান মন্ত্রঃ ।

পূর্ববৎ সংকল্প করিয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক নান করিবে । যথা—

করতোয়ে সদানীয়ে সরিচ্ছ্রুষ্ঠ সুবিশ্রুতে ।

গৌণান্ পাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোন্তুবে ॥

গোবিন্দ দ্বাদশী নান মন্ত্র ।

পূর্ববৎ সংকল্পাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নান করিবে । যথা—

মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তিমে ।

গোবিন্দ দ্বাদশীং প্রাপ্য তানিমে হর জাহ্নবি ॥

মাঘ মাসীয় প্রাতঃস্নান বিধি ।

* পূর্ববৎ সংকল্পাদি করিয়া পূর্বোক্ত নানমন্ত্রগুলি পাঠ হইলে এই বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া নান করিবে । যথা—

ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব ।

তীর্থস্থাস্ত্র জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবান্ হরে ॥

দুঃখ দারিদ্র নাশায় শ্রীবিষেণ শ্রোষণায় চ ।

প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপ বিনাশনং ॥

মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।

স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত ফলদো ভব ॥

কান্তনে গুরুপক্ষস্য পুষ্যাক্ষে দ্বাদশী বদি ।

গোবিন্দ দ্বাদশী নাম মহাপাতক নাশিনী ॥

পদ্মপূরণ ।

সৌর মাসীয় মাসিক সংকল্পে বিষ্ণুরোমিত্যাদি অমুক তিথিবারভ্য মকরস্থরবিং
যাবৎ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং গঙ্গারায়
প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে । চাত্র স্নানে প্রতিপদি তিথি বারভ্য মাঘমাসং যাবৎ
অমুক গোত্রঃ ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া সংকল্প করিবে ।

ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোস্তুতে ।

পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘ স্নানং মহাত্রভং ॥

কার্তিক মাসীয় প্রাঃস্নান মন্ত্রঃ ।

ওঁ কার্তিকেহং করিষ্যামি প্রাঃস্নানং জনার্দন ।

প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥

মাকরী সপ্তমী স্নান বিধি ।

এই স্নান সংকল্পে মাঘমাসের উল্লেখ করিয়া বিষ্ণু রোম্ ইত্যাদি অরুণোদয় বেলায়াং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বহুশত সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্তু ফলসম ফলপ্রাপ্তি কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে ।

এইরূপ সংকল্প করিয়া ৭টি কুলপাতা ও ৭টি আকন্দপাতা মন্তকে লইয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে । যথা—

ওঁ যদ্যজ্ঞশ্যকৃতং পাপং ময়া সপ্তমু জন্মসু ।

তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥

এই সকল কাম্যতীর্থ স্নানাদি মাতা পিতা ভ্রাতা স্ত্রী স্বহৃদ ও গুরু প্রভৃতির উদ্দেশে (স্বীয় স্নানান্তর) করিলে তাহাদিগের স্বয়ংকৃত স্নানের অষ্টভাগৈক ভাগ ফল লাভ হয়, না করিলে তাঁহারা স্নান ফল হরণ করেন ।

ইতি পার্করণ স্নান বিধি সমাপ্ত ।

এই সময় যদি প্রাঃস্নান সংকল্পিত থাকে তা হইলেও ইহার সংকল্প পৃথক করিতে হইবে । কিন্তু একবার স্নান করিলেই উভয় স্নান সিদ্ধ হইবে ।

তান্ত্রিক জ্ঞান বিধি ।

নদ্যাাদিতে গমন করিয়া প্রথমে বৈদিকজ্ঞান করিয়া পরে তান্ত্রিক জ্ঞান করিবে ।
প্রথমে আচমন করিবে । যথা—

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ।

আচমনান্তর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে যথা—

ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুর্গমোহদ্য অমুকো মাসি অমুকোপক্ষে অমুকতিথৌ অনুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা (ইষ্টদেবতা) প্রীত্যে জ্ঞানমহং করিষ্যে ।

এইরূপ সংকল্প করিয়া ইষ্টমন্ত্রের ষড়ঙ্গস্থাপন করিবে তৎপরে ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা প্রাণায়াম
করিবে । তদনন্তর এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা স্বর্যমণ্ডল ইহাতে তীর্থাবাহন
করিবে ।

আত্ম বিদ্যাশিবৈশ্বতৈশ্বর্যরূপে সাধকাজ্ঞানীঃ ।

বহ্নিজাগ্রৎ ততোদত্তা শুক্লেন পাথসা প্রিয়ে ॥

স্বতন্ত্র তন্ত্র ।

অথ জ্ঞানং তথাক্ষর্যাদযথাসাধু বিধানতঃ ।

মল প্রকালনং জ্ঞানং স্বশাখোক্তং সমাচরেৎ ॥

মন্ত্র স্তোনং ততঃ কুর্য্যাৎ কর্মণাং সিদ্ধি হেতবে ॥

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক দেবতা প্রীত্যে জ্ঞানমহং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ ।

তাত্র পাত্রং সদুর্দ্ধং সতিলং সজলং তথা ।

গৃহীত্বামুক দেবদ্য প্রীত্যে জ্ঞানমাচরেৎ ॥

কুলচূড়ামনি তন্ত্র ।

ততঃ ষড়ঙ্গস্থাপন প্রাণায়ামৌক্কা ওঁ গঙ্গে চেত্যানিন্দ্রাশ্চ মুদ্রয়া স্বর্যমণ্ডলাস্তীর্থ-
মাবাহ্য বমিতি ধেনুশ্চ মুদ্রয়া অমৃতী কৃত্য কবচেনাবগুষ্ঠ্য মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য মূলে
নৈকাদশধাভি মন্ত্র্য স্বর্য্যভি মুখং দ্বাদশ বারিধারাং নিকিপ্য তস্মিন্মিষ্ট দেবতা চরণার
বিল্ল নিঃসৃত জলে ত্রির্মজ্য দেবতাং ধ্যানম্ মূল মন্ত্রং যথাশক্তি জপন উদ্যজ্য উদকেন
ত্রিবার জপ্তেন কলস মুদ্রয়া ত্রিবার মাআনমভিবিধ্য বৈদিক সন্ধ্যাদিকং কৃৎ স্বর্য্যার্থং
দত্তা তান্ত্রিকাবমর্ষণাদি বারিধারাস্তং কর্ম্মং কুর্য্যাৎ ।

তন্ত্র সার ।

বিন্যাস্যঙ্গে ষড়ঙ্গানি প্রাণায়াম পূবঃ সরং ।

শ্রীস্বর্য্যমণ্ডলাস্তীর্থ মা কুর্য্যাক্ষশ্চ মুদ্রয়া ।

বমিত্যনেন চাপ্রাব্য কবচেনাবগুষ্ঠয়েৎ ।

সংরক্ষ্যাস্ত্রেণ মূলেন মন্ত্রয়েৎ কত্রসংখ্যয়া ।

নির্মজ্য তস্মিন্ শ্রীদেবং ধ্যয়েচ্ছক্কা জপেন্নমুং ॥ জ্ঞানার্ণবে ।

তীর্থাবাহন মন্ত্র ।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি ।
 নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
 ব্রহ্মাণ্ডে দেব তীর্থানি কঠৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে ।
 তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর ॥
 প্রিয় ব্রতানি তীর্থানি সূর্য্যরশ্মিহিতানি চ ।
 আগত্যার্থ্যং গৃহীত্বা চ সৰ্ব্ব সিদ্ধিং প্রযচ্ছমে ॥
 আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থ মিহ স্মন্দরী ।
 আহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সৰ্ব্বতীর্থ সমন্বিতা ॥

তীর্থাবাহনান্তর “বং” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধেহু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ পূর্ব্ব “হু” এই মন্ত্রদ্বারা অবশুষ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন এবং “কটু” এই মন্ত্রে ঊর্দ্ধ্ব অধঃ ও মধ্য করতল তালদ্বয় দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হইবে । তৎপরে সেই অভিমুখিতজলে একাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান পূর্ব্বক স্বর্ঘ্যাভিমুখে এই মনে করিয়া দ্বাদশাঙ্গুলি জল নিক্ষেপ করিবে যে,—স্বর্ঘ্যমণ্ডল মধ্যে ইষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন তাঁহার গাত্রে এই দ্বাদশাঙ্গুলি জল অর্পিত হইল এক্ষণে তাঁহার চরণতল বহিঃ সেই জল নিঃসৃত হইতেছে । এইরূপ মনে করিয়া ইষ্টদেবতার সেই চরণারবুদ হইতে নিঃসৃত জলে তিনবার নিমজ্জন অর্থাৎ ডুব দিবে । তদনন্তর ইষ্টদেবতার পুনর্বার ধ্যান করিয়া যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে । পরে উন্নয়ন হইয়া ঐ জলে তিনবার মূল মন্ত্র জপকরতঃ কলস মুদ্রারদ্বারা স্বীয় মস্তকে তিনবার অর্পণ করিয়া আত্মাকে অভিসিঞ্জন করিবে ।

তাত্ত্বিক দীক্ষার দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন এ বিধি সাধারণের পক্ষে নহে ।

কলস মুদ্রা ।

বাম হস্তে কৃত্য মুদ্রী দক্ষ হস্তস্য পার্শ্বতি ।

কলসাখ্যা ভবেদ্বাদ্ধা সৰ্ব্বপাপহরা শুভা ॥

জ্ঞানার্ণবে ।

তাত্ত্বিক মৃত্তিকা গম্বন বিধি ।

মূলেনাগীর মৃৎস্তুক বিভাগং তত্র কারয়েৎ ।

ভাগমেকং জলেনৈব ক্লেপেদ্বত্রং সমুচ্চরন ।

এবং স্বর্দ্ধাদিনাভ্যস্তং তথৈব পরিলেপয়েৎ ।

তথৈব ভাগান্তরেণ পরিলেপয়েদধোভাগ মিতিশেষঃ ॥

তন্ত্র ।

ইতি তাত্ত্বিক মৃদান বিধি সমাপ্ত ।

শিখা ও তিলক ধারণ বিধি ।

স্নানান্তে শিখাবন্ধন পূর্বক ললাটদেশে উর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ দীর্ঘফোটা করিতে হয় ।

নাসিকার মূলদেশ হইতে প্রাদেশপ্রমাণ মন্তকভাগান্তে যে কেশগুচ্ছ ধারণ করিতে হয় তাহার দক্ষিণাংশস্থিত কেশের নাম শিখা এবং বামাংশস্থিত কেশের নাম টিকা । গায়ত্রী পাঠ (১) পূর্বক প্রথমে শিখা বন্ধন করিয়া গাশাৎ ঝুটিকা বন্ধন করিতে হয় । তৎপরে চন্দন বা মৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করিতে হয় । যথা—

উর্দ্ধপুণ্ড্রং যদা কুর্য্যাল্লিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা ।

তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যদৃচ্ছয়া ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুবাণ ।

মূর্ত্তিকা দ্বারা (২) উর্দ্ধপুণ্ড্র, ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র এবং চন্দনের দ্বারা যদৃচ্ছা তিলক ধারণ করা বাহিতে পারে ।

(১) গায়ত্র্যাত্ম শিখাং বন্ধা নৈষ্কাত্যাং ব্রহ্মঃরকুতঃ ।

ঝুটিকাক্ষ ততো বন্ধা ততঃ কৰ্ম্ম সমারভেৎ ॥

ব্রহ্মপুরাণ ।

শিখা নোচন করিতে হইলে এইমন্ত্র পাঠ পূর্বক মোচন করিতে হইবে ।

ওঁ গচ্ছন্ত সকলাদেবা ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ ।

তিষ্ঠ ভ্রমচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোন্যহম্ ॥

(২) ত্রিপুণ্ড্র, মূৰ্দ্ধ পুণ্ড্রং যদা কুর্য্যাদ্বিজোক্তমঃ ।

গঙ্গা মৃদাণি হোত্রোথ ভস্মনা বা স মুক্তিভাক ॥

শাশ্বত তত্ত্বম্ ।

স্নানের পর মূর্ত্তিকা দ্বারা এবং হোমের পর ভস্মদ্বারা তিলক করিতে হয় । যথা—

মূর্ত্তিকাতিলকং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা হস্তা চ ভস্মনা ।

দৃষ্ট দোষ বিবাতার্থং চাণ্ডালাস্ত্যাদি দর্শনে ॥

মহাভারত ।

এ সকল অভাবে জল দ্বারাও তিলক ধারণ হইতে পারে । যথা—

অভাবে তুদকেনাপি পিতৃ দৈবত মর্চ্চয়েৎ ।

উশনা ।

জলে স্থিতঃ কৰ্ম্ম কুর্স্বন জলেন তিলকং চরেৎ ।

আহিক তত্ত্বম্ ।

ব্রাহ্মণগণ উর্দ্ধপুণ্ড্র বিহীন হইয়া জপ যজ্ঞ দান তপস্যা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে সমস্তই নিষ্ফল (৩) হয়। যথা—

গৌ প্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণম্ ।

ভস্মীভবতি তৎ সর্গযুর্দ্ধ পুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ।

তপঃ হোম গোদান স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণ ইত্যাদি কার্য উর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতীত করিলে ভস্মীভূত হয় ।

কোন মতে উর্দ্ধপুণ্ড্রের পরিবর্তে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবার বিধি আছে ।

ত্রিপুণ্ড্রং বিনা কুর্য্যাৎ যাং কিঞ্চিদ্ বৈদিকং ক্রিয়াম্ ।

সা নিষ্ফলা ভবেদেবি ব্রাহ্মণাপি কৃতা যদি ॥

হন্দ পুরাণ ।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যদি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কোন বৈদিক কার্য করেন তাহা হইলে তাহাও নিষ্ফল হয় ।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড্র বা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করে সে চণ্ডাল সদৃশ তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই । যদি দৈবাৎ মুখ দর্শন হয় তবে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।

নাসিকান্ত ললাটোর্ধ্বে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র উর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয় । অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্রের দুইপার্শ্বে দুইটা রেখার ন্যায় করিতে হয় এবং মধ্যস্থলে ফাক রাখিতে হয় । যথা—

(৩) বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা ।

ত্রিপুণ্ড্রং বিনা পূজাং কুর্য্যাণো বাত্যধোগতিম্ ॥

কুর্শ্ব পুরাণ ।

বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত অথবা শৈব যে কোন ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া জপ পূজাদি করিবেন, তাঁহার অধোগতি হইবে ।

শিব পূজাকালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতেই হইবে । যথা—

বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রং বিনা কৃত্রাক্ষ মালায়া ।

পুন্ড্রিতোহপি মহোদেবো ন স্যাস্তস্য ফল প্রদঃ ॥

লিঙ্গার্চন তন্ত্র ।

ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক এবং কৃত্রাক্ষ মালা ধারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি শিব পূজা করে তাহার বৃথা পণ্ডিত্য করাহেব ।

নাসিকা কেশ পর্য্যন্ত মূৰ্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে ।

মধ্যে ছিদ্ৰস্ত কৰ্ত্তব্যং তচ্ছিদ্রং হরিমন্দিরম্ ॥

মংস্য শ্লোকম্ ।

নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত উৰ্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয় এবং উহার মধ্যভাগে ছিদ্র (৪) বসিতে হয়, ঐ ছিদ্রকে হরিমন্দির বলিয়া থাকে । অঙ্গুলি দ্বারা তিলক করিতে কিন্তু ঘাহাতে নথস্পর্শ না হয় এরূপ সাবধান হওয়া কৰ্ত্তব্য । উৰ্দ্ধপুণ্ড্র তিলক াঙ্গুল পরিমিত (৫) সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, নবাঙ্গুল পরিমিত মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল পরিমিত অধম । ইয়া কীর্তিত হইয়া থাকে ।

পুষ্টিকামী ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠ দ্বাৰা, মুক্তিকামী ব্যক্তি তর্জনী দ্বারা, আয়ুকামী ব্যক্তি মাঙ্গুলি দ্বারা এবং অর্থকামী ব্যক্তি অনামিকা দ্বারা (৬) তিলক ধারণ করিবে ।

ললাট ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গেও তিলক ধারণ করিবার বিধি আছে । যথা—

শিরঃকণ্ঠে ললাটেচ বাহ্যেচ্ছদয়ে তথা ।

নাভৌ পৃষ্ঠে প্রদাতব্যং পাশ্বে য়োশ্চ দ্বয়োদ্বয়ো ॥

ব্যাসঃ ।

(৪) অচ্ছিদ্র মূৰ্দ্ধ পুণ্ড্রস্ত যে কুর্ত্ত্বি দ্বিজাধমাঃ ।

তেষাং ললাটে সততং গুনঃ পাদো নসংশয় ॥

পদ্ম পুৰাণম্ ।

ছিদ্র বিহীন উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে ললাটে কুকুর পদ ধারণ করা হয় ।

(৫) দশাঙ্গুল প্রমাণস্ত উত্তমোত্তম মুচ্যতে ।

নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুল মতঃ পরম্ ॥

এতৈরঙ্গুলি ভেদৈস্ত কারয়েন্ন নথং স্পৃশেৎ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুৰাণম্ ।

(৬) অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমাঙ্গুরী ভবেৎ ।

অনামিকার্থদা নিত্যং মুক্তিদা চ প্রদেশিনী ॥

ব্রহ্ম পুৰাণম্ ।

ভালে দীপশিখাকারং বাহ্যভ্যাং বিলুপত্র বৎ ।

হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চত্র মুদিশেৎ ॥

মংস্য শ্লোকম্ ।

ললাটে যে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হয় তাহার আকৃতি দীপ শিখার ম্যার হওয়া বশ্যক । বাহ্যদ্বয়ে বিলুপত্রের মত অঙ্কিত করিতে হয়, হৃদয়ে পদ্ম পুষ্পের মত, বং কণ্ঠেতে চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ বিধেয় ।

ব্রাহ্মণগণ উর্কপুণ্ড্র, বিহীন হইয়া জপ যজ্ঞ দান তপস্যা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে
সমস্তই নিষ্ফল (৩) হয় । যথা—

গো প্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণম্ ।

ভস্মাভবতি তৎ সর্সযুর্দ্ধ পুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ।

তপঃ হোম গোদান স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণ ইত্যাদি কার্য উর্কপুণ্ড্র ব্যতীত করিলে
ভস্মাভূত হয় ।

কোন মতে উর্কপুণ্ড্রের পরিবর্তে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবার বিধি আছে ।

ত্রিপুণ্ড্রং বিনা কুর্যাৎ যাং কিঞ্চিদ্ বৈদিকং ক্রিয়াম্ ।

সা নিষ্ফলা ভবেদেবি ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি ॥

বৃন্দ পুরাণ ।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যদি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া কোন বৈদিক কার্য করেন তাহা
হইলে তাহাও নিষ্ফল হয় ।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে ব্রাহ্মণ উর্কপুণ্ড্র বা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করে সে চণ্ডাল
সদৃশ তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই । যদি দৈবাৎ মুখ দর্শন হয় তবে সূর্য্য নিরীক্ষণ
করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ।

নাসিকাস্থ ললাটোর্ধ্বে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিন্ন উর্কপুণ্ড্র করিতে হয় । অর্থাৎ
উর্কপুণ্ড্রের দুইপার্শ্বে দুইটি রেখার ন্যায় করিতে হয় এবং মধ্যস্থলে ফাক রাখিতে
হয় । যথা—

(৩) বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা ।

ত্রিপুণ্ড্রং বিনা পূজাং কুর্যাণো বাত্যধো গতিম্ ॥

কুর্শ্ম পুরাণ ।

বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত অথবা শৈব যে কোন ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া
জপ পূজাদি করিবেন, তাহার অধোগতি হইবে ।

শিব পূজাকালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতেই হইবে । যথা—

বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রং বিনা ব্রহ্মাণ্ড মালয়া ।

পূজিতোহপি মহোদেবো ন স্যাস্তস্য ফল প্রদঃ ॥

লিঙ্গার্কন তন্ত্র ।

ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র তিলক এবং ব্রহ্মাণ্ড মাল্য ধারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি শিব পূজা
করে তাহার বৃথা পণ্ডিত্য করায় ।

নাসিকা কেশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে ।

মধ্যে ছিদ্রস্ত কৰ্ত্তব্যং তচ্ছিদ্রং হরিশন্দিরম্ ॥

মংস্য স্কন্ধম্ ।

নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয় এবং উহার মধ্যভাগে ছিদ্র (৪) রাখিতে হয়, ঐ ছিদ্রকে হরিশন্দির বলিয়া থাকে । অঙ্গুলি দ্বারা তিলক করিতে হয় কিন্তু বাহ্যতে নখস্পর্শ না হয় একরূপ সাবধান হওয়া কৰ্ত্তব্য । উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক দশাঙ্গুল পরিমিত (৫) সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, নবঙ্গুল পরিমিত মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুল পরিমিত অধম বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে ।

পুষ্টিকামী ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, মুক্তিকামী ব্যক্তি তর্জনী দ্বারা, আয়ুকামী ব্যক্তি মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা এবং অর্থকামী ব্যক্তি অনামিকা দ্বারা (৬) তিলক ধারণ করিবে ।

ললাট ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গেও তিলক ধারণ করিবার বিধি আছে । যথা—

শিরঃকণ্ঠে ললাটেচ বাহ্যেঃশ্চহৃদয়ে তথা ।

নাভৌ পৃষ্ঠে প্রদাতব্যং পাশ্বে য়োশ্চ দ্বয়োদ্বয়ো ॥

ব্যানঃ ।

(৪) অচ্ছিদ্র মূৰ্দ্ধ পুণ্ড্র য়ে কুৰ্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ ।

তেষাং ললাটে সততং শুভঃ পাদো নসংশয় ॥

পদ্ম পূরণম্ ।

ছিদ্র বিহীন উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে ললাটে কুকুর পদ ধারণ করা হয় ।

(৫) দশাঙ্গুল প্রমাণস্ত উত্তমোত্তম মূচ্যাতে ।

নবঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুল মতঃ পরম্ ॥

এতৈরঙ্গুলি ভেদৈস্ত কারয়েন্ন নখং স্পৃশেৎ ॥

ব্রহ্মাণ্ড পূরণম্ ।

(৬) অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমাঙ্গুলী ভবেৎ ।

অনামিকাখণ্ডা নিত্যং মুক্তিদা চ প্রদেশিনী ॥

ব্রহ্ম পূরণম্ ।

ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিলুপত্র বৎ ।

হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চ মুদ্রিশেৎ ॥

মংস্য স্কন্ধম্ ।

ললাটে যে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হয় তাহার আকৃতি দীপ শিখার ম্যায় হওয়া আবশ্যক । বাহুদ্বয়ে বিলুপত্রের মত অঙ্কিত করিতে হয়, হৃদয়ে পদ্ম পুষ্পের মত, এবং কণ্ঠেতে চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ বিধেয় ।

শিরদেশে, কণ্ঠে, ললাটে, বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, নাভিতে, পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বদ্বয়ে এবং
কর্ণদ্বয়ে তিলক ধারণ করিতে হয় ।

তিলক ধারণ মন্ত্র ।

“কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম ।

পুণ্যং যশস্য মাযুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু ॥”

চন্দন ধারণ মন্ত্র ।

“কান্তিঃ লক্ষ্মীঃ ধৃতিঃ সৌখ্যং সৌভাগ্যং মতুলং মম ।

দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্ ॥”

এই মন্ত্রগুলি পাঠ পূর্বক তিলক চন্দনাদি ধারণ করিতে হয় ।

ইতি শিখা ও তিলক ধারণ বিধি সমাপ্ত ।

তর্পণ বিধি ।

তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ ।

দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্ ॥

শাতাতপঃ ।

প্রতি দিবসেই স্নান পূর্বক শুচি হইয়া ব্রাহ্মণগণ যথাক্রমে দেবোদ্দেশে ঋষি-
রুদ্দেশে এবং পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ (১) করিবেন ।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নান মিস্যতে ।

তর্পণম্ভ ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং ।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে স্নান তিন প্রকার হওয়াতে তাহার অঙ্গস্বরূপ
তর্পণও নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার ।

(১) নাস্তিক্য ভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ স্মৃতঃ ।

পিবন্তি দেহ নিস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ।

যে ব্যক্তি নাস্তিক্য বুদ্ধি বশতঃ তর্পণ না করে তাহার জলার্থী পিতৃপুরুষগণ তাহার
দেহ নিস্রাব (রুধির) পান করিয়া থাকেন ।

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্তৃঃ কুশতিলোদকৈঃ ।

তৎ পিতৃশ্চ পিতৃশ্চাপি নাম গোত্রাদি পূর্ব্বকং ॥

বিধবা নারী প্রত্যহ কুশ তিলোদক দ্বারা ভর্তৃতর্পণ এবং তাঁহার পিতার পিতামহের নাম গোত্রাদি উল্লেখ পূর্ব্বক তর্পণ করিবেক । অর্থাৎ স্বশুর ও আর্ধ্যস্বশুর উদ্দেশে তর্পণ করিবেক ।

যবাতি স্তপ্যৈদ্দেবান্ সতিলাতিঃ পিতৃং স্তথা ।

যবোদক দ্বারা দেব তর্পণ এবং তিলোদক দ্বারা পিতৃ তর্পণ করিবে ।

সংক্রান্তি, রাত্রি, সপ্তমী, রবিবার, শুক্রবার, শ্রাদ্ধ দিবস এবং জন্মদিবস, এই সকল দিবসে তিনদ্বারা তর্পণ করিবে না (২) । কিন্তু বিঘ্ন মহাবিঘ্ন সংক্রান্তিতে গ্রহণকালে, অগ্নিকার্য্যে অর্থাৎ মৃতসংকারে তিলদ্বারা তর্পণ করিতে পারিবে ।

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যঞ্চ দক্ষিণ স্যেতরাং করাং ।

তিলান্ গৃহীত্বা পাত্র স্থান্ ধায়ন্ সস্তপ্যৈৎ পিতৃন ॥

নারদীয়ে ।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং অনামিকা দ্বারা বাম হস্ত হইতে তিল গ্রহণ করিয়া ধ্যান পূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিবে ।

(২) সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবি শুক্রদিনে তথা ।

শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যান্তিল তর্পণং ॥

মৎস পুরাণ ।

অগ্নয়ে বিঘ্নে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেযু চ ।

উপাকর্ষনি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে ।

স্বর্ঘ্য শুক্রাদি বারে পি ন দোষ স্তিল তর্পণে ॥

প্রতি প্রসবস্থতি ॥

ভীর্থে তিথি বিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত পক্ষকে ।

নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্য্যান্তর্পণং তিল মিশ্রিতং ॥

মদন পারিজাতঃ ।

ভীর্থে তিথি বিশেষে এবং গঙ্গাতে ও প্রেত পক্ষে নিষিদ্ধ দিবসেও তিল দ্বারা তর্পণ করিবে ।

তিলানামপ্য ভাবে তু স্তবর্ণ রজতাস্বিতং ।

তদভাবে নিষিঞ্চেত দর্ভৈয়ন্ত্ৰেণ চাপাথ ॥

তিলের অভাবে স্তবর্ণ রজতাস্বিত জল দ্বারা তদভাবে দর্ভযুক্ত জল দ্বারা মস্তপূর্বক তর্পণ করিবে ।

বৈদিক তর্পণানুষ্ঠানম্ ।

তত্র প্রায়শ্চ উপবিশ্য প্রাগগ্রান্ কুশানান্তীর্থ্য দক্ষিণহস্তে যবান গৃহীত্বা—যৎসমদ ঋষির্বিধে দেবা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নি ষ্টোমে বৈশ্বদেব গ্রহণে বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্র যথা—

বিষ্বেদেবা স আগত শৃণুতাম স ইমং হবং ইদং বর্হি নির্বীদত ।

এবং মন্ত্রবিৎ যবান্ বিকীর্ষ্য বদ্ধাঞ্জলিঃ—

অহোরাত্র ঋষির্কিষ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টূপ ছন্দঃ সর্বমেধে বৈশ্বদেব গ্রহ গ্রহণে বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ট যে অগ্নিজিহ্বা উত্তবা যজ্ঞত্রা আসাদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ ।

এবং মন্ত্রং পঠিষ্য প্রাগগ্রান্ কুশানান্তীর্থ্য তছপরি বাম হস্তাঙ্গারকেন দক্ষিণ হস্তেন ঋজুকুশাগ্রেণ দেবতীর্থে যবোদকেন বেদাচ্ছন্দাংসি দেবা ঋষয় পুরাণাচার্য্যাঃ গন্ধর্বাঃ ইতরে আচার্য্যা মহুয্যাঃ কলাঃ কাষ্ঠা নিমেযা মুহূর্ত্তা অহোরাত্র । অর্দ্ধমাগা মাসাঃ ঋতবঃ সপ্তংসরাঃ সাবরযা ইতি প্রত্যেকং তৃপ্যতামিতি ক্রিয়াপদং দদ্যাৎ । ওঁ বেদান্তৃপ্যস্তাং ওঁ ছন্দাংসি তৃপস্তাং ইত্যাদি বাক্যেন তর্পণং কুর্যাৎ ।

ততো নির্বীতী উদজুধঃ কুশ মধোন মহুযা তীর্থেন যবোদকেন উত্তরাগ্র কুশোপরি সনকঃ সনন্দঃ সনাতনঃ কপিলঃ আহুরিঃ বোচ্চ পঞ্চশিখ ইতত্র প্রত্যেকং তৃপ্যতামিতি ক্রিয়াপদং দদ্যা সপ্ত মহুযা তর্পণং কুর্যাৎ ।

ততো প্রচীনাবীতী দক্ষিণামুখো ভয় কুশেন পিতৃতীর্থেন তিলোদকেন দক্ষিণাগ্রকুশোপরি—ওঁ কব্যবাল তৃপ্যতাং ক্রমে নল, সোম, যম, অর্য্যমা এবং ওঁ অগ্নিতাত্তৃপস্তাং ক্রমে সোম, বর্হিষদ ইতি দিব্যপিতৃ তর্পণং কুর্যাৎ ।

ততো অনেনৈব বিধানেন—নারাশর্য্যঃ, পারাশর্য্য, শুকঃ, শকল্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ জাতুর্কর্ণঃ, কাত্যায়নঃ, আপস্তম্বঃ, বোধায়নঃ, বাচস্পয়ী, বৈজবাণী, জুহবঃ, লোকাকিঃ, মৈত্রায়নিঃ, ঐন্দ্রায়নিঃ ইত্যত্র প্রত্যেকং তৃপ্যতামিতি ক্রিয়াপদং প্রদায় পাঞ্চদশঋষি তর্পণং কুর্যাৎ ।

ততেহেনৈনবক্রমেণ—যমায় ধর্মবাছায় মৃত্যবে চান্তকারচ । বৈবস্বতায়, কালায়, সর্ষভূতক্ষরায় চ ॥ ওঁহুসরায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে । বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রশুণ্ডায় বৈনমঃ । ওঁ যমায় নম ইত্যাদি বাক্যেন প্রত্যেকং ত্রীন্ ত্রীন্ জলাঞ্জলীন দধা তর্পণং কুর্য্যাৎ ।

ততস্তিলান গৃহীত্বা—শঙ্খধ্বনি রণুষ্ঠুপ্ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামুপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ উশন্তত্বা নিধৌমহ্যশন্তঃ সমিধীমহি উশম্মুশত আবহ পিতুন হবিষে অন্তবে ।

এতং মন্ত্রং পরিচ্য তিলান্ বিকীর্য বন্ধাঞ্জলিঃ ।—

শঙ্খধ্বনি স্তিষ্ঠুপ্ছন্দঃ পিতরোদেবতা সৌত্রামণ্যামুপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

মন্ত্র যথা—আয়ান্ননঃ পিতরঃ সোম্যা সোহগ্নিষাতাঃ পথিভির্দেব যানৈঃ । অগ্নিন যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহপি ক্রবন্ত তেহবন্ত স্মান্ ।

অনেন মন্ত্রেণ পিতৃনাবাহ্য—প্রজাপতিঋষি রাণো দেবতা বিরাট ছন্দঃ শিণ্ড পিতৃযজ্ঞে শিণ্ড সেচনে বিনিয়োগঃ ।

• মন্ত্রোযথা—উর্জ্জং বহস্তীরমৃতং দ্ব্যতং পয়ঃ কীলালং পরিক্রতং স্বধা স্ব তর্পরত মে পিতুন ।

এতন্নম্রপাঠ পূর্বকম্—ওঁ অদ্যামুক গোত্র পিতরমুকশর্ম্মে তন্তে তিলোদকং স্বধা ইতি পিতৃজ্জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ । এবং পিতামহ প্রপিতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ প্রত্যেকং জলাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ ।

ওঁ অদ্যামুকগোত্রে মম্মাতঃ অমুকদেবি এতন্তে তিলোদকং স্বধা ইতি মাতুস্তর্পণং কুর্য্যাৎ । এবং মাম্মাতৃ সপত্নি মং পিতামহি মং প্রপিতামহি মম্মাতামহি মং প্রমাতামহি মদ্বৃদ্ধ প্রমাতামহি ইতি সষোধ্য প্রত্যেকেকৈকাজ্জলিনা তর্পণং কুর্য্যাৎ ।

পৌরাণিক তর্পণানুষ্ঠানে বৈদিক তর্পণের অনেকাংশ বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে এজন্য এখানে আর বিশেষ বিস্তার করিলাম না ।

ইতি বৈদিক তর্পণম্ সমাপ্ত ।

পৌরাণিক তর্পণ প্রয়োগঃ ।

প্রথমতঃ আচমনানন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দক্ষিণ দিকের উপরিভাগ হইতে বাম কক্ষ ভাগ দিয়া উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ পূর্বক “কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা” মন্ত্রটা পাঠ করিবে । যথা—

কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করা নি চ ।

তীর্থান্যেতানি পূণ্যানি তর্পণ কালে ভবন্তিহ ॥

এই মন্ত্রটা পাঠ করিয়া পূর্বান্য হইবে পরে উপাধীতি হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র ফিরাইয়া বাম স্বন্ধের উর্দ্ধে ও দক্ষিণ কক্ষাশ্রিত করিয়া দেব তর্পণ করিবে । দেব তর্পণে দেবতীর্থ দ্বাৰা অর্থাৎ তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলি ত্রয়ের অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ, এই অঙ্গুলি ত্রয় একত্রীকৃত করিয়া তদ্বারা মন্ত্র পাঠ পূর্বক এক এক অঞ্জলি জল দেবতাদিগকে প্রদান করিবে ।

দেব তর্পণ মন্ত্র ।

যথা—ওঁ ব্রহ্মাহুপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণু স্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্র স্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতি-
স্তৃপ্যতাং ।

এইরূপ দেবতাদিগকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটা পাঠ করিবে এবং অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিতে থাকিবে । মন্ত্র যথা—

* ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাঽমর সোহ সুরা ।

ক্রুরাঃ সর্পাঃ সূপর্ণাশ্চ তরবো জিহগাঃ খগাঃ ॥

বিদ্যাধরা জলাধারা স্তূথৈবাকাশ গামিনঃ ।

নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে ।

তেষামাপ্যায়নায়ৈ তদীয়তে সলিলং ময়া ॥

এইরূপে দেব তর্পণ করিয়া উত্তরাস্য হইতে হইবে । সামবেদী ব্রাহ্মণ পশ্চিমাঙ্গ্য হইবেন । তৎপরে নিবীতি হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র ফিরাইয়া মালায় ন্যায় ধারণ করিয়া কায় তীর্থ দ্বারা দুই দুই অঞ্জলি জল ক্রোড়াভিমুখে প্রদান পূর্বক মুনিগণের তর্পণ করিবে । দক্ষিণ হস্তের নাম কায়তীর্থ উহার দ্বারা মুনিদিগকে দুই দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিবে ।

মুনি তর্পণ মন্ত্র ।

যথা—ওঁ সনক স্তৃপ্যতাং, ওঁ সনন্দ স্তৃপ্যতাং, ওঁ সনাতন স্তৃপ্যতাং, ওঁ কপিল
স্তৃপ্যতাং, ওঁ আহুরি স্তৃপ্যতাং, ওঁ বোচু স্তৃপ্যতাং, ওঁ পঞ্চ শিখ স্তৃপ্যতাম্ ।

মুনি তর্পণে প্রত্যেককে দুই দুই অঞ্জলি জল না দিয়া এই মন্ত্রটা পাঠ পূর্বক দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হয় । যথা—

* এই মন্ত্র শূদ্র ভিন্ন অন্য তিন বর্ণ পাঠ করিবেন । শূদ্রের পক্ষে এই মন্ত্র ব্রাহ্মণে পাঠ করিতে থাকিবে এবং শূদ্র তর্পণকর্ত্তা কেবল নমঃ নমঃ ইত্যাকার উচ্চারণ করিতে করিতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল দিতে থাকিবে ।

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।

কপিলশ্চামুরিষৈশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।

সৰ্ব্বৈতে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্বভেনায়ুনা সদা ।

মুনিতর্পণের পর পূর্বাস্য ও উপবিত্তী হইয়া অর্থাৎ সাধারণ উত্তরীয় করিয়া দেব ভীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক ঋষিদিগের তর্পণ করিতে হইবে ।

ঋষি তর্পণ মন্ত্র ।

যথা—ওঁ মরীচি সূপ্যতাম্, ওঁ অত্রি সূপ্যতাম্, ওঁ অঙ্গিরা সূপ্যতাম্, ওঁ পুলস্ত্য সূপ্যতাম্, ওঁ পুলহ সূপ্যতাম্, ওঁ ক্রতু সূপ্যতাম্, ওঁ প্রচেতা সূপ্যতাম্, ওঁ বশিষ্ঠ সূপ্যতাম্, ওঁ ভৃগু সূপ্যতাম্, ওঁ নারদ সূপ্যতাম্ ।

তৎপরে দক্ষিণাত্ম ও প্রাচীনাভিতী হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্র দক্ষিণ ঋক্ষোপবি-
ভাগ হইতে নিম্নে বাম কক্ষাশ্রিত করিয়া অর্থাৎ বিপরীত উত্তরীয় করিয়া পিতৃতীর্থ
দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক দিব্য পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে ।

দিব্য পিতৃ তর্পণ মন্ত্র ।

যথা—(১) ওঁ অগ্নিস্বাতাঃ সূপ্যস্তা মেতৎ সতিলোগদ্বাদকং তেভ্যঃ স্বধা * ।

(২) ওঁ সৌম্যা সূপ্যস্তা মেতৎ সতিলোগদ্বাদকং তেভ্যঃ স্বধা ।

(৩) ওঁ হবিষ্যস্ত সূপ্যস্তা মেতৎ “ ঐ “

(৪) ওঁ উষ্মপা সূপ্যস্তা মেতৎ “ ঐ “

(৫) ওঁ সূকলিন সূপ্যস্তা মেতৎ “ ঐ “

(৬) ওঁ বর্হিষদ সূপ্যস্তা মেতৎ “ ঐ “

(৭) ওঁ আজ্যপা সূপ্যস্তা মেতৎ “ ঐ “

এইরূপ তর্পণান্তর উক্ত অবস্থাতেই পিতৃতীর্থ দ্বারা যমতর্পণ করিতে হইবে ।

* তিল বর্জিত সাধারণ জলে তর্পণ করিতে হইলে—“ এতদ্ভদ্রকং তেভ্যঃ স্বধা ”
তিলযুক্ত হইলে—এতৎ “ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা, ” তিল বর্জিত গঙ্গাজলে তর্পণ
করিতে হইলে—“ এতৎ গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা, ” তিল যুক্ত গঙ্গাজল হইলে—
এতৎ “ সতিলোগদ্বাদকং তেভ্যঃ স্বধা ” বলিয়া তর্পণ করিতে হইবে ।

ঋগ্বেদিগণ তৃপ্যস্তাম্ স্থলে তৃপ্যস্ত বলিবেন । শূদ্রগণ প্রণব ও স্বধা স্থলে নমঃ
ইত্যাকার উচ্চারণ মাত্র করিবে ।

যম তর্পণ মন্ত্র ।

যথা—ওঁ যমায় নমঃ । ওঁ ধর্মরাজায় নমঃ । ওঁ মৃত্যবে নমঃ । ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ । ওঁ কালায় নমঃ । ওঁ সর্বভূতক্ষয়ায় নমঃ । ওঁ উড়ুম্বরায়
নমঃ । ওঁ দধ্রায় নমঃ । ওঁ নীলায় নমঃ । ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ । ওঁ বৃকোদরায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রায় নমঃ । ওঁ চিত্রগুণ্ডায় নমঃ ।

এই রূপ প্রত্যেককে অঞ্জলি অঞ্জলি জল না দিয়া এই মন্ত্রটা পাঠ পূর্বক তিন
অঞ্জলি জল প্রদান করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হয় । যথা—

ওঁ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্ব ভূত ক্ষয়ায় চ ॥

উড়ুম্বরায় দধ্রায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।

বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুণ্ডায় বৈ নমঃ ॥

যম তর্পণের পর ঐরূপ দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী অবস্থায় থাকিয়া পিতৃতীর্থদ্বাবা
পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে । পিতৃতর্পণ সাম, যজু ও ঋক্ ভেদে তিন প্রকার
ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে । যিনি যে বেদগামী তিনি তদনুসারে তর্পণ করিবেন ।

ঋগ্বেদীয় পিতৃ তর্পণ ব্যবস্থা ।

প্রথমতঃ পিতৃগণকে আবাহন করিতে হয় । আবাহন মন্ত্র যথা—

ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্তু পোহঞ্জলিম্ ।

আবাহনান্তর তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া প্রথমে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের
তর্পণ করিয়া মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহীর তর্পণ করিবে পরে মাতামহ, প্রমাতা-
মহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের তর্পণ করিয়া পরে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীর
তর্পণ করিবে ।

তর্পণ মন্ত্র ।

পিতা ।—অমুক গোত্রং পিতরং অমুক দেবশর্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলো
গঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ ।

তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে । ঐ রূপ পিতা-
মহের স্থলে পিতামহং, ক্রমশঃ প্রপিতামহং, মাতামহং, প্রমাতামহং, বৃদ্ধ প্রমাতামহং
বলিয়া উল্লেখ করিবে ।

মাতা ।—অমুক গোত্রাং মাতরং অমুক দেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলো গঙ্গোদকং
তস্যৈ স্বধা নমঃ ।

ঐরূপ মন্ত্রে পিতামহী স্থলে পিতামহীং ক্রমাধরে প্রপিতামহীং, মাতামহীং, প্রমাতা-
মহীং, বৃদ্ধ প্রমাতামহীং বলিয়া উল্লেখ করিবে ।

মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহী ভিন্ন সকলকেই তিন অঞ্জলি জল
প্রদান করিবে ।

যজুর্বেদীয় পিতৃতর্পণ ব্যবস্থা ।

যজুর্বেদিগণ প্রথমে ঋষ্যাদি (১) স্মরণ পূর্বক “ উশন্তুস্তা ” মন্ত্র (২) পাঠ
করিয়া অগ্রে তিল বিকীর্ণ করিবেন পরে পুনরাষ ঋষ্যাদি (৩) স্মরণ পূর্বক
“ আয়াস্তনঃ ” মন্ত্রের দ্বারা পিতৃগণকে আবাহন (৪) করিয়া তর্পণ করিবেন ।

তর্পণ মন্ত্র ।

পিতা ।—অমুক গোত্র পিতর অমুক দেবশর্যং তৃপ্যস্বৈ তন্তে সতিলো গঙ্গোদকং স্বধা ।

এই রূপ মন্ত্রের দ্বারা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহের
তর্পণ তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া করিবেন ।

মাতা ।—অমুক গোত্রে মাতর অমুকী দেবি তৃপ্যস্বৈ তন্তে সতিলো গঙ্গোদকং স্বধা ।

ঐরূপ মন্ত্রে পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহীর
তর্পণ করিবেন । মাতামহী প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি তদ্বিঘ্ন সকলকেই তিন
তিন অঞ্জলি জল দিবেন ।

সামবেদীয় তর্পণ ব্যবস্থা ।

প্রথমতঃ মন্ত্রপাঠ পূর্বক পিতৃগণকে আবাহন করিতে হইবে ।

আবাহন মন্ত্র ।

যথা—ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহঞ্জলিম্ ।

(১) ঋষ্যাদি ।

শঙ্খ ঋষি রত্নষ্টুপ্ ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামুপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

(২) মন্ত্র ।

ওঁ উশন্তুস্তা নিদীমহ্যশন্তঃ সমিদীমহি উশন্তু শত আবহ পিতৃন হবিষে অন্তবে ।

(৩) ঋষ্যাদি ।

শঙ্খ ঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পিতরো দেবতা সৌত্রামণ্যামুপস্থানে বিনিয়োগঃ ।

(৪) আবাহন মন্ত্র ।

ওঁ আয়াস্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যা সোহয়ি স্বাতাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ ।

অগ্নিন যজ্ঞে স্বধয়া মদন্দোহপি ক্রবন্ত তে ভবন্তমান ॥

এই আবাহন মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রথমে পিতৃগণের পরে মাতৃগণের তর্পণ করিবেন ।

তর্পণ মন্ত্র ।

পিতা ।—অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্মা তৃপ্যতা মেতৎ সতিলো গঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ।

এই মন্ত্রে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের তর্পণ তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া করিবেন ।

মাতা ।—অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতা মেতৎ সতিলো গঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা ।

এই মন্ত্রে পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীর তর্পণ করিবেন । পিতামহী ও প্রপিতামহীকে তিন তিন অঞ্জলি জল এবং মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহীকে এক এক অঞ্জলি জল দিবেন ।

এই রূপে নিত্য তর্পণ সমাপণ করিয়া সমর্থ হইলে কাম্য তর্পণ করা বিধেয় ।

কাম্য তর্পণ ।

পিতৃ তর্পণের ছায় প্রাচীনাবীতি ও দক্ষিণাস্য হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, হুহিতা, ভগিনী, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, পিতৃষমা, মাতৃষমা, ঋগুর, ঋক, গুরু, গুরুপত্নী, বাকুব, জ্ঞাতিবন্ধু এবং মিত্রাদিকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবেন ।

কাম্য তর্পণে অশক্ত হইলে পূর্বাস্য ও উপবীতি হইয়া দেবতীর্থদ্বারা এই মন্ত্রটা পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিবেন । যথা—

ওঁ দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্বা রক্ষসাঃ (কিন্নরা) ।

পিশাচা গৃহকাঃ সিজ্জাঃ কুশ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ ॥

জলেচরা ভূমিলয়া বায়ুহারাশ্চ জন্তবঃ ।

প্রীতিমেতে প্রয়াস্ত্বাশু মদন্তেনাস্বনাখিলাঃ ॥

তৎপরে দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা একাঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক এই মন্ত্রটা পাঠ করিবে । যথা—

ওঁ নরবেশু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ ।

তেষা মা প্যায়ন্যৈতদ্বীয়তে সলিলং ময়া ॥

নিত্য বা কাম্য উভয় তর্পণান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া একাঙ্গলি জল প্রদান করিবেন ।

মন্ত্র । যথা—

ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্য জন্মানি বান্ধবাঃ ।

তে তৃপ্তিমখিলাং যাস্তু যে চান্মত্তোয়কাজ্জিগঃ ॥

তদন্তে ভূমিতে একাঙ্গলি জল প্রদান পূর্বক অগ্নি দন্ধার তর্পণ করিতে হইবে ।

অগ্নিদন্ধা তর্পণ মন্ত্র । যথা—

ওঁ অগ্নিদন্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্য দন্ধাঃ কুলে মম ।

ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যাস্তু পরাং গতিম্ ॥

তৎপরে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক দ্বারা স্বগোত্রীয় অপুত্রক ব্যক্তির তর্পণ করিবেন ।
অর্থাৎ উপরোক্ত সকল প্রকার তর্পণান্তে মানবস্ত্র উত্তম রূপে ধৌত করিয়া স্থলে উষ্ণিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবার সময় নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবেন ।

মন্ত্র । যথা—

ওঁ যে চান্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গে ত্রিণো মৃতাঃ ।

তে তৃপ্যন্তু ময়াদত্তং বস্ত্র নিষ্পীড়নোদকম্ ॥

তৎপরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ পূর্বক পিতৃদেবগণকে প্রণাম করিবেন ।

প্রণাম মন্ত্র । যথা—

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ পিতাহি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপনৈ প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ ॥

পিতৃচরণেভ্যো নমঃ ।

প্রণামান্তে করদ্বয় মিলন করিয়া অর্থাৎ জোড় হাত করিয়া—

“ ওঁ অদ্য কৃতৈতৎ তর্পণ কক্ষ্যচ্ছিদ্রমন্ত ” মন্ত্রটী পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কীৰ্ণকং জল গ্রহণ পূর্বক—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কৃতেশ্বিন্ তর্পণ কক্ষ্যগি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে ।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক জল ত্যাগ করিয়া দশ বার শ্রীবিষ্ণু নাম জপ করিবেন ।

বিস্তারিত তর্পণে অসমর্থ হইলে সংক্ষেপ তর্পণ করিবেন ।

সংক্ষেপ তর্পণ বিধি ।

দক্ষিণাস্য ও প্রাচিনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন ।

সংক্ষেপ তর্পণ মন্ত্র । যথা—

আত্রক্ষ ভুবনালোকা দেবর্ষি পিতৃ মানবাঃ ।

তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্ষে মাতৃ মাতামহোদয়ঃ ॥

অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসীনাং ।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ম্ ॥

অতি সংক্ষেপ মন্ত্র । যথা—

আত্রক্ষ স্তম্ব পর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু ।

ইতি পৌরাণিক তর্পণ বিধি সমাপ্ত ।

তান্ত্রিক তর্পণানুষ্ঠানম্ ।

দেবান্ ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকম্পোক্ত বিধানতঃ ।

গুরু পঙক্তিং পুরাতর্প্য তর্পয়েদিক্তদেবতাং ॥

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের বিধি পূর্বক তর্পণ করিয়া গুরু পঙক্তির অর্থাৎ গুরু, পরম গুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্টিগুরু তর্পণ করিবে তদনন্তর ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবেন ।

তর্পণম্ ক্রম্ ।

ওঁ দেবাং স্তপ্যামি, ওঁ ঋষীং স্তপ্যামি, ওঁ পিতৃং স্তপ্যামি, ওঁ ঐং গুরুং স্তপ্যামি, ওঁ পরম গুরুং স্তপ্যামি, ওঁ পরাপর গুরুং স্তপ্যামি, ওঁ পরমেষ্টি গুরুং স্তপ্যামি । তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীমদমুক দেবতাং স্তপ্যামি নমঃ বলিয়া তর্পণ করিবে ।

শক্তি বিষয়ে—শ্রীমদমুক দেবীং স্তপ্যামি স্বাহা বলিয়া তর্পণ করিবে ।

বিষ্ণু বিষয়ে—নারদং স্তপ্যামি ইত্যাদিক্রমে গর্ভতং, বিষ্ণুং নিশঠ, উদ্ধব, দারক, বিশ্বকসেন, শৈনেয় ও গুরু এই সকলের প্রত্যেকে তর্প্যামি পদ সংযুক্ত করিয়া তিন তিন বার করিয়া তর্পণ করিবে । তৎপরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতাং সপরিবাবং তর্প্যামি নমঃ বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে ।

ইষ্ট দেবতার তর্পণ পঞ্চবিংশতিবার, দশবার বা তিনবার করা বিধেয় । তৎপরে ইষ্ট দেবতার পরিবারদিগকে অর্থাৎ আবরণ দেবতাদিগকে এক এক অঞ্জলি জল প্রত্যেকে দিয়া তর্পণ করিবে । জ্ঞান কোণে ও ঐঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ ভৈরব সূপ্যতাং, অগ্নিকোণে ও ঐঃ পরম গুরু শ্রীঅমুকানন্দনাথ ভৈরব সূপ্যতাং ঐরূপ নৈঋতকোণে পরাপর গুরু এবং বায়ুকোণে পরমেষ্ঠি গুরু এবং মধ্য শ্রীঅমুক দেবতা সূপ্যতাং । পরে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া দেবপরিবারের তর্পণ করিবে ।

ইতি তান্ত্রিক তর্পণ সমাপ্ত ।

সঙ্কোপাসনা ।

স্নাতক দ্বিজ তর্পণান্তে সঙ্ক্যা করিবেন । সূর্য্যদেবের উদয়, মধ্য এবং অস্ত এই কালত্রয়েকে অহোরাত্র মধ্যে সন্ধি সময় বলে; এই সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ মহেশ্বরের সমাগম হয় এবং সমুদায় অশ্বরগণের সন্ধি অর্থাৎ সম্মিলন হইয়া থাকে, এজন্য এই সময়ে দেৱত্রয়ের উপাসনা স্বরূপ সঙ্ক্যা করিতে হয় । উদয় কালীন প্রাতঃসঙ্ক্যা, মধ্য মধ্যাহ্ন সঙ্ক্যা, এবং অস্ত কালীন সায়াংসঙ্ক্যা । এই কালত্রয়ে ত্রিসঙ্ক্যা অবশ্য কর্তব্য; যে ব্রাহ্মণ সঙ্ক্যাত্রয় উপাসনা না করেন তিনি জীবিত অবস্থায় শূদ্র তুল্য এবং মৃত হইলে কুকুব যোনি প্রাপ্ত হন (১) ।

সঙ্ক্যা উপাসনার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দুই প্রকার পদ্ধতি আছে তন্মধ্যে বৈদিক সঙ্ক্যায় শূদ্রের অধিকার নাই, তান্ত্রিক সঙ্ক্যায় সকল বর্ণেরই অধিকার আছে । ঠাহারা গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন ঠাহারা অবশ্য বৈদিক সঙ্ক্যান্তে তান্ত্রিক সঙ্ক্যা করিবেন । বৈদিক সঙ্ক্যা উপনয়ন কালাবধি অভ্যাস করিতে হয় এজন্য উহা

(১) অহোবাত্রয় যঃ সন্ধিঃ সূর্য্য নক্ষত্র বর্জিতঃ ।

স। চ সঙ্ক্যা সমাপ্যাত। মুনিভিস্তব দর্শিভিঃ ॥

দক্ষঃ ।

সঙ্ক্যাং নোপাসতে যস্ত ব্রাহ্মণোহি বিশেষতঃ ।

স জীবন্তেব শূদ্রঃ স্যাৎ মৃতঃ স্বা দৈব জায়তে ॥

দক্ষঃ ।

ত্রয়াণ্যৈকৈব দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমে ।

সন্ধিঃ সর্বাঙ্ঘ্রবাণস্ত তেন সঙ্ক্যা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ।

সকলেই আপন আপন বেদ শাখামুগায়ী সন্ধ্যা জ্ঞাত আছেন সুতরাং উহাৰ আৰ উল্লেখের আবশ্যক নাই। তান্ত্রিক সন্ধ্যা দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেয়ই কর্তব্য সুতরাং উহাই বর্ণিত হইবে। প্রথমে বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে* ।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা ।

প্রথমতঃ শক্তিবিষয়ে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা তিনবার জপ পান পূর্বক আচমন বিধি অনুসারে মুখাদি স্পর্শ পূর্বক আচমন করিবে। অন্য দেবতা বিষয়ে মন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল আচমন মাত্র করিবে। তদনন্তর—গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নন্দে সিদ্ধি কাবেরি জলেহস্মিন সন্নিধিং কুরু। এই মন্ত্রের দ্বারা জলে তীর্থাবাহন করিয়া জল শুদ্ধি করিবে। পরে পঞ্চমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া প্রত্যেকবার মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা তিনবার ভূমিতে কুশ দ্বারা ঐ জল নিক্ষেপ করিয়া সপ্তবার মন্তকে জলক্ষেপ করিবে। তদনন্তর মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস ণ করিবে। তদনন্তর বাম করতলে জল রাখিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক হং যং বং লং রং এই পাঁচটা বীজ মন্ত্র দ্বারা ঐ জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিবে, পরে বাম করাতুলি নিহত জলবিন্দু প্রতিবার মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সপ্তবার মন্তকে অভ্যক্ষণ (স্পর্শ) করিবে। তৎপরে বাম করতলস্থিত জলটুকু দক্ষিণ করতলে গ্রহণ করতঃ ঐ জলকে তেজস্বয় জ্ঞান করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে যেন বাম নাসিকা দ্বার দিয়া ঈড়া নাড়ী দ্বারা ঐ তেজস্বয় জল আকর্ষণ পূর্বক দেহাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি ধৌত করা হইল ও বং ঐ জল পাপে কলুষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল পরে ঐ কৃষ্ণবর্ণ জলকে পাপ পুরুষরূপ জ্ঞান করিয়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা দক্ষিণ নাসিকার দ্বার দিয়া নিহত করিয়া “ফট্” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ জলকে বজ্রশিলোপরি নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ যেন পাপ পুরুষকে বজ্রশিলাতে আছড়াইয়া মারা হইল জ্ঞান করিবে এবং দেহ নিষ্পাপ হইয়া পবিত্র হইল একরূপ মনে করিবে।

ইতি তান্ত্রিক সন্ধ্যা সমাপ্ত ।

* আদৌচ বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃতাচাগম সম্ভাং ।

সন্ধ্যাং কৃতা ততো বীরঃ কুলকোটিঃসমুদ্ভবঃ ॥

বৃহস্পতি তত্ত্ব ।

৴ আং হৃদয়ায় নমঃ, ঙং সিরসে স্বাহা, উং শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হং, ওং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অঃ করতল পৃষ্ঠভ্যাং ফট্। আং ঙং উং ঐং ওঁ অঃ এই ছয় দীর্ঘশ্বর মূল মন্ত্র ব্রূত করিয়া ঐরূপ ন্যাস করিবে।

সূর্য্যার্থ্যং ।

সম্ভ্যাকরণান্তর সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হয় । যথা—

অর্ঘ্যং দদ্যাভু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমং ।

অশক্ত এক কালেহপি মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ ।

সম্ভ্যা কৃত্বা তু দদ্ব্যর্ঘ্যং ততঃ প্রাশ্যোদ্দিবাকরং ॥

নারসিংহ পুবাণ ।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়েন্ধে সূর্য্য উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করা কর্তব্য, তাহাতে অশক্ত হইলে কেবল মধ্যাহ্নকালে সম্ভ্যাকরণান্তর অর্ঘ্য প্রদান করিবে ।

অর্ঘ্য প্রদান ।

প্রথমে আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বা অঞ্জলি করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে ।

বৈদিক মন্ত্রঃ ।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কশ্ম-
দায়িনে ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ । বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে ।

তান্ত্রিক মন্ত্রঃ ।

সাদারণ—ওঁ হ্রীং হংস ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা ।

তারা বিষয়ে—ওঁ হ্রীং হংস মার্কণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায় ইদমর্ঘ্যং
শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা ।

শ্রীবিদ্যাবিবরে—ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং সঃ মার্কণ্ড ভৈরবায় প্রকাশ শক্তি সহিতায়
গ্রহ রাশি নক্ষত্র তিথি যোগ করণ পরিবার সহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা ।

জ্ঞী ও শূদ্রেরা—“ স্মৃণি সূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ” বলিয়া অর্ঘ্য
প্রদান করিবে ।

তৎপরে—“ ওঁ সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা ” এই
মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে । গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বকও অর্ঘ্য দিবার
বিধি আছে ।

গায়ত্রী জপঃ ।

শাস্ত্রে যত দেব দেবীর উল্লেখ আছে, সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গায়ত্রী আছে ;
তন্মধ্যে যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি পদ্ধতি ক্রমে সেই দেবতার গায়ত্রী জপ
করবেন । অর্থাৎ প্রথমে ধ্যান করিয়া পশ্চাৎ জপ করিতে হইবে ।

গায়ত্রীর প্রাতঃ ধ্যান ।

উদ্যাদিত্য সংকাস্তং পুস্তকাস্তং করাত্মরেৎ ।

কৃষ্ণাজিন ধরাত্ ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্ত্বার কিতেহ্মরে ॥

মুগ্ধাদার পদে এই ধ্যান করিবে ।

গায়ত্রীর মধ্যাহ্ন ধ্যান ।

শ্যামবর্ণাং চতুর্ভাং শশ্ব চক্ৰলসৎকরাত্ ।

গদাপন্ন ধরাত্ দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাজ্জয়াৎ ॥

হৃদপদে এই ধ্যান করিবে ।

গায়ত্রীর সায়ং ধ্যান ।

সায়ং বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ ।

শুক্লাং শুক্রায়র ধরাত্ বৃষাসন কৃতাজ্জয়াৎ ॥

ত্রিনেত্রীং বরদাং পাশং শূলং নৃকরোটিকাং ।

সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থাত্ ধ্যায়েদেবীং সমভ্যসেৎ ॥

ক্রয়ুগলে বিন্দল পদে এই ধ্যান করিবে ।

ধানান্তে দশ বা একশত আটবার ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিবে । জপান্তে
জপ সমর্পণ করিবে ।

জপ সমর্পণ মন্ত্রঃ ।

ওঁ ঔহাতি ঔহ গোপত্ৰী ত্বং গৃহাণাম্ কৃতং জপং

সিদ্ধি র্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাম্ হেম্বরি ।

কুশ পুষ্পার্ঘ্য ও বারিধারা দেবতাকে দক্ষিণ হস্তে ও দেবীকে বাম হস্তে জপ
সমর্পণ করিবে । ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ ।

ব্রহ্মযজ্ঞ ।

বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে ।

ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয় ষড়ঙ্গ সহিতস্ত যঃ ॥

ষড়ঙ্গ সহিত বেদাভ্যাসের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা পরম তপস্যা স্বরূপ ।

উত্তরাগ্র কৃশাসনোপরি পূর্বাস্য উপবেশনপূর্বক উপবিত্তী হইয়া বামহস্ততলে কুণ পবিত্র রাখিয়া তরুপরি দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ কবিয়া স্থাপনপূর্বক প্রথমতঃ গায়ত্রী জপ করিয়া পরে বেদ পাঠ করিবে । ভদন্তে বেদাঙ্গ ইতিহাস পূর্বাণ ইত্যাদি পাঠ করিবে ।

গায়ত্রী পাঠের ক্রম ।

প্রথমে ত্রিপাদ বিভক্ত করিয়া, পরে দ্বিপাদ বিভক্ত করিয়া, তদনন্তর একপাদ ক্রমে গায়ত্রী পাঠ করিতে হইবে । যথা—

ঐ তুর্ভূবঃ স্বঃ তংসবিতুর্ভূবেগ্যম্ । ঐ ভর্গোদেবস্য ধীমহি । ঐ দিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ॥
ত্রিপাদ ॥

ঐ তুর্ভূবঃ স্বঃ তংসবিতুর্ভূবেগ্যম্ ভর্গোদেবস্য ধীমহি । ঐ দিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ॥
দ্বিপাদ ॥

ঐ তুর্ভূবঃ স্বঃ তংসবিতুর্ভূবেগ্যম্ ভর্গোদেবস্য ধীমহি দিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ॥
একপাদ ॥

বেদমন্ত্র পাঠের ক্রম ।

ঋগ্বেদ ।

ঋগ্বেদাদি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষি রশ্মিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাপ্যায় বিনিয়োগঃ ।
মন্ত্রঃ—ঐ অগ্নীমীড়ে পুরোহিতং যজস্য দেবমুত্ত্বিজম্ । হোতাং রত্নপাতমম্ ॥ ১ ॥

যজুর্বেদ ।

পরমেষ্টি ঋষিঃ শাখাবৎ সাগাযো দেবতা শাখাচ্ছেদন সন্নয়ন বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ ।
মন্ত্রঃ—ঐ ইযেছোজ্জ্বতা বায়বহুদেবো বঃ সবিতা প্রার্থয়তু শ্রেষ্ঠতনায় কৰ্ম্মণে ॥ ২ ॥

সামবেদ ।

সামবেদাদি মন্ত্রস্য গোতমঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ ।
মন্ত্রঃ—ঐ অগ্ন অয়াহি বীণয়ে গুনানো হব্য দাতয়ে নিহোতা সংসি বহিষি । ৩ ॥

অথর্ষবেদ ।

অথর্ষবেদাদি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্গাথর্ষণ ঋষি বাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শাস্তি করণে
বিনিয়োগঃ । মন্ত্রঃ—ও শমোদেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি
অবন্তুনঃ । ৪ ।

এই মন্ত্র চতুষ্ঠয় পাঠ করিলেই চতুর্বেদ পাঠ করা হয় ।

দেব পূজা ।

নদ্যাदि হইতে গৃহে প্রেত্যাগমন করিয়া পদ্ধতি ক্রমে শালগ্রাম শিলাতে বিষ্ণু
পূজা ও শিব লিঙ্গে শিবপূজা করিবে । শালগ্রাম শীলা বা শিবলিঙ্গ না থাকিলে
কেবল উদ্দেশে পূজা করিবে । মৃগয় শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া নিত্য পূজা করিবার
বিধি আছে । বিষ্ণু ও শিবার্চনা নিত্যই করিতে হয়(*), না করিলে অশু পূজা
নিফল হয় ।

শিব পূজাং বিনা দেবি অন্য পূজাং করোতি যঃ ।

বিফলা তস্য সা পূজা পূর্ষ ধর্মোহপি নশ্চতি ॥

শিব পূবাণ ।

প্রথমে শিব পূজা না করিয়া যে ব্যক্তি অশু দেবতার পূজা করেন, তাঁহার সেই
পূজা নিফল হয় এবং পূর্ষ পূর্ষ ধর্মও নষ্ট হয় ।

অতএব অগ্রে শিব ও বিষ্ণু পূজা করিয়া পশ্চাৎ স্ত্রাহুসাবে আপন আপন
গুরুদেবের এবং ইষ্টের পূজা করিতে হইবে ।

* বরং দেহ পরিত্যাগো বরং নরক সম্ভবঃ ।

নচৈ বা পূজ্য ভজীত দেবং পদ্ম সমুদ্ভবং ॥ ভবিষ্য পুরাণ ।

বরং প্রাণ পরিত্যাগঃ শিরসোবাবিকর্তমং ।

নাত্রা সংপূজ্য ভজিত ভগবন্তং ত্রিলোচনং ॥ দ্বিজার্চন তন্ত্র ।

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরী ।

আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিলুপত্রৈর্করাননে ।

পশ্চাদন্য সুরং তক্ত্যা পূজয়েদ্যত্নতঃ সদা ॥ রত্নজামল ।

শৈব বৈষ্ণব দৌর্গার্ক গাণপত্যৈস্ত্র সম্ভবঃ ।

আদৌ শিবং পূজয়িত্বা পশ্চাদন্যং প্রপূজয়েৎ ॥ তোড়ল তন্ত্র ।

পূজা সূত্র ।

পূজা সূত্র দুই প্রকার, নিত্য এবং নৈমিত্তিক ।

নিত্য পূজা সূত্র ।

আচন্য দ্বারদেশেতু সামান্যার্থ্যং সমাচরেৎ । লিপি ঋষ্যাদি বিত্তাসৌ মূলেন করশোধন । করব্যাপক বিত্তাসং কৃহাঙ্গানি ত্র্যসেৎ সূধীঃ । তালত্রয়ং দিশাং বন্ধঃ প্রাণায়ামত্রয়ং তথা । ধ্যাননিষ্ঠ শ্ৰেণ পূজা জপশ্চ কালিকার্কনং । অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ সৰ্কেবাং যজনক্রমেঃ । উপচারৈঃ ষোড়শৈস্ত তদ্ব্যবেৎ পূজনং মহৎ । নিত্যে দশোপচারস্ত পঞ্চ বা বিচরেৎ শিবে । অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং পুষ্পেণ তদভাবতঃ । তদভাবে যজেৎ পঠেত্বস্তম্বুলেন জলে ন বা । মানসীং তদভাবেহপি পূজাং ন লভ্যয়েৎ কচিং । লভ্যবনে সৰ্কনাশঃ স্যাদাপদশ্চ পদে পদে ॥

পিচ্ছিলা তন্ত্র ১২ পটল ।

নৈমিত্তিক পূজা সূত্র ।

স্তুতিবাচ্য চ সঙ্কল্য ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ । মন্ত্রেনাচমনং কার্য্যং সামান্যার্থ্যং ততো ত্র্যসেৎ । তজ্জলৈর্দ্বার মভ্যক্ষ্য দ্বার পূজাং সমাচরেৎ । ত্রিবিধং বিষমুংসার্য্য ভূতাপসরণস্ততঃ । আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্চ গুরুদেবং নমেৎ সূধীঃ । করশুদ্ধিঞ্চ তালঞ্চ ত্রয়ং দিগন্ধনং ততঃ । বহ্নিনা বেঠনং কার্য্যং ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ । মাতৃকায়াঃ ষড়্-জঞ্চ কুর্বাদ্যস্তর মাতৃকা । মাতৃকা ধ্যানমাচর্য্যে বাহ্যে তু মাতৃকাং নসেৎ । পীঠ-ত্ৰ্যাসং ততঃ কৃহা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ । ঋষ্যাদিকং করাস্তঞ্চ বর্ণত্ৰ্যাসং সমাচরেৎ । ষোড়াত্ৰ্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং তদনন্তরং । এবং সমাহিতমনাস্ত্ব কৃহাং সমা-চরেৎ । বীজত্ৰ্যাসং ততো দেবি ব্যাপকং বিন্যসেৎ সূধীঃ । মূলেন সপ্তধা ত্ৰ্যাসং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ । বিশেষার্থ্যং পীঠ পূজাং পুনর্ধ্যানং সনেত্রকং । মুদ্রাদি দর্শনং কার্য্যমাবাহন ষড়্জপং । ধ্যেয়াদিকং ততঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠাং মূদপূজনং । অজ্ঞা প্রার্থন মঙ্গানি কাল্যাণীংশ্চ প্রপূজয়েৎ । ব্রাহ্মাদীরসিতাঙ্গাদীন মহাকালং প্রপূজয়েৎ । খড়্গাদীন গুরুপংক্তিঞ্চ পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ । বলিদানং ততো হোমং প্রাণায়ামং ততো জপং । জপং সমর্পয়েদ্ধীমান প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ । স্তুতিঞ্চ কবচং স্তূত্যা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সূধীঃ । শিবোহমিতি সন্ধিস্ত্য সংহারেণ বিসর্জয়েৎ । ঐশান্য্যং মণ্ডলং কৃহা চাণ্ডাল্যচ্ছিষ্ট পূর্জিকা । অর্ঘ্যং সঙ্কার্য্য শিরসি চন্দনস্ত ললাটকে । নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া ।

তোড়ল তন্ত্র ৬ পটল ।

সংক্ষেপ পূজা সূত্র ।

আদৌ ঋগ্বাদি বিদ্যাস্য করণকিস্ততঃ পরং । অঙ্গুলিষ্যাপকন্যাসৌ হৃদাদি ত্রাস
এবচ ॥ তালত্রয়ঞ্চ দিগ্‌বন্ধঃ প্রাণায়াম স্ততঃপরং । ধ্যানং মানস যাগঞ্চ অর্ঘ্যস্থাপন
মেবচ ॥ পাঠপূজাং পুনর্ধ্যানং ততশ্চাবাহনকরেৎ । জীবত্সাং ততঃ কৃত্বা পূজয়েৎ
পরদেবতাং ॥ অঙ্গপূজাঞ্চ কাল্যাদিং ব্রাহ্মাদিকাষ্টভৈরবান । মহাকালং পূজয়িত্বা
গুরুপক্তিং বজ্রেন্ততঃ ॥ ঋজাদীন পূজয়িত্বা তু পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ । প্রাণায়ামং ততঃ
কৃত্বা প্রজপেৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ দেব্যাহন্তে জপ কল সমর্পণমথাচরেৎ । প্রাণায়ামং
ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ সূচীঃ ॥ স্তুতিঞ্চ কবচং স্তুত্বা বিশেষার্থ্যং প্রদাপয়েৎ ।
আত্ম সমর্পণং কৃত্বা সংহারেণ বিসর্জয়েৎ ॥ ঐশত্বাং মণ্ডলং কৃত্বা চাণ্ডালিহ্ম্যচ্ছিষ্ট
পূরিকা । নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া ॥

তোড়ল তন্ত্র । তু । পটল ।

পূজা প্রারম্ভে প্রথমতঃ আচমন করিবে, তদন্তে যে দেবতার অর্চনা করা হইবে,
সেই দেবতার আবরণ শক্তি সকলের নামোল্লেখপূর্ব্বক মন্ত্রাচমন করিবে । পরে শুচি
হইবার জন্য পুণ্ডরিকাস্ম্য স্মরণ করিবে । পরে সূর্য্যার্থ্য দিবে । পরে পূর্ণ্যাহাদি বচন
পাঠ করিবে । পুরে স্তুতিবাচন করিবে । পরে সূর্য্য সোম পাঠ করিবে । পুরে
সংকল্প করিবে । পরে স্তুত পাঠ করিবে । পরে ঘটস্থাপন করিবে । পরে সামা-
স্তার্থ্য স্থাপন করিবে । পরে জলে তীর্থাবাহন করিবে । পরে দ্বারমভ্যুক্ষণ করিয়া
দ্বার দেবতার পূজা করিবে । এই সকল পূর্ব্বকৃত্য সমাপন করিয়া পূজাধিকারী
হইবার জন্ত পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিবে ।

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধিঃ ।

আত্ম স্থান মন্ত্র দ্রব্য দেব শুদ্ধিস্ত পঞ্চমী ।

যাবন্ন কুরুতে দেবি তস্য দেবার্চনং কুতঃ ।

পঞ্চ শুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কম্প্যতে ॥

কুলার্ণবতন্ত্র ।

আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চবিধ শুদ্ধিকে পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি বলে ।
যাবৎ পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি না হয় তাবৎ পূজকের পূজার অধিকার জন্মে না । পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি
ব্যতীত পূজা দেবতার অগ্রাহ্য হয় ।

পঞ্চ শুদ্ধিং বিধায়েৎ পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ ।

বিধিপূর্ব্বক পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ দেবতার অর্চনা করিবে । পূজা হস্তান্ত-
সারে পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি করিতে হইবে । প্রথমে—

১। স্থান শুদ্ধিঃ ।

ভূমি শোধন, আসন শোধন ।

অন্যান্য ক্রম্ ।

জল শোধন, পুষ্প শোধন, কর শোধন, মুখ শোধন, বিদ্র নিবারণ, ভূতাপসারণ.

দিগন্ধন, গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার । এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া স্থান শুদ্ধির অন্তর্গত ।

২। আত্ম শুদ্ধিঃ ।

ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, করন্যাস, অঙ্গন্যাস ।

অন্যান্য ক্রম্ ।

মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, বর্ণন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, ব্যাপকন্যাস ও

বোতান্যাস । মুদ্রাপ্রদর্শন, ধ্যান, মানসোপচার পূজা, বিশেষার্থ্য-স্থাপন

শব্দ স্থাপন । এই পর্য্যন্ত ক্রিয়া আত্ম শুদ্ধির অন্তর্গত ।

৩। দ্রব্য শুদ্ধি ।

পূজা দ্রব্য—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, ধূপ, দীপ,
এবং নৈবেদ্য ইত্যাদি পূজা দ্রব্য সকলকে উপচার কহে ।

(১) স্থান শুদ্ধিঃ ।

সম্মার্জন্যমূলেপাদৈর্দীর্ঘগোদরবৎ শুভং ।

বিতান ধূপদীপাদি পুষ্প মালাদি শোভিতং ।

পঞ্চবর্ণ রজোভিষ্ণ স্থান শুদ্ধি রিতীরিতা ॥

যে স্থানে পূজাদি কার্য্য করিবে সেই স্থানকে মার্জন ও অমূলেপন করিয়া দর্পণের
আয় নির্মল করিবে । চন্দ্রাতপ ধূপ, দীপ ও পুষ্পমালা দ্বারা সেই স্থানকে সুশোভিত
করিয়া পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা চিত্রিত করিবে । ইহাকে স্থান শুদ্ধি বলে ।

(২) আত্ম শুদ্ধিঃ ।

সুস্নাতৈ ভূত শুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভি স্তথা ।

ষড়ঙ্গাদ্যধিলন্যাসৈরাশ্ব শুদ্ধিরদীরিতা ॥

তীর্থাদি বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়া ভূত শুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গ ন্যাস করিলে আত্ম
শুদ্ধি হইয়া থাকে ।

(৩) দ্রব্য শুদ্ধি ।

পূজা দ্রব্যাদি সংপ্রাক্ষ্য মূলান্নৈশ্চ বিধানতঃ ।

দর্শয়েদ্ধেহমুদাদীন দ্রব্য শুদ্ধিঃ প্রকীর্তিতা ॥

অন্যান্য ক্রম ।

যড়ঙ্গন্যাস, পাঠ পূজা । গুরুপূজা । পুনর্ধ্যান । এই পর্য্যন্ত দ্রব্য শুদ্ধির অন্তর্গত ।

দেবশুদ্ধি ।

(৪) পূজা দ্রব্য সমুদায় সকলী করণং ।

মন্ত্র শুদ্ধি ।

(৫) দেবতার মূল মন্ত্র মাতৃকা বর্ণ পুটিত করণং ।

অন্যান্য ক্রম ।

মুষ্টি কল্পনা পূর্ণক করাস্তন্যাস, মুষ্টি আবাহন, চক্ষুঃদান, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তর্পণ ।

তৎপরে পূজা ।

পূজাপ্রকরণং ।

প্রথমে পূজা আবস্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে তর্পণ, পুষ্পাজলি, আবরণ পূজা, গুরুগঙ্ক্তি পূজা, গুরু তর্পণ, জপ, প্রাণায়াম, জপ সমর্পণ, প্রাণায়াম, ভোগ, আরত্ৰিক, স্তব কবচ পাঠ, খড়্গ পূজা, বলিদান, হোম, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, বিশ্বৈবার্য্য সমর্পণ, কুতাজলি পাঠ, কক্ষ্যর্পণ, আয় সমর্পণ, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে বিদগ্ধন করিয়া পূজা শেষ করিতে হয় ।

পূজার দ্রব্য সকল কুশাগ্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমূত্রা প্রদর্শন করিলে দ্রব্য শুদ্ধি হয় ।

(৪) দেব শুদ্ধিঃ ।

পীঠদেবীঃ প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ ।

মূলমন্ত্রেণ মাল্যাদীন্ ধূপাদীমুদকেন চ ।

ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্বিহান্ দেব শুদ্ধি রিতীরিতা ॥

সাধক পীঠ শক্তির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ মূদায় সকলীকরণ করিবে এবং মূলমন্ত্রে মাল্যাদি ধূপ ও দোপ প্রোক্ষণ করিবে তাহা হইলে দেব শুদ্ধি হইবে ।

(৫) মন্ত্র শুদ্ধিঃ ।

প্রথিত্বা মাতৃকা বর্ণৈঃ মূল মন্ত্রাক্ষরাণি চ ।

ক্রমোৎ ক্রমাদ্বিরা বৃত্ত্যা মন্ত্র শুদ্ধি রিতীরিতা ॥

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অল্পলোম বিলোমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুই বার পাঠ করিবে, তাহা হইলে মন্ত্র শুদ্ধি হইবে ।

পূজোপচার ।

অষ্টাত্রিংশ উপচার ।

আসনং প্রথমং তেষামাবাহনমুপস্থিতিঃ । সান্নিধ্যমাভি মুখ্যঞ্চ স্থিরীকৃতি প্রসা-
দনম্ ॥ অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যচমনে মধুপৰ্কমুপশ্ৰম্ । স্নানং নীরাজনং বস্ত্রমাচা মক্ষোপবীত-
কম্ । পুনরাচা-মভূষে চ দৰ্পণা লোকনং ততঃ । গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপো নৈবেদ্যঞ্চ
ততঃক্রমাৎ । পানীয়ং ত্রয় মাচামং হস্তবাসস্ততঃপরম্ । তাব্দুলমল্ললেপঞ্চ পুষ্প দানং
পুনঃ পুনঃ । গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং স্তুতি শৈচব প্রদক্ষিণম্ । পুষ্পাঞ্জলি নমস্কারা-
বষ্টাত্রিংশং সমীরিতা ।

রাঘবভট্টস্বত জ্ঞানমালায়াং ।

ষট্‌ত্রিংশ উপচার ।

আসনাদৌ দম্বকার্ঠমুদ্বৰ্জনবিরুদ্ধক্ষেপে । সম্মার্জনং সর্পিরাতি স্নাপনাবাহনে ততঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যচমনীয়ানি স্নানীয় মধুপৰ্ককৌ । পুনরাচমনীয়ঞ্চ নমস্কারোহথনৰ্জনম্ ।
গীতবাদ্যেচ দানানি স্তুতি হোম প্রদক্ষিণম্ । আদর্শ দর্শনৈঞ্চব চামরব্যজনং তথা ।
শয্যাল্পলেপনং বস্ত্রমলঙ্কারোপবীতকে । গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ বলিদানঞ্চ তৰ্পণম্ ।
স্বাভীষ্টায়াপর্ণনৈঞ্চব ততো দেববিসৰ্জনম্ । উপচারা ইমেজ্ঞেয়াঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চণ্ডিকার্চনে ।

নিবন্ধে পঞ্চপঞ্চাশতম পটলঃ ।

অষ্টাদশ উপচার ।

আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্ । স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সৰ্ব্বশঃ ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপাবরঞ্চ তৰ্পণং ততঃ । মালাল্ললেপনে চৈব নমস্কার বিসৰ্জনে
অষ্টাদশোপচারৈস্ত মন্ত্রীপূজাং সমাচরেৎ ।

ফেংকারিণী তন্ত্র তৃ পটলঃ ।

ষোড়শোপচার ।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ । মধুপৰ্কচমন্যান বসনাভরণানিচ ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা । প্রযোজ্যেদর্চনারা মুপচারাস্ত ষোড়শে ।
শিবার্চন চন্দ্রিকা ।

প্রকারান্তর ষোড়শ উপচার ।

পাদ্যার্ঘ্যচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে । গন্ধপুষ্পে ধূপ দীপৌ নৈবেদ্যাচমনং
ততঃ । তাব্দুলমর্চনাস্তোত্রং তৰ্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়াম্ । প্রযোজ্যেদর্চনারা মুপচারাস্ত
ষোড়শ ।
কৃষ্ণার্চন চন্দ্রিকা ।

দ্বাদশ উপচার ।

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবামনীয়কম্ মধুপর্কচমকৈব গন্ধগ্রহনকৈততঃ ।
ধূপ দীপৌ চ নৈবেদ্যং প্রদক্ষিণ নমস্কৃতী । দ্বাদশৈ রূপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ ।

দশৌ উপচার ।

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবামনীয়কম্ । মধুপর্ক চমকৈব গন্ধ পুষ্পে ততঃ
পরম্ । ধূপদীপৌ চ নৈবেদ্যং দশৌপচারকাঃ স্তুতা ।

কালী তন্ত্র ।

সপ্ত উপচার ।

অর্ঘ্যং গন্ধং তথা পুষ্পমক্ষতং ধূপমেব চ ।
দীপৌ নৈবেদ্যং সপ্তাক্ষী সপর্যোতাপরে জগুঃ ॥

প্রয়োগসার ।

পঞ্চ উপচার ।

গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা পূজা পঞ্চোপচারিকা ।

ফেৎকারিণী তন্ত্র ।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যমিতি পঞ্চকম্ ।
নিবেদয়েৎ সদাক্ষায়্যং পূজাঃ পঞ্চোপচারিকা ॥

নিবন্ধ তন্ত্র ।

উপচার দান প্রকার (১) ।

প্রথমকাসনং দত্ত্বা পাদ্যং দদ্যাত্ততঃ পরম্ ।
অর্ঘ্যং দদ্যাম্বেশানি যথোক্ত বিধিনা শিবে ॥

বৃহস্পতি তন্ত্র ।

(১) গন্ধ পুষ্পে তথা ধূপো, দীপৌ নৈবেদ্য পঞ্চমঃ ।

যদীয়তে ফলং বস্ত্রমলঙ্কারাদি কাঞ্চনম্ ॥

তেষাং মৈবত মুদ্রেশং কৃত্বা প্রোক্ষণ পূজনে ।

উৎসৃজ্য মূল মন্ত্ৰেণ প্রতি নাম্না নিবেদয়েৎ ॥

বরুণস্ত চ বীজেন তেষাং সেচন মাচরেৎ ।

অন্নস্ত দেবতা লক্ষ্মীরংক্তকেহপি বৃহস্পতিঃ ॥

ষদেয়মৰ্য্য পাত্ৰস্থ জলৈৰেব নিবেদয়েৎ ।
অন্য তোষৈৰ্য্ভুংসৃষ্টমৰ্য্য পাত্ৰস্থিতে তৰৈঃ ।
তন্ন গৃহাতি বৈ দেবোদত্তং বিধিশতৈরপি ॥

কালিকাপুৰাণ ।

“ উত্তানেন তু হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতং ” ।

একাদশীতথ ।

পত্ৰং পুষ্পং ফলং তোষং দেবে দেয়ং মহেশ্বরি ।
এক হস্তেন তদ্বত্ৰা স্কৃতং নাশয়েৎ স্বকম্ ।
তস্মাদ্বাম যুতে নৈব দক্ষিণেন নিবেদয়েদिति ॥

কালিকাপুৰাণ ।

সুবর্ণ ময়িদেবঞ্চ রক্ততঞ্চ দৈবতম্ ।
হারকং বাকুণং জ্যেষ্ঠমাসনে পৃথিবী তথা ॥
জলন্ত বরুণো দেবঃ পেয়ানাং বরুণস্তথা ।
কুশরন্ত রমা দেবী পরমানন্ত চৈব হি ॥
স্বত প্রদীপকে বিষ্ণুস্তল যোগে বনস্পতিঃ ।
গন্ধর্কশ্চ তথা ধূপে বাজে বৈশালি দৈবতম্ ॥
মধু বাকুণকং জ্যেষ্ঠং দধি ক্ষীরঞ্চ বৈষ্ণবম্ ।
বানস্পত্যং তথা পুষ্পং গান্ধর্বো গন্ধ দৈবতম্ ॥
মালায়াশ্চ তথা জুগা সৰ্বং বা বিষ্ণু দৈবতম্ ॥

যোগিনী তন্ত্রঃ ।

স্বদেহবদেব দেহে ততঃ পাদ্যাদি কল্পয়েৎ ।
পাদ্যঞ্চ পাদয়োৰ্দ্দ্যাদির্ধ্যং শিরসি দীযতে ॥
মুখে চাচমনীয়ং স্নানমধুপৰ্কস্ত তত্র বৈ ।
পুনরাচমনং বক্ত্রে দদ্যাম্যত্র বিশারদ ॥

ফেংকারিণী তন্ত্র ।

নমোহস্ত মাসনং দদ্যাৎ আগতং দর্শনং ভবেৎ ।
নমোহস্তং পাদয়োঃ পাদ্যমৰ্য্যং শিরোহস্তমেব চ ॥
স্বধেত্যাচমনং প্রাক্তে মধুপৰ্কং তথৈব চ ।
তেনৈব মল্লনাচামং নমোহস্তং স্নানমেব চ ॥

নার্চয়েদেক হস্তেন ন পঞ্চনথ দর্শনম্ ।

নিষ্ফলা কীর্তিতা সা হি সৰ্করাপি নশোভতঃ ॥

জামলে ।

পুষ্পাদি সৰ্কর দ্রব্যানি অঙ্কুল্যাগ্রেণ দাপয়েৎ ।

সৰ্কর দ্রব্যে ধেনু মুদ্রাং গালিনীঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥

পিচ্ছিলা তন্ত্র ।

মূল মন্ত্রং সমুচাৰ্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ ।

দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগাত্মক মনুং অরেৎ ॥

পাদ্যাদৈঃ পূজয়েদেবীং যথা বিভব বিস্তরৈঃ ॥

ঔপুসাদিন তন্ত্র ।

যথা স্বর্গাদ্যাসনং পূবতঃ সংস্থাপ্য, বসিতি সামান্যার্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য ধেনু-
গালিনী মুদ্রে প্রদর্শ্য, অমুক দেবতাকামুকাসনায় নম ইতি সংপূজ্য, এতৎ সস্ত্রদানায়-
মুক দেবতায়ৈ নম ইত্যংসজ্য মূলমুচ্চাৰ্য্য, এতৎ স্বর্গাসনম্ অমুক দেবতায়ৈ নম ইতি
বাম হস্ত যুত দক্ষিণ হস্তাঙ্গুল্যাগ্রেণ যথা নথ দর্শন মন ভবেৎ তথা নিবেদয়েৎ ।

হরতন্ত্র দীধিতিঃ ।

নমোহস্তে বাসনী প্রোক্তে তথাস্ত্রাভরণানি চ ।

নমোহস্ত মর্পয়েদগন্ধং পুষ্পঞ্চ বৌষড়ন্তুকম্ ॥

পুষ্পং সমর্পয়েদেবৈ মুদ্রয়া জ্ঞান সংজ্ঞয়া ।

অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী যোগাজ্ঞান মুদ্রেয় মীরিতা ॥

নমোহস্তঞ্চ তথা ধূপং দীপমালাং তথৈব চ ।

নৈবেদঞ্চ ততো দদ্যাদ্ যথোক্তং তৈব চতুর্বিধম্ ॥

পানার্থং মধুরং বারি দদ্যাদাচমনং গুনঃ ।

কর্পূব সহিতং দেবৈ তাম্বুলঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥

গন্ধর্ক তন্ত্র ।

প্রণবাদি নমোহস্তেন মস্ত্রেণানেন সংযতঃ ।

পাদ্যার্থ্যাচমনীয়ানি দদ্যাদেতানি দেশিক ॥

ফেৎকারিণী তন্ত্র ।

ঐ পাদ্যং সম্পাদয়ামি নম ইতি প্রয়োগ, কল্পবাদীমতে ঐ পাদ্যং কল্পয়ামি নমঃ,
দাক্ষিণাত্য মতে ঐ পাদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ বলিবে ।

উপচার নিবেদন প্রণালী ।

১ । আসনং ।

দেব সম্মুখে কোন পাত্রাদিতে আসন স্থাপন করতঃ অর্ঘ্যাদকের দ্বারা সংগ্ৰহ-
ক্ষণ করিবে, অর্থাৎ বাম হস্ত দ্বারা আসন স্পর্শ করিয়া তিনবার “বং রজতাসনায়
নমঃ” বলিয়া দক্ষিণ করহু কুশ ত্রিপত্র বা পুষ্পদ্বারা অর্ঘ্য পাত্র হইতে জল লইয়া তিন
বার ছিটা দিবে । পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া এতে গন্ধ পুষ্পে “ওঁ বং রজতাসনায় নমঃ”
বলিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া অর্চনা করিবে । পরে পুনরায় গন্ধ পুষ্প লইয়া “এতে গন্ধ
পুষ্পে এত দধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে । পরে “এতে গন্ধ
পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তে ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া সম্প্রদান করিবে । পরে
আসন গ্রহণ পূর্বক “ইদং রজতাসনং মূল ওঁ অমুক দেবতায়ৈ সম্পাদয়ামি নমঃ বা
কল্পয়ামি নমঃ বা সমর্পয়ামি নমঃ” বলিয়া নিবেদন করিবে । পরে আসনখানি বাম-
দিকে স্থাপন করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক করযোড়ে স্তুতি করিবে । যথা—

ওঁ আসনং গৃহদেবেশি যংকৃতং শৌভনং যয়া ।

সর্বকাম ফলং দেহি অমুক দেব (বা দেবী) নমস্তুতে ॥

২ । স্বাগতং ।

কৃতাজলি হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে—“মূল ওঁ অমুক দেব বা দেবী স্বাগতং”—“ওঁ
স্বাগতং” । পরে কর যোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

(১) আসনং ।

শক্তশ্চেদ্রাজতং হস্ত চতুষ্কং বা বিহস্তকম্ ।

ত্রিহস্তমেকহস্তং বা বিতস্তিমিত মেববা ॥

চতুরঙ্গুলতো হ্রস্বং ন কদাচিন্নিবোজয়েৎ ॥

সৌবর্ণমুক্তমং প্রোক্তং মধ্যমং রাজতং তথা ।

অধমং দারবং জ্জয়েৎ যচ্ছাত্তং কল্পসাধনম্ ॥

ত্রিকোণং বাথ ঘটকোণং বহুকোণঞ্চ বর্ত্তূলম্ ।

চতুষ্কোণঞ্চ বিদিশেদাসনং বা স্রশৌভনম্ ॥

দার্বদীনং হস্তমাত্রাং ন্যূনং তচ্চ প্রকল্পয়েৎ ।

বাস্ত্রং বা চান্দ্রণং কৌশং মণ্ডলস্যোক্তরে স্রজেৎ ॥

পোষ্পং পুষ্পোঘরচিতং কুশস্থতাদি সংযুতম্ ।

সকণ্টকং ক্ষীবয়ুতং দারুসার বিবর্জিতম্ ॥

৫৫ পটলে নিবন্ধ তয়ে ।

ওঁ স্বাগতঃ স্তু গৃহীতোহস্মি স্তু স্বাগত মিদং বপুঃ ।

প্রসন্ন ভব দেবেশি রূপাং কুরু মমোপরি ॥

৩। পাদ্যং ।

কোন পাত্রে পাদ্য জন্য জল রাখিয়া ঐ জল অর্চনা করিবে—“এতন্মৈ পাদ্যো-
দকায় নমঃ” বলিয়া দক্ষিণ করস্থ কুশ ত্রিগত্র বা পুষ্পদ্বারা অর্ঘ্য পাত্র হইতে জল
লইয়া তিনবার ছিটা দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পাদ্যো-
দকায় নমঃ বলিয়া গন্ধ পুষ্প দিয়া অর্চনা করিবে। পুনরায় গন্ধ পুষ্প লইয়া—এতে
গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এতে
গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে।
পরে পাদ্য পাত্র গ্রহণ করিয়া—এতৎ পাদ্যং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ সম্পাদয়ামি,
কল্পয়ামি বা সমর্পয়ামি নমঃ বলিয়া দেবতার চরণদ্বয় উদ্দেশে পাদ্য নিবেদন করিবে।
পরে করঘোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সৰ্ব্ব দুঃখোপহারকং ।

ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে ভগবৎ প্রিয়ে ॥

৪। অর্ঘ্যং ।

পূর্বোক্ত প্রকারে কোন পাত্রে অর্ঘ্য দ্রব্য রাখিয়া “এতন্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ” বলিয়া
তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ অর্ঘ্যায়

(২) করৌ তু সংপূটীকৃত্য দেবি স্বাগতমিত্যথ ।

পূচ্ছেদ্যুক্তি প্রীতিযুক্ত স্তথোক্তঞ্চ ততঃপুনঃ ॥

স্বাগতমিতি প্রহসি স্তয়েচ্ছষ্টমানস ।

স্বতন্ত্র তন্ত্র ।

(৩) দুর্ক্সাচ বিষ্ণুপত্নী চ শ্রামাকং পদ্মমেবচ ।

পাদ্যাদানি চ চত্বারি কথিতানি সমাসত ॥

বিষ্ণুপত্নী—অপরাজিতা ।

মহাপিল পঞ্চরাত্রম্ ॥

উবীরং চন্দনকৈব পাদ্যপাত্রে তু কল্পয়েৎ ।

উবীরং বীরণমূলম্—বেগার মূল । ৩ পটল, ফেংকারিণী তন্ত্র ।

পাদ্যং শ্রামকদুর্ক্সাজ্জ বিষ্ণুকান্তা তির্য্যচ্যতে ।

৬ পটল, প্রপঞ্চসার ।

(৪) গন্ধপুষ্পাকৃত যব কুশাগ্র তিল সর্বপাঃ ।

দুর্ক্সাচেতি ক্রমাদর্ঘ্য দ্রব্যাপ্তিকমুদীরিতং ॥ ৬ পটল প্রপঞ্চসার ।

নমঃ ” বলিয়া অর্চনা করিবে । পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া—“ এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে । পরে—এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তে ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে । পরে অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া—ইদমর্ঘ্যং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি নমঃ বলিয়া দেবতার মস্তকে অর্পণ করিবে । পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ ত্বর্কাক্ষত সমায়ুক্তং গন্ধ পুষ্পং তথাপরং ।

শৌভন শঙ্খ পাত্রহং গৃহাণ দেবি নারদে ॥

৫ । আচমণীয়ং ।

ঐরূপ “এতস্মৈ আচমণীয়োদকায় নমঃ ” বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে । পরে—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আচমণীয়োদকায় নমঃ বলিয়া অর্চনা করিবে । পরে—“ এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে । পরে—এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তে ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে । পরে আচমণীয় গ্রহণ করিয়া—“ইদমাচমণীয়োদকং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ । কাল্যাণি বিষয়ে অমুক দেবতায়ৈ স্বধা বলিয়া দেবতার মুখোদ্দেশে অর্পণ করিবে । পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্ক পাপ হরং শুভং ।

গৃহানাচমণীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং ॥

৬ । মধুপর্কঃ ।

“ এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ ” বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে । পরে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মধুপর্কায় নমঃ । পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।

বক্রধাত্তোত্তবং বচ্চ সূক্ষ্ম ধাত্তোত্তবং তথা ।

তন্তততুলমক্ষুন্নং সপ্তাষ্ট্র নব সংখ্যয়া ॥

দূর্কাক্ষুর সমেতঞ্চ ভগবত্যৈ নিবেদয়েৎ ।

অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা সোহস্বমেধ ফলং লভেৎ ॥

৭ পটল—যোগিনীতন্ত্রে ।

(৫) জীতী লবঙ্গ কক্কোলৈ নির্খিতাচমণীয়কং ।

তথাচমন পাত্রৈহপি দদ্যাচ্ছাতিফলং মুগে ।

লবঙ্গমপি কক্কোলং শস্তমাচণীয়কং ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ।

পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ । পরে মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া—এষ মধুপর্ক ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ । কালাদি বিষয়ে অমুক দেবতায়ৈ স্বধা বলিয়া দেবতার মুখোদ্দেশে অর্পণ করিবে । পরে মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদৈঃ পরিকল্পিতং ।

ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥

৭ । পুনরাচমনীয়ং ।

“এতন্মৈ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ” বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে । পরে “এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পুনরাচমনীয়োদকায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিবে । পরে “এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে । পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া স্পন্দান করিবে । পরে আচমনীয়োদক গ্রহণ করিয়া ইদং পুনরাচমনীয়োদকং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ । কালাদি বিষয়ে—অমুক দেবতায়ৈ বং স্বধা বলিয়া দেবতার মুখোদ্দেশে অর্পণ করিবে । পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ উচ্চিটোহ্যপ্য শুচিক্ষীপি যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ ।

শুদ্ধিমাপ্নোতি তন্মৈতে পুনরাচমনীয়কং ॥

(৬) কাংস্যপাত্রে মহেশানি মধ্বাজ্য সহিতং দধি ।

কাংস্যেন পিহিতশ্চৈব মধুপর্কঃ প্রকীৰ্ত্তিত । শ্রামার্কচন্দ্রিকা ।

দেবী বিষয়ে ।

দধি সর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতাভিঃ পঞ্চভিঃ সহ ।

প্রোচ্যতে মধুপর্কস্ত দেবী প্রীতি প্রদায়ক ইতি ॥

জলং নারিকেল জলমিত্যর্থঃ । অত্র স্থলে দোষাভাব ।

যথা—নারিকেলোদকং স্নানং সিতা দধি দ্ব্যতং সমম্ ।

সর্কেষমধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রযোজয়েৎ ।

শ্রীক্ৰমে ।

শিব বিষয়ে নিষেধ । যথা—

ন দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেন শৈবে খেত ভবেনবা ।

(৭) পুনরাচমনীয়ং কেবল জলেম দেয়ং ।

শুদ্ধাভিরক্তিবিহিতং পুনরাচমনীয়কং ॥

তেনৈব মনুনা কুর্যাদত্তিরাচমনীয়কং ।

৪ পটল সারদাতিলক ।

৮। স্নানীয়ং ।

“এতস্মৈ স্নানীয় জলায় নমঃ” বলিয়া তিনবার জলে ছিটা দিবে। পরে “এতে গন্ধ পুষ্পে স্নানীয় জলায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিবে। পরে “এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তৈ ওঁ অমুক দেবতাস্মৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে স্নানীয় জল গ্রহণ করিয়া ইদং স্নানীয়ং জলং ওঁ মূল অমুক দেবতাস্মৈ শিরোবধি সর্ব গাত্রে নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া দেবতার শিরোদেশে জল ঢালিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে যথা—

ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নীতং শুদ্ধং মনোহরং ।

স্নানার্থং তে প্রযচ্ছামি সুরেশ্বরী গৃহাণমে ॥

৯। বসনম্ ।

“এতস্মৈ অমুক বসনায় নমঃ” বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পবে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ অমুক বসনায় নমঃ বলিয়া অর্চনা করিবে পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তৈ ওঁ অমুক দেবতাস্মৈ নমঃ বলিয়া সম্প্রদান করিবে। পরে বসন গ্রহণ করিয়া ইদং বসনম্ ওঁ মূল অমুক দেবতাস্মৈ নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া কোটিদেশোদেশে অর্পণ করিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ সুশুক্লং পরমং দেবি নূতনং সুমনোহরং ।

ময়্যনিবেদিতং ভক্ত্যা বস্ত্রং মে প্রতীগৃহ্যতাং ॥

(৮) অক্ষতং গন্ধপুষ্পাণি স্নান পাত্রে তথাভয় ।

শুদ্ধ তোয়াদ গন্ধতোয়ং শ্রেষ্ঠং শতগুণোত্তরম্ ।

গন্ধাদি তীর্থতোয়ানাং ফলং শাস্ত্র প্রণোদিতম্ ॥

মহাকপিলপঞ্চরাত্র ।

(৯) পীত কোষেয় বসনং বিষ্ণু প্রীতৈ প্রকীর্তিতম্ ।

রক্তং শক্ত্যকবিরেষু ঈশ্বরস্য সিতং প্রিয়ম্ ॥

মলহীনং তথাচ্ছিদ্রং ক্ষৌমং কার্পাস মেঘচ ।

তৈলাদি দূষিতাং রোগঃ সচ্ছিদ্রান্মরণং ভবেৎ ॥

জীর্ণাদ্রিভ্রতা কৰ্ত্তৃশ্লিলাং কাস্তিহীনতেতি ॥

রাঘব ভট্টরত্ন তন্ত্র মন্ত্র প্রকাশে ।

১০ । ভূষণম্ ।

“এতন্মৈ অমুক রত্ন ভূষণায় নমঃ” । এতে গন্ধ পুষ্পে অমুক রত্ন ভূষণায় নমঃ ।
এতে গন্ধে পুষ্পে এতদধিপত্যে ঐ বিষয়ে নমঃ । এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তৈ
ইত্যাদি । পরে রত্নাভরণ গ্রহণ করিয়া এতানি রত্ন ভূষণানি ঐ মূল অমুক দেবতাস্থৈ
নমঃ বলিয়া সৰ্ব্বাঙ্গোদ্দেশে অৰ্পণ করিবে পরে মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

ওঁ দিব্য রত্ন সমায়ুক্তা বহি ভানু সমপ্রভাঃ ।

গাত্রাণি শৌভয়িষান্তি অলঙ্কারস্ত বরদে ॥

১১ । গন্ধঃ ।

ঐক্লপ প্রণালীতে উৎসর্গাদি করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা চন্দন লইয়া—এষঃ
গন্ধঃ ঐ মূল অমুক দেবতাস্থৈ নমঃ বলিয়া দেবতার হৃদয়ে ছিটা দিবে । পরে মন্ত্র পাঠ
করিবে । যথা—

ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্ঠাক্ষৈব বরাননে ।

মাং রক্ষ সৰ্ব্বতো দেবি গন্ধানেতান গৃহাণ চ ॥

(১০) হৈমং বা রাজতং বাপি মুক্তা মাণিক্য মিশ্রিতম্ ।

অন্তদাত্তরণ্যৈব যদঙ্গং যেন রাজতে ।

প্রদদ্যাৎ ভূষণং ভক্ত্যা সৰ্ব্বাভাবেহপি মানস ॥

শ্রীমাকল্পলতাধৃত জ্ঞানলে ।

যজ্ঞোপবীতং দস্তাথ ভূষণানি সমর্পয়েৎ ।

শিবার্চন চন্দ্রিকাধৃত সার সংগ্রহ ।

গন্ধাষ্টকং ।

(১১) চন্দনাগুরু কপূর রোচনা কুঙ্কমং মদং ।

রক্ত চন্দন জাবাস গাণপত্য মুদাহৃত ॥

ক্রবেরং চন্দনং কুষ্ঠমগুরুং চন্দনং মুরা ।

সেব্যকঞ্চ জটা মাংসী বৈষ্ণবং তদুদাহৃত ॥

চন্দনাগুরু কপূর জল কুঙ্কম রোচনা ।

জটা মাংসী কপিযুত শাক্তং গন্ধাষ্টকং বিহু ॥

জল কাশ্মীর কুষ্ঠৈস্ত রক্ত চন্দন চন্দনৈঃ ।

উশীরা গুরু কপূরৈঃ সৌরং গন্ধাষ্টকং বিহু ॥

গোরোচনা চ কুষ্ঠঞ্চ কপূরাগুরু কুঙ্কমৈঃ ।

চন্দনেন সদাসাধ্যং বরদে ন চ প্রত্নকং ॥

৪র্থ প্রকাশে মেকতস্তে ।

১২ । পুষ্পম্ ।

ঐরূপ প্রণালীতে অর্চনাদি করিয়া—ইদং সচন্দন পুষ্পম্ ও মূল অমুক দেবতায়ৈ * সমর্পয়ামি নমঃ । কালাদি বিষয়ে অমুক দেবতায়ৈ বৌধট বলিয়া পুষ্পটি চরণে বা মন্তকে অর্পণ করিবে, পরে মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধং দেব নিশ্চিতং ।

হৃদ্য মদ্রুত মাশ্রেয়ং দেবি তৎ প্রতি গৃহতাং ॥

চন্দনাগুরু কর্পূর তমাল জল কুঙ্কুমং ।

কুশীত কুষ্ঠ সংগুক্রং শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃত ॥

সারদায়াং ।

চন্দ্র চন্দন কস্তুরীরোচনা গুরু কুঙ্কুমৈঃ ।

প্রত্যেকং মিশ্রিতং কৃতা গন্ধং দদ্যাদ্ দ্বাদ্বনা ॥

পাদে নিবেদয়েদগন্ধং রক্ত চন্দন মে বচ ॥

জামল ।

(১২) লগাটে চন্দনং দদ্যাং পুষ্পং দদ্যাং শিরোপরি ।

বায়ুকেশ্বর তস্ম ।

কমলে করবীরে দে কুসুম্ভে তুলসীঘয়ং ।

জাতশেষে কেতকীঘ্বেকুমারী চম্পকোৎপলং ।

কুন্দ মন্দাব পুরাগ পাটলা নাগ চম্পকং ।

আরুণধং কর্ণিকারং পাবন্তী নবমল্লিকা ।

দৌগন্ধিকং সর্কোরণ্ডং পলাশাশোক মর্জ্জকাঃ ।

সিন্দুবার অপামার্গ বাগুলী কঙ্ককামজং ।

ব্যাঘ্রচেলং দমনকং মরুবকঞ্চ ততঃপবং ।

লবঙ্গং জলককুং মগরঞ্চ জবা তথা ।

শিব পুষ্পং দ্রোণ পুষ্পং কামরাজং স্ককেতকং ।

অচ্ছানি বন পুষ্পানি জলজ স্থলজানিচ ।

গিরিজানি দেশজানি নানা পুষ্পাণ্যতঃপরং ॥

২৭ বিধসার তস্ম ।

ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্ মল্লিকা জাতি কুঙ্কুমৈঃ ।

সিতবস্ত্রৈস্তথা পুষ্পৈর্ নীলপদ্মশ্চ পাণ্ডুরৈঃ ।

কিংকরৈস্তগরৈশ্চৈব জবা কনকচম্পকৈঃ ।

বকুলৈশ্চৈব মন্দারৈঃ কুন্দপুষ্পৈঃ কুবণ্ডকৈঃ ।

১৩। ধূপম্ ।

প্রথমে অর্চনাদি করিয়া ইমং ধূপং শু মূল অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া
ধূপ প্রজ্জলিত করিবে, তদনন্তর জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা ঘণ্টা
পূজা করিয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও মধ্যম

ধূত্বরকাদি যুক্তৈশ্চ বন্ধু কাগত্য সন্তবৈঃ ।

মদনৈঃ সিন্ধুরাবৈশ্চ দূর্ধ্বাঙ্গুর স্বকোমলৈঃ ।

মঞ্জরীভিঃ কুশানাঞ্চ বিলুপত্ৰৈঃ স্বকোমলৈঃ ॥

৭ প, যোগিনীতন্ত্র তু ভাগ ।

করবীরং জবা দেবি স্বয়ং কালী ন চাত্তথা ।

তারাচ অপরাট্চৈব স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী ॥

কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাদ্ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ ।

করবীরঞ্চ ভুবনা দ্রোণং ভুবন সুন্দরী ।

জবা সাক্ষাদ্ভগবতী সর্ববিদ্যা স্বরূপিণী ॥ যোগিনী তন্ত্র ।

বর্জ্য পুষ্পম্ ।

শিবে বিবর্জ্যেৎ কন্দং মাঘে মাঘ্যং প্রশস্ততে ।

গনেশে বর্জ্যেৎসর্ঘ্য মশোকঃ তগরস্তথা ।

সূর্য্যো মাঘ্যঞ্চ মন্দারং কনকঞ্চ তথৈব চ ।

মহালঙ্ঘেচ তুলসীং ঝিণ্টিকাং কাঞ্চনস্তথা ।

বন্ধুজীবঞ্চ দ্রোণঞ্চ সরস্বতৈত্য ন দাপয়েৎ ।

গ্রহাণাং বিলুপত্ৰঞ্চ শমীপত্রং তথৈব চ ।

ব্রহ্মণে বর্জ্যেৎ কাশং কোমুদ্রং শমিপুষ্পকং ।

ধাত্রীপুষ্পং কুরুশ্চঞ্চ জলপুষ্পং তথৈব চ ।

চূর্ণায়ৈ ন প্রদদ্যাচ্চ সোমপুষ্পং তথৈব চ ।

ত্রিপুরারৈ কাঞ্চনঞ্চ কনকং বাসকং তথা ।

কিশুকং কৃষ্ণকান্তঞ্চ ইন্দ্রাঙ্গী বর্জ্যাস্তথা ।

যোগিনী তন্ত্র ।

(১৩) সঙ্কগুপ্ত গুরুশীর সিতাজ্য মধু চন্দনৈঃ ।

সারাক্ষরে বিনিঃ ক্ষিপ্তে শ্রদ্ধী পীঠে প্রধূপয়েৎ ॥

প্রপঞ্চসারে ।

কৃষ্ণাঙ্কর সর্পূরং চন্দনং সিংহলকং তথা ।

ভগবতৈ নারা যন্ত ইদং দত্তা মহেশ্বরী ॥

যোগিনীতন্ত্রে ।

ফুলিবারা ধূপ গ্রহণ কবত গয়ত্রী পাঠ করিতে করিতে দেবতার নাসিকার নিয়দেশ পর্যন্ত উত্থাপিত করিয়া দশবার ভ্রামিত করিবে। পরে দেবতার বাম দিকে ধূপ রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধর্বাস্তুর ভোজনঃ :

ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥

১৪। দীপম্ ।

অর্চণাদি করণানন্তর—ইমং দীপং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি নমঃ বলিয়া দীপপ্রজ্জ্বলিত করিয়া একপ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে গায়ত্রী পাঠ পূর্বক দেবতার মুখ নগল পর্যন্ত দশবার ভ্রামিত করিয়া দক্ষিণ দিকে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ অগ্নি জ্যোতি রবি জ্যোতি শাস্ত্র জ্যোতি স্তুথৈব চ ॥

জ্যোতিষামৃতমে দেবি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥

১৫। নৈবেদ্যং ।

দেব সম্মুখে ভূমিতে একটা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তহপরি স্নাত ও বিলুপত্র ও তুলসীযুক্ত নৈবেদ্য স্থাপন করিবে। পরে বাম হস্তে নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া ত্রিপত্রাদি বা দক্ষিণ হস্তস্থিত কুশদ্বারা—“ওঁ সন্যত সোপকরণ আমান্য নৈবেদ্যায় নমঃ” বলিয়া তিনবার প্রোক্ষণ করিবে অর্থাৎ জলের ছিটা দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প লইয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সন্যত সোপকরণ আমান্য নৈবেদ্যায় নমঃ বলিয়া গন্ধ পুষ্পদ্বারা অর্চনা করিবে। পবে পুনরায় গন্ধ পুষ্প লইয়া—এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপত্যে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। পরে এতে গন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদাত্তৈ ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। পরে হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মূদ্রা প্রদর্শনপূর্বক ধেনু মূদ্রাদ্বারা অমৃতি করণ করতঃ মংস্ত্র মূদ্রাদ্বারা পরমীকরণ করিয়া যে দেবতাকে নৈবেদ্য দেওয়া হইবে সেই দেবতার মূল মঙ্গল সহিত অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া দশবার জপ করিবে, পরে ইদং সন্যত সোপকরণ আমান্য নৈবেদ্যং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া জলের ছিটা দিবে। পরে ওঁ অমৃতোপস্তবণমসি স্বাহা বলিয়া পানার্থ জলপূর্ণ পাত্রে একবার জলের ছিটা দিবে পরে বাম হস্তদ্বারা গ্রাস মূদ্রা ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রাণাদি পঞ্চ মূদ্রা দেখাইবে। যথা— ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা বলিবে, পরে ওঁ অমৃতোপি ধানমসি স্বাহা বলিয়া জলের ছিটা দিবে। পরে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

(১৪) গো সর্পিধা বা তৈলেন বর্জ্যা চ লঘুগর্ভরা ।

দীপিতং সুরভিং হুং দীপ যুচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ ॥

ওঁ নৈবেদ্যং স্মৃতসংযুক্তং নানারস সমন্বিতং ।
 ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুর পূজিতে ॥
 ওঁ ফল মূলানি সর্বাণি ঐম্যারণ্যানি যানিচ ।
 নানাবিধ স্নগন্ধিনি গৃহ দেবী যথাসুখং ॥
 ওঁ নানা ফল সমায়ুক্তং নানা বস্তু বিনির্মিতং ।
 রচনাস্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥

পরে “পানার্থ জলং নিবেদয়ামি নমঃ” বলিয়া পানার্থজলদিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

জলং স্নশোভনং দেবী শীতলং স্ন মনোহরং ।
 ভূতানাং তৃপ্তি জননং ময়া দত্তং প্রগৃহতাং ॥

পুনরাচমনীয় জল পূর্বোক্ত মন্ত্রে দিবে। পরে ওঁ তাম্বুলং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া তাম্বুল নিবেদন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ তাম্বুলং পরমং রম্যং কপূরেণ সুবাসিতং ।
 ময়ানিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহতাং ॥

পরে পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া ওঁ পুষ্পমালাং ওঁ মূল অমুক দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া মালা অর্পণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ সূত্রেণ ঐথিতং মালাং নানা পুষ্পং সমন্বিতং ।
 ত্রিযুক্তং মৌরভো পেতং গৃহাণ সুরপূজিতে ॥

১৬ পরে শুভ কবচ পাঠ করিবে।

এই রূপ প্রণালীতে পূজা করাকে ষোড়শোপচারে পূজা করা বলে।

নিত্য পূজাবিধি ।

বৈদিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র মিশ্রিত ।

১। আচমনং ।

ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ বিষ্ণোঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশুস্তি সুরযঃ
 দিনৌ চক্ষুা ততন্ । এই মন্ত্র পাঠপূর্বক বিহিত অঙ্গুলিদ্বারা অঙ্গ স্থান স্পর্শ করিবে।

২১৮ পৃষ্ঠা আচমন বিধি দেখ।

তৎপরে তান্ত্রিক আচমন করিবে। যথা—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাভবায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। ২৮২ পৃষ্ঠা তান্ত্রিক আচমন বিধি দেখ। যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতার মন্ত্ৰাচমন করিতে হয়। আবারণ দেবতার নামোচ্চারণ করিয়া অঙ্গস্থানাদি স্পর্শ করাকে মন্ত্ৰাচমন বলে।

২। পুণ্ডরীকাক্ষ স্মরণং।

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রোবাঃ সর্কীবস্থাং গতোহপিবা যঃস্ময়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ। এই মন্ত্ৰটী পাঠ করিয়া শুচি হইবে।

৩। স্ততিবাচনং।

ঋক্ যজু ও সাম মধ্যে যিনি যে শাখাপ্রার্থী তিনি সেই শাখোক্ত স্ততিবাচন আবৃত্তি করিবেন। দক্ষিণ হস্তে আতপ তণ্ডুল লইয়া স্ততিবাচন করিতে হয়।

ঋগ্বেদি স্ততিবাচন। ওঁ স্ততিনো মিমীতা মশ্বিনাভগঃ স্ততি দেব্যাদিতে রনর্কঃ স্ততি পুষা অহরোদধাতু নঃ স্ততি দ্যাভা পৃথিবী স্তচেতনা। স্ততিনো বায়ুমুপক্রবামহৈ। সোমং স্ততি ভুবনস্তয়স্পতিঃ। বৃহস্পতি সর্কগণং স্তস্যয়ে স্তস্যয় আদিত্যাশো ভবস্তনঃ। বিষ্ণেদেবা নো অদ্যাঃ স্তস্যয়ে। বৈশ্বানরো বহুরয়িঃ স্তস্যয়ে। দেবা অভবন্ত ঋভব স্তস্যয়ে। স্ততিনো রুদ্রঃ পাতংহসঃ। স্ততি মিত্রাবরুণা স্ততিপথ্যে রেবতি স্ততিন ইন্দ্রশ্যিশ্চ স্ততিনো অদিতয়ে রুধি। স্ততি পস্থা অন্তচরেম স্ত্যয়া চন্দ্রমসা বিব। পুনর্দদতা স্ততা জানতা সঙ্গমে মহি। স্তস্যয়নং তাক্ষমরিষ্টনেনিং মহতুতং বায়সং দেবানাং। অহুবর মিল্লসথং সমুংহু র্বুহদ্বশো নাবমিবারুহেম। অজোমুচ মাক্ষিরসঙ্গয়ং স্তস্যাত্রয়ং মনসাচ তাক্ষং প্রেতপানিঃ শবণং প্রপদ্যে। স্ততি সন্ধ্যাধে সত্যং নো হস্ত। ওঁ স্ততি ওঁ স্ততি ওঁ স্ততি।

সামবেদি স্ততিবাচন। ওঁ সোমং রাজানং বরুণ নগ্নি মঘার ভানহে আদিত্যং বিষ্ণুং স্ত্যয়াং ব্রহ্মগণং বৃহস্পতিং ওঁ স্ততি ওঁ স্ততি ওঁ স্ততি।

যজুর্বেদি স্ততিবাচন। ওঁ স্ততিন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্ততিন পুষা বিশ্ববেদাঃ স্ততিন স্তাক্ষেহরিষ্টনেমি স্ততিনো বৃহস্পতি দধাতু। ওঁ গণানাস্তা গগপতিহ্ হবামহে প্রিয়ানাস্তা প্রিয় পতিহ্ হবামহে নিধীনাস্তা নিধিপতিহ্ হমাবহে বসো মম। ওঁ স্ততি ওঁ স্ততি ওঁ স্ততি।

এই স্ততি বাচন পূর্বক তিন বার দক্ষিণ হস্তস্থ আতপ তণ্ডুল চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবে।

৪। স্ত্যয়া সোম মন্ত্র।

জোড় হস্ত হইয়া—ওঁ স্ত্যয়া সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্তহঃ ক্ষপা। পবনো দিকপতি ভূমি রাক্ষাশং খচরাগরাঃ। ব্রাহ্ম্যং শাসন মাহুয়ং বহুধনিহ সন্নিধিং।

এই মন্ত্র বলিতে হইবে। ত্রিবেদি মাত্রেই বলিবে। অর্থাৎ যিনি যে শাখাধ্যায়ী হউন না কেন সকলকেই বলিতে হইবে।

৫। আসন শুদ্ধি।

আসনে একটা ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া—“ওঁ হ্রীং আপার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” এই বলিয়া গন্ধ পুষ্প আসনে দিয়া আসন ধরিয়া—আসন মন্ত্রস্থ মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূত্রাং ছন্দঃ কুর্ম্মদেবতা আসনোপবেসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথিব্যায় ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাথতা অক্ষ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে—বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেশ্টি গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, উর্দ্ধে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, অধো ওঁ অনন্তায় নমঃ, মধ্যে যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতায় নমঃ।

৬। সামান্যার্থ্য স্থাপনম্।

আপন সম্মুখে মূর্ত্তিকাতে জলাভ্যক্ষণ দিয়া তাহার উপর একটা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে তত্খপরি জল, আতপ তণ্ডুল বা গন্ধ পুষ্প দ্বারা—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ ওঁ পৃথিবৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে পরে “অস্ত্রায় কট্” বলিয়া কোশা প্রক্ষালন করিয়া ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি কোশাবানি স্থাপন করিবে, তদনন্তর “নমঃ বলিয়া জল দ্বারা ঐ কোশা পূর্ণ করিবে পরে ঐ কোশার অগ্রভাগে ত্রিপদ্বী দ্রুমা গন্ধ পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল রাখিয়া জল শুদ্ধি করিবে।

কোন কোন মতে সবামে মণ্ডল করিয়া এই সকল মন্ত্র দ্বারা কোশার পরিবর্তে শঙ্খ স্থাপন করিয়া তাহাতেই অর্ঘ্য স্থাপন ও জল পূরণ করিতে হয়। পূজা ভেদে ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি একটা গোলাক এবং তত্খপরি একটা চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিতে হয়।

৭। তীর্থাবাহন।

কোশা পূর্ণ জলে অঙ্কুশ মূদ্রা দ্বারা স্রব্যা মণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করাকে জল শুদ্ধি বলে। আবাহন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা কোশাস্থ জল আলোড়ন করিতে হয়। আবাহন মন্ত্র যথা—“গঞ্চে চ যমুনেচৈব গোদাবারি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু” ॥ এই মন্ত্র পাঠে তীর্থ-বাহন করতঃ একটা তুলসী বা পুষ্প লইয়া—“এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ” বলিয়া ঐ পুষ্পটা কোশাস্থ জলে দিবে এবং সেই জলের উপর “বং” মন্ত্রে ধেহু মূদ্রা দেখাইয়া তাহাতে দশবার ওঁকার জপ করিবে, পরে সেই জল আপন শরীরে এবং সমস্ত পূজা দ্রব্যে অভ্যক্ষণ দিবে অর্থাৎ ছিটা দিবে।

৮। দ্বার দেবতা পূজা ।

জল শুদ্ধি হইলে সেই জলদ্বারা “ফট্” এই মন্ত্র বলিয়া পূজা গৃহের দ্বারদে-
জল সিঞ্জন করিবে অর্থাৎ ছিটা দিবে । পরে পূজা গৃহ এক দ্বার বিশিষ্ট হইলে দ্বা-
চতুষ্টয় কর্ত্তন করিয়া প্রতি দ্বারে দ্বারপালগণের পূজা করিবে যথা—“এতে গন্ধ পুষ্পে
ওঁ দ্বারদেবতা ভ্যোঃ নমঃ” ইতি সাধারণ সংক্ষেপ মন্ত্রঃ । বিশেষ মন্ত্র যথা—প্রথমে
পূর্ব দ্বারে—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, দক্ষিণে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ,
পশ্চিমে ওঁ বাং বটুকায নমঃ, উত্তরে ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ । তৎপরে কোণে
চতুষ্টয়ে যথা—বায়ে কোণে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ঈশান কোণে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ,
অগ্নি কোণে ওঁ শ্রীং লঙ্কায নমঃ ওঁ ইং সব্বভূতায় নমঃ, নৈঋতকোণে ওঁ বাস্ব পুরুষায়
নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ । এই কপে দ্বার দেবতা পূজা কবণানন্তর পূজা গৃহে প্রবেশ
করিবে । পূঃ দেবতা হইলে অগ্রে দক্ষিণ পদক্ষেপণ আব জ্যৈষ্ঠ দেবতা হইলে বাম
পদক্ষেপণ পূর্বক গৃহ প্রবেশ করিবে । পবে ভূমি শোধন করিবে ।

৯। ভূমি শোধনঃ ।

“ওঁ পবিত্র বজ্রভূমি হুঁ ফট্ স্বাহা” এই মন্ত্র দ্বারা ভূমিতে গন্ধ পুষ্প দিবে ।
পরে জল শোধন করিবে ।

১০। জল শোধনঃ ।

“ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা” ইতি জল সয্যে আনীয় মূলেন বস্ত্রাঞ্চলে গ্রহিৎ
বধীয়াৎ ।

১১। পুষ্প শোধনঃ ।

ততঃ ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহা পুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সন্তবে । পুষ্প চয়াব সংকীর্ণে
হুঁ ফট্ স্বাহা ।

১২। কর শোধনঃ ।

একটা পুষ্প লইয়া “ওঁ রং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দুই করে পুষ্পটা পেষণ করিয়া
নির্মল্যাস্ত্রায় ফট্ বলিয়া বাম দিকে অথবা ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে । তিনবার
প্রণব-ওঁকার উচ্চারণ করিলেই মুখশোধন হইবে ।

১৩। বিঘ্ননিবারণঃ ।

মূল মন্ত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ “অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া উর্দ্ধস্থ বিঘ্ননিবারণ করিবে ।
ঐক্লপে “অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মন্তকের চতুর্দিকে

অশকৌ দ্বারমেকস্মিন্ কল্পয়েদ্বাচতুষ্টয়ম্ ।

অভাবে মনসা কল্যা দ্বারায়্য তৎ সমাচরেৎ ॥

গন্ধর্ক তস্ম ।

জনাভ্যক্ষণ দিয়া আকাশস্থ বিষ় নিবারণ করিবে, পরে বাম পদ গুল্ফ দ্বারা বাম দিকে ভূমিতে “অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া তিনবার আঘাৎ করতঃ ভূমিস্থ বিষ় নিবারণ করিবে ।

১৪। ভূতাপসরণং ।

দক্ষিণ হস্তে কতকগুলি তণ্ডুল নারাচ মূদ্রা দ্বারা গ্রহণ করত মন্ত্রপাঠপূর্বক গৃহের চতুর্দিকে ক্ষেপন করিবে । মন্ত্র যথা—

ওঁ অপসর্পস্ত যে ভূতা তে ভূতা ভুবি সংস্থিতা ।

যে ভূতা বিশ্বকর্তার শ্বে নশাস্ত শিবাজ্জয়া ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া ঐ তণ্ডুল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া চিন্তা করিবে যে, গৃহমধ্যে যাবৎ বিষ় সমস্ত নিবারিত হইল ।

ওঁ বেতালশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ ।

অপ সর্পস্ত তে সর্কে বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ ॥

১৫। দিগ্ধক্ষনং ।

সম্মুখে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রকোপরি পর্য্যন্ত “ফট্” মন্ত্রে তিনবার করতালি দিয়া মন্তকের চতুর্দিকে তুড়ি দিয়া দশদিগ্ধক্ষন করিবে । দক্ষিণা বর্জে পূর্বদিক হইতে দশদিকে তুড়ি দিয়া দিগ্ধক্ষন করিবে । পরে গুরুত্বয় প্রণাম করিবে যথা—যোড় হস্ত করিয়া বামে গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণেশায় নমঃ মধ্যে অমুক দেবতাস্যৈ নমঃ ।

১৬। ভূতশুদ্ধি ।

ভূতশুদ্ধির বিশেষ বিবরণ পূর্বে বিবৃত করা হইয়াছে এস্থলে কেবল উল্লেখ মাত্র হইল । ১২৭। ২০৪ পৃষ্ঠা দেখ ।

১৭। ত্রাস ।

যে দেবতার অর্চনা কথিতে হইবে, ত্রাস কালীন প্রথমেই সেই দেবতার পীঠত্রাস পরে ঋষ্যাদি ত্রাস করিবে, পরে করতাস করিবে, তৎপরে অহত্রাস করিবে তদনন্তর বাপক ত্রাস করিয়া মাতৃকাত্রাস করিবে । সমর্থ হইলে পরিশেষে ষোড়াত্রাস করিবে । ২০৪। ২১৬ পৃষ্ঠা দেখ ।

১৮। প্রাণায়াম ।

মূল মন্ত্রে অর্থাৎ যে দেবতার অর্চনা করিতে হইবে সেই দেবতার বীজ মন্ত্র যোড়শ-বার জপদ্বারা পূর্বক অর্থাৎ স্বাসবায়ু আকর্ষণ, ঐ মন্ত্র চতুর্দশবার জপ দ্বারা ক্রান্তক অর্থাৎ স্বাসবায়ু নিরোধ এবং ঐ মন্ত্র দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা রেচক অর্থাৎ স্বাসবায়ু ত্যাগ করিবে । ১৮৫। ১২৭ পৃষ্ঠা দেখ ।

করজ্ঞাস।

যে দেবতার জ্ঞাস করিবে সেই দেবতার মূলমন্ত্র একাক্ষরী হইলে সেই মন্ত্র পুটিত করিয়া জ্ঞাস করিতে হইবে, মন্ত্র অনেকাক্ষরী হইলে কেবল আদ্য অক্ষর লইয়া জ্ঞাস করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে এইরূপ জ্ঞাস করিবে। যথা—আং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বলিয়া উভয় হস্তের তর্জনী দ্বারা উভয় অক্ষুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, বলিয়া উভয় হস্তের অক্ষুষ্ঠদ্বারা উভয় তর্জনী স্পর্শ করিবে। উং মধ্যমাভ্যাং বযট, বলিয়া উভয় অক্ষুষ্ঠ দ্বারা উভয় মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং বলিয়া উভয় অক্ষুষ্ঠ দ্বারা উভয় অনামিকা স্পর্শ করিবে। ঔং কণিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, বলিয়া উভয় অক্ষুষ্ঠ দ্বারা উভয় কণিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। অং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্, বলিয়া উভয় হস্তে করতালি দিবে।

অঙ্গজ্ঞাস।

মূলমন্ত্রে অথবা মূল মন্ত্রের প্রথম বর্ণে অথবা মন্ত্র ব্যতীত এইরূপ জ্ঞাস করিবে। যথা—মাং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা একত্র করিয়া হৃদয় স্পর্শ করিবে। ঈং শিরসি স্বাহা করিয়া তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। উং শিখায়ৈ বযট বলিয়া সৃষ্টিবন্ধ করিয়া অক্ষুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। ঐং কবচায় হুং বলিয়া উভয় হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি একত্র করিয়া উভয় কবচস্থান স্পর্শ করিবে। ঔং নেত্রায় বৌষট্, বলিয়া উভয় হস্তের তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা উভয় চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে। অং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্, বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বেঠন পূর্বক বাম করতলে আঘাত করিবে।

১৯। গুরু পূজা।

বাম হস্তোপরি একটা পুষ্প রাখিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা করত গুরুদেবের ধ্যান করিবে। ধ্যান ২৬২ পৃষ্ঠা দেখ। তৎপরে এতৎ পাদ্যং ঐ শ্রীগুরুবে নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে ও গুরুভ্যো নমঃ. এইরূপ পরম গুরুভ্যো নমঃ, পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

গুরু পণ্ডিতের নাম জ্ঞাত থাকিলে গুরু মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক গুরুদেবের নামোচ্চারণ পূর্বক এতৎ পাদ্যং ঐ শ্রীঅমুকানন্দনাথায় শ্রীগুরুবে নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। পরে তর্পণ করিবে। যথা—ও গুরুং তর্পর্যামি, পরম গুরুং তর্পর্যামি, পরাপর গুরুং তর্পর্যামি, ও পরমেষ্টি গুরুং তর্পর্যামি। তদনন্তর ঐ ইতি গুরু মন্ত্র দশবার বা বখা-শক্তি জপ করিবে। পরে জপ সমাপ্তি পূর্বক নমস্কার করিবে।

২০। গণেশ ও শিবাди পঞ্চদেবতা পূজা।

এতে গন্ধ পুষ্পে ও গণেশায় নমঃ বলিয়া গন্ধ পুষ্প দিবে পরে এতে গন্ধ পুষ্পে

ওঁ শিবা দি পঞ্চ দেবতাগণেভ্যো নমঃ । এই রূপে অথবা পৃথক্ পৃথক্ নামোন্মেষণ করিয়া গন্ধ পুষ্প দিবে । যথা—এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ শিবায়া নমঃ, ওঁ ভাস্করায়া নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ কেশবায়া নমঃ, ওঁ কৌশিকৈ নমঃ । সমর্থ হইলে প্রত্যেক দেবতার ধ্যানাদি করিয়া পূজা করিবে । পরে ওঁ আদিত্যা দি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্কেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ওঁ সর্কাভ্যো দেবিভ্যো নমঃ ওঁ গুরবে নমঃ ।

২১ । দেবতার ধ্যান ।

বাম হস্তের করতলে একটি পুষ্প রাখিয়া কূর্ম্ম মুদ্রা দ্বারা যে দেবতার পূজা করিতে হইবে সেই দেবতার ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্পটী আপন মস্তকে দিবে ।

২২ । মানস পূজা ।

প্রার্থনা মুদ্রাদ্বারা অর্থাৎ বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত চিত করত বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া দ্বৈব নিমিলিত নেত্রে ভাবনা করিবে যে, দেবতা ও আত্মায় অভেদ, এইরূপ অভেদ জ্ঞান করিয়া হৃৎপদ্মে দেবতার তেজোময় মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে মনে মনে দেবতাকে আসন প্রদান করিবে পরে স্বাগত বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে পরে পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, বজ্রোপবীত, আভরণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও মালাদিদ্বারা মনে মনে পূজা করিবে, তৎপরে যথাসক্তি মনে মনে জপ করিবে । জপান্তে স্তুতিবাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে । পরে সুষুম্না মার্গে তত্ত্বজ ব্রহ্মরূপে, আনায়ন করিয়া পুনর্বার ধ্যান করত বাম নাসা রন্ধুর দ্বারা প্রথম বায়ু সহিত করতলস্থ পুষ্পে আরোপণ করাইয়া পূজাধারে সংস্থাপন করিবে ।

২৩ । বিশেষ অর্ঘ্যস্থাপন ।

স্ববামে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল সামান্তার্যজলদ্বারা লিখিয়া (কালী বিষয়ে “ হং ” এই নম্রে ত্রিকোণ, তত্‌পরি গোলাকার, তত্‌পরি চতুর্কোণ মণ্ডল লিখিয়া) তত্‌পরি— ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া অক্ষত দিবে । তত্‌পরি ত্রিপদিকা (শঙ্খাধার) বসাইয়া ফটু মন্ত্রে জলদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র অর্থাৎ শঙ্খ ধৌত করিয়া ঐ ত্রিপদির উপর রাখিবে, পরে ওঁ বা মূল মন্ত্র বলিয়া তিনবারে ঐ শঙ্খ জলদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, পরে ওঁ বা মূল মন্ত্র অথবা নমঃ বলিয়া শঙ্খাগ্রে গন্ধ পুষ্প তণ্ডুল এবং দুর্কা স্থাপন করিয়া ত্রিপদিকে “ মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাস্বনে নমঃ ” অর্থাৎ পাত্রকে “ অং স্বর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাস্বনে নমঃ ” জলকে “ উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শকলাস্বনে নমঃ ” এই তিন মন্ত্রে ঐ তিন বস্তুকে তণ্ডুলাদি দ্বারা পূজা করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা একটি পুষ্প দিবে । পরে অঙ্কুশ মুদ্রা করত অর্ঘ্য পাত্রস্থিত জলে তর্জ্জনীর দ্বারা আলোড়ন করত পূর্কোক্ত গণ্ডেচ যমুনৈচৈব মন্ত্র দ্বারা

স্বর্ধ্যামণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে। পরে অমুক দেবতা ইহা গচ্ছ বলিয়া আবাহন হইতে তেজোময় দেবতাকে শঙ্খজলে আবাহন করিয়া “ হুং ” হুং এই মন্ত্রে অব-
 ঞ্চন মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক, ফটু বা ববট মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা ঐ জলের উপর চালন
 করিতে হইবে। পরে বৌষট্ বা ঔ নমঃ অমুক দেবতায়ৈ বলিয়া ঐ অর্থ্য দর্শন করিয়
 গন্ধ পুষ্প দ্বারা আহুত দেবতার বড়ঙ্গে পূজা করিতে হইবে। যথা—এতে গন্ধ পুষ্পে
 ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ ঐরূপ প্রতিবারে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ঙ্গে শিরসে স্বাহা, ওঁ উং
 শিখায়ৈ ববটু ওঁ ঐং কবচায় হুং ওঁ ঐং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ অঃ করতল পৃষ্ঠভ্যাং
 অস্ত্রায় ফটু বলিয়া গন্ধপুষ্প সেই জলে দিবে। পরে গন্ধ পুষ্প দ্বারা ওঁ বোজ অমুক
 দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া জল মধ্যে দেবতার পূজা করিবে। পরে মংস্ত্র মুদ্রা দ্বারা সেই
 জল আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দশবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। পরে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন
 করাইয়া “ ফটু ” বলিয়া ঐ জল নির্ঝিয়ে রক্ষিত হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ
 জল সামান্য অর্থ্য পাত্রে দিবে বা কোশায় ঢালিয়া লইবে এবং কোশা হইতে ঐ জল
 পূজা দ্রব্যে কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিবে।

এইরূপে বিশেষাৰ্থ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় করন্তাস ও অঙ্গন্তাস করিয়া পীঠ দেবতা
 পূজান্তে ইষ্ট পূজা করিবে।

২৪। পীঠ দেবতা পূজা।

একটা পুষ্প লইয়া এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ আধার শক্ত্যাদি পীঠ দেবতাভ্যো নমঃ
 বলিয়া সংক্ষেপ পূজা করিবে, সমর্থ হইলে পৃথক্ পৃথক্ পীঠ দেবতার পূজা করিবে।
 পীঠন্তাস ২১৫ পৃষ্ঠা দৈখ।

পরে মূল মন্ত্রে পূজাধারে যন্ত্র পুষ্পাদি নৈবেদ্যাদি ও অস্ত্রাস্ত্র পূজোপকরণ স্থাপন
 করিয়া ইষ্ট পূজা আরম্ভ করিবে।

২৫। ইষ্টপূজা।

বাম হস্তে সচলন একটা পুষ্প রাখিয়া কূর্শ মুদ্রাদ্বারা ইষ্টদেবতার ধ্যান
 করিয়া পুষ্পসী দৃঢ় ভক্তি সহকারে ত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করিবে।
 যথা—শক্তি বিষয়ে—(১)

ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে ।

যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থিরাভব ॥

(১) প্রার্থনা-পুং দেবতা বিষয়ে ।

তাবত্বং মহিমা মূর্ত্তি স্তম্ভ্যাং ত্বাং সৰ্ব্বগং প্রভো ।

ভক্তি স্নেহ সমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহম্ ॥

এইরূপ প্রার্থনাস্তে পান্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। যথা—

- ১। ঐ বীজ এতৎ পান্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।
- ২। “ ইদমর্ঘ্যং ঐ “
- ৩। “ ইদমাচমনীয়োদকং ঐ “
- ৪। “ ইদং স্নানীয়োদকং ঐ “
- ৫। “ এব গন্ধঃ ঐ “
- ৬। “ এতৎ সচন্দন পুষ্পং ঐ “
- ৭। “ এতৎ সচন্দন পত্রং (বিল বা তুলসী)●
- ৮। “ এব ধূপ ঐ “
- ৯। “ এব দীপ ঐ “
- ১০। “ এতৎ সোপকরণ আমান্ন নৈবেদ্যং “

তৎপরে ঐ বীজ ইদং পান্যোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ঐ বীজ ইদং আচমনী যোদকং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ, ঐ বীজ এতৎ তাম্বুলং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

পরে আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ক্রমে ইষ্টদেবতার ষড়ঙ্গে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। তদনন্তর আবরণ দেবতার পূজা করিবে পরে স্ত্রী দেবতা হইলে তাহার পতির পূজা এবং পুং দেবতা হইলে তাহার শক্তির পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে বলি প্রদান করিবে।

২৬। বলি প্রদান।

পূজাধার হইতে কিঞ্চিৎ ফল মূলাদি গ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবে। যথা—ঐ বীজ সর্ব বিষকৃত্যঃ সর্বভূতেভ্যো হৃৎ ফট নমঃ এবঃ বলিঃ সর্ব ভূতেভ্যো নমঃ।

২৭। নিত্য হোম।

হোম করিতে হইলে অগ্নে হোমের স্থানটী অর্ঘ্যোদকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া পূর্বাগ্নে রেখাত্রয় অঙ্কিত করিবে পরে অগ্নি আমিয়া “ ঐ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ ” বলিয়া

পূজা প্রণালী—মুগ ময়ূঃ সমুচ্চার্য্য ততো দ্রব্যং সমুচ্চরেৎ।

দেবতায়ৈ ততঃ পশ্চাৎ ত্যাগান্নক মম্বঃ শ্মরেৎ ॥

৯ পটল শুণ্ড সাধন তন্ত্র।

কালাদি শক্তি বিষয়ে অর্ঘ্যে স্বাহা, মধুপর্ক ও আচমনীয় দানে স্বধাস্ত বস্ত্র ও অভরণ দানে নিবেদয়ামি পুষ্পে বৌষট্ অন্যত্র নমঃ ইত্যাদি বিশেষ হইবে।

* বিষ্ণু বিষয়ে—ঐ ইদং সচন্দন তুলসীপত্রং ঐ নমস্তে বহুকৃপায় বিষ্ণবে পরমা-
অনে স্বাহা বলিয়া তুলসী দিবে।

কিঞ্চিদগ্নি পরিত্যাগ করিয়ে পরে মূল মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া ঐ ত্বঃ স্বাহা, ঐ ভুবঃ স্বাহা ঐ স্বঃ স্বাহা বলিয়া তিনবার আহুতি দিয়া দেবতার বড়ল মন্ত্রে বড়াহুতি দিতে হইবে। তৎপরে মূল মন্ত্রে ঘোড়শাহুতি প্রদান পূর্বক যথোক্ত হোম করিবে—অর্থাৎ যে দেবতার হোম করিতে হইবে সেই দেবতার কল্লোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোম করিবে। যথা—শ্রামাদি দেবতার হোম করিতে হইলে পূর্বাদি অষ্টদিকে অসিতাজ্বাদি অষ্ট ভৈরবকে স্নাত ও তিল সহকারে অষ্টাহুতি দিতে হয় ইত্যাদি। হোমাস্তে তর্পণ করিবে।

২৮। তর্পণ।

কুসী করিয়া জল গ্রহণ পূর্বক মন্ত্র বলিবে যথা—ঐ বীজ সাক্ষায়া সার্বর্ণায়া সায়ুধায়া সপরিবারায়া অমুক দেবতায়। শ্রীপাতুকাং তর্পয়ামি নমঃ বলিয়া জল পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রী দেবতা হইলে নমঃ স্থানে স্বাহা বলিবে। তৎপরে জপারম্ভ করিবে।

২৯। জপঃ।

প্রথমে প্রাণায়াম, ঋষাদি ন্যাস, ও কন্নাজ ন্যাস করিয়া পরে স্থিরচিত্ত হইয়া মনকে সংযম করত হৃদি মধ্যে দেবতাকে ধ্যান পূর্বক মন্ত্র, দেবতা ও গুরু ঐক্য করিয়া যথা শক্তি মূল মন্ত্র জপ করিবে। জপান্তে জপ সমর্পণ করিবে। জপ ও জপ সমর্পণ প্রণালী ২১৭। ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ। তৎপরে স্তব কবচ পাঠ করিবে।

৩০। স্তব কবচ।

দেবতার রূপ গুণ ও লীলা ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা স্তুতি করাকে স্তব বলে। স্তব চারি প্রকার যথা—

দেবোক্ত মুক্তমং স্তোত্রং স্বীয়োক্ত মুক্তমোক্তমং।

মুন্যুক্তং মধ্যমং জৈয়ং অধমং পণ্ডিতোক্তকং ॥

গৌতমীয় তন্ত্র।

স্তব চারিপ্রকার উত্তম অত্যুত্তম মধ্যম এবং অধম। দেবোক্ত স্তব উত্তম, স্বীয়োক্ত অত্যুত্তম, মুণিকৃত মধ্যম, এবং পণ্ডিতোক্ত স্তব অধম।

“কৃতাজ্জলিপুটৌ ভূত্বা স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ”।

ঋষি চন্দাদিকং ন্যস্য পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ষণঃ।

ন চ স্বয়ং কৃতং স্তোত্রং মন্যোনাপি কৃতং ন চ।

যদ্বাং কলৌ ন প্রশস্তমুশিভির্ভাষিতং পঠেৎ ॥

বারাহী তন্ত্রে।

প্রণবঞ্চাদিমে দহা স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।

কৃতাজ্জলি গলগ্ন বস্ত্র ইহীয়া স্তব কবচ পাঠ করিবে । মনে মনে স্তব পাঠ করিবে না, বীরের মত উচ্চৈঃস্বরে প্রতি অক্ষর স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিবে । মধ্যে বিরাম করিবে না । একচিত্ত ইহীয়া যন্ত্রের সহিত ভক্তি পূর্বক একাদি ক্রমে পাঠ করিবে যাঁহার যে ইষ্টদেবতা তিনি সেই দেবতার স্তব কবচ পাঠ করিবেন । পাঠান্তে প্রদক্ষিণ করিবে ।

৩১ । প্রদক্ষিণম্ ।

ততঃ প্রদক্ষিণী কুর্স্বন্ দক্ষহস্তেঃ স্তম্ভ মুক্তমম্ ॥

বামে দক্ষিণে বাদয়ঃ স্তম্ভে অষ্টাঙ্গ প্রণতঃ স্তবেৎ ।

কালী কলামৃত তঙ্গ ৪ পটল ।

অশ্বেচ প্রণবং দদ্যাদিত্য বাচাদি পুরুষ ॥

স্তোত্রে চ সংহিতায়াঞ্চশ্লোক মন্ত্যং দ্বিকচ্চরেৎ ।

মনসা ন স্মরেৎ স্তোত্রং পঠেদেকাগ্র মানসঃ ॥

প্রত্যক্ষর মবিস্পষ্টঃ কলস্বর সমায়ুতম্ ।

ন চ মধ্যে বিরম্যেত যথাবৎ ক্রম যোগতঃ ॥

শুদ্ধে না চল চিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ ।

ন কার্য্যাসক্ত মনসা কার্য্যং স্তোত্রস্য বাচনম্ ॥

বারাহী তঙ্গ ২ পটল ।

প্রসার্য্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্র শিরা পুনঃ ।

দর্শয়েদক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্ ॥

ত্রিধা চ বেঠয়েৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্ ।

একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীনি কুর্য্যাঘ্নিনায়কে ।

চত্বারি কেশবে দদ্যাচ্ছিবৈ চাক্ষু প্রদক্ষিণম্ ॥

তন্ত্রসারধৃত জামলে ।

ত্রিকোণমথ ষট্ কোন মর্দ্ধ চন্দ্র প্রদক্ষিণম্ ।

দণ্ড মষ্টাঙ্গ মুগ্রাঞ্চ ত্রিধা চ নতি লক্ষণম্ ॥

ত্রিকোণাদি ব্যবস্থাতু যদি পূর্বমুখো যজ্ঞেৎ ।

পশ্চিমাচ্ছান্ত্রবীং গতা ব্যবস্থান্ নিদ্দেশেত্ততঃ ॥

যদোত্তর মুখঃ কুর্য্যাৎ সাধকো দেব পূজনম্ ।

তদাগচ্ছেত্তু বায়ব্যাং গতা কুর্য্যাস্তু সংস্থিতিম্ ॥

দক্ষিণাঘ্নায়বীং গতা তস্য্য ব্যাবৃত্য দক্ষিণম্ ।

দক্ষিণ হস্তে অজ অর্থাৎ অর্ঘ্যযুক্ত শঙ্খ এবং বাম হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে এবং স্তব পাঠ করিতে করিতে বারত্ৰয় বামাবর্তে প্রদক্ষিণ করিবে। তদন্তে বিশেষার্থ্য সমর্পণ করিবে।

৩২। বিশেষার্থ্য সমর্পণ।

পূর্ব স্থাপিত শঙ্খপাত্রস্থ অর্ঘ্য শঙ্খ সহিত ধারণ করিয়া বারত্ৰয় আনৃত্রিক কার্যের মত ভ্রাময়ণ করতঃ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যার্পণ করিবে। যথা—

“ওঁ ইতঃ পূর্বঃ প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাদিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাস্থ মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিল্পা যংকৃতং যজ্ঞং যং স্মৃতং তং সর্বং ব্রহ্মার্পণম্ ভবতু স্বাহা মাং মদীয়ঞ্চ সকলং ত্রীমুক দেবতাচরণে সমর্পয়ামি”।

৩৩। নমস্কার।

কায়িকো বাচিকশৈবে মানস স্ত্রিবিধঃ স্তূতঃ।

নমস্কারান্তে তত্ত্বজ্ঞে রুত্তমাধম মধ্যমাঃ ॥

ব্রহ্মস্পতিঃ।

কায়িক বাচিক ও মানসিক ভেদে নমস্কার তিন প্রকার।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির এই তিন প্রকার নমস্কার পুনরায় উত্তম মধ্যম ও অধম মতে প্রকার ভেদ করিয়াছেন*।

সর্বাপেক্ষা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম প্রশস্ত। কারণ, ইহা দেবতাগণের শ্রীতি প্রদায়ক। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম যথা—

গত্বা যোহসৌ নমস্কারঃ সোহর্দ্ধ চন্দ্রঃ প্রকীর্তিতঃ।

সক্লং প্রদক্ষিণং কৃৎবা বস্তুলাকৃতি সাধকঃ।

নমস্কারঃ কথ্যতেহসৌ প্রদক্ষিণ ইতি দ্বিজৈঃ ॥

প্রদক্ষিণং বিনা যন্ত নিগত্য ভূবি দণ্ডবৎ।

দণ্ড ইত্যাচ্যতে দেবৈঃ সর্গদেবৌষ মোঘদ ॥

শ্যামার্জুন চঞ্জিকাশ্বত ভাব চূড়ামনৌ।

* কায়িকোত্তমঃ।

প্রসার্য পাদৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ।

জাহ্নুভ্যামবনীং গত্বা শিরসা স্পৃশ্ত মেদিনীং।

ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকস্ত সঃ ॥ কালিকা পূরণ।

হস্ত পদ প্রসারণ পূর্বক দণ্ডাকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া জাহ্নু বক্ষঃ এবং মস্তক দ্বারা স্তুতিকা লুণ্ঠন পূর্বক প্রণাম করাকে উত্তম কায়িক বলে।

পদ্ম্যাং করাভ্যাং জাহ্নভ্যাং শিরসা দৃশা ।

বচসা মনসা চেতি প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

সমংকুমার তত্ত্ব ।

কর, চরণ, জাহ্ন, উরু, মস্তক, চক্ষুঃ, বচন এবং মন এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা ভূনুষ্ঠিত হইয়া একত্রে নমস্কার করাকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার বলে ।

পঞ্চাঙ্গ নমস্কার ।

পদ্ম্যাং করাভ্যাং শিরসা পঞ্চাঙ্গ প্রণতিঃ স্মৃতা ।

অষ্টাঙ্গ উত্তমো জ্যেষ্ঠঃ ষষ্ঠ পঞ্চ মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥ এ ॥

পদদ্বয় করদ্বয় এবং মস্তক এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা নমস্কার করাকে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার বলে । তদন্থো অষ্টাঙ্গ নমস্কার উত্তম এবং ষষ্ঠ বা পঞ্চাঙ্গ নমস্কার মধ্যম ।

কায়িক মধ্যমঃ ।

জাহ্নভ্যাং ক্ষিতিং সংস্পৃষ্টা শিরসা স্পৃশ্ত মেঘিনী ।

ক্রিয়তে যো নমস্কারো মধ্যমঃ কায়িকস্ত সঃ ॥

জাহ্নদ্বয় এবং মস্তক ভূমি সংস্পৃক্ত করণ পূর্বক যে প্রণাম তাহা মধ্যম কায়িক ।

কায়িকাদ্যমঃ ।

পুটীকৃত্য করোশীর্ষে দীয়তে তদযথা তথা ।

অস্পৃষ্টা জাহ্নশীর্ষাভ্যাং ক্ষিতিং সৌহৃদম উচ্যতে ॥

জাহ্ন এবং মস্তক ভূমি সংস্পৃক্ত করণ ভিন্ন স্বেবল জোড়হস্ত করিয়া মস্তকে যে দেওয়া হয় সে অধম কায়িক ।

বাচিকোত্তমঃ ।

যঃ স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটাতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ ।

ক্রিয়তে ভক্তি যুক্তৈকী বাচিক স্ত স্তমঃ স্মৃতঃ ॥

নিজে গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা যে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করা হয় তাহা উত্তম বাচিক ।

বাচিক মধ্যমঃ ।

পৌরাণিকৈ বৈদিকৈকী মন্ত্রৈর্বা ক্রিয়তে নতিঃ ।

মধ্যমোহসৌ নমস্কারো ভবেচ্চাচনিকঃ সদা ॥

পুৰানোক্ত বা বেদোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক যে প্রণাম তাহা মধ্যম বাচিক ।

বাচিকাদ্যমঃ ।

স বাচিকোহধমো জ্যেষ্ঠো নমস্কারেযু পুত্রকৌ ।

এই সকল নমস্কার মধ্যে দেবতার নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক যিনি যে প্রকার নমস্কার করিতে সমর্থ তিনি ভক্তিভাবে সেইরূপেই নমস্কার করিবেন ।

৩৪ । কৃতাজলি: পাঠঃ ।

নমস্কারান্তে ভূমি হইতে উত্থান পূর্বক কৃতাজলি পাঠ করিবে । যথা—

যদ্বত্ত্বং ভক্তিভাবেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।
আবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্ গৃহাণাম্বুকম্পায়া ॥
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চিতম্ ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদন্তমে ॥

৪ পটল কালীকুলামৃত তত্, ।

অপিচ—

কর্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যা গতির্মম ।
অন্তঃকারেণ ত্বুতানাং দ্রষ্টা ত্বং পরমেশ্বর ॥
নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরব্যাস্ত সদা ত্বয়ি ॥

শিবার্চন চাক্ষিক ।

জ্ঞাদেবতা হইলে পরমেশ্বর স্থানে পরমেশ্বরী এবং নাথ স্থানে মাত ইতি পাঠ করিবেন ।

৩৫ । কর্মপার্বণম্ ।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা, বুদ্ধ্যাশ্রনা বা ত্বনৃত স্বভাবাৎ ।
করোমি যদ্যৎ সকলং পরমৈ, নারায়ণায়ৈহ সমর্পয়ামি ॥

মানস প্রণামঃ ।

ইষ্টমধ্যানিষ্টগতৈ মনোভি ত্রিবিধং পুনঃ ।

মননং মানসং প্রোক্ত মুক্তমাধম মধ্যমং ॥

ত্রিবিধে চ নমস্কারে কায়িক শোভনঃ স্মৃতঃ ।

কায়িকৈস্ত নমস্কারৈ দেবা স্বযান্তি নিত্যশঃ ॥

অন্যমেব নমস্কারো দণ্ডাদি প্রতিপত্তিভিঃ ।

প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স পূর্বং প্রতিপাদিতঃ ॥

সাধুবাসাধু বা কৰ্ম যদ যদা চারিতং যয়া ।
 তৎ সৰ্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাদনং মম ॥
 গজাসাদিত্য পঞ্চাস্য শক্তি সিংহাস্য রূপবান ।
 মম কৃত্যেন সৰ্বদাত্তা রামঃ প্রীণাতু চিত্তপুং ॥

এই মন্ত্র বলিয়া দেবতার দক্ষিণ করে এবং দেবীর বাম করে শঙ্খ জল অর্পণ করিবে ।

৩৬। আত্ম সমর্পণং ।

ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব যয়া সুকৃত দুষ্কৃতং ।
 তৎ সৰ্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বং প্রযুক্তঃ করোম্যহং ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিশেষার্থ্য জল গ্রহণ পূর্বক ঐ জল পরিত্যাগ করিয়া আত্ম সমর্পণ করিবেন ।

৩৭ ক্ষমা প্রার্থনা ।

পুং দেবতা বিষয়ে

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং ।
 বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

আত্ম-সমর্পণ বিধিঃ ।

শিব গীতায়াম্ ত্রীরামং প্রতি শিববাক্যং । যথা—

যৎ করোষি যদাশাসি যজ্ঞহুহোসি দদাসি সৎ ।

তৎ সৰ্বং রাবব শ্রেষ্ঠ কুরুষ চ মদর্পণং ॥

প্রকারান্তর ক্ষমা প্রার্থনা ।

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সৰ্ব যজ্ঞেশ্বরোহরিঃ ।

তস্মিন্ তুষ্ঠে জগৎ তুষ্ঠং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥

অজ্ঞানাং যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাক্ষরেণু যৎ ।

স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥

যদ সাক্ষং কৃতং কৰ্ম জ্ঞানতা বাণ্য জ্ঞানতা ।

সাক্ষং ভবতু তৎ সৰ্বং ত্রীহরণাম কীর্তিনাং ॥

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদভবেৎ ।

পূর্ণ ভবতু তৎ সৰ্বং তৎ প্রসাদাজ্ঞানদিন ॥

এতৎ কৰ্ম ফলং ত্রীকায় অর্পণ যন্ত বলিয়া একটু জল দিবে ।

জীবেবতা বিষয়ে ।

জ্ঞানতোজ্ঞানতো বাপি যন্নয়া ক্রিয়তে শিবে ।

তবকৃত্যমিদং সৰ্বমিতি জ্ঞাত্বা ক্ষমস্ব মে ॥

তৎপরে প্রধান দেবোক্তে আবরণ দেবতাগণের লয় চিত্তা করিবে ।

৩৮ বিসৰ্জনং ।

ঈশান কোনে জলাভ্যক্ষণ দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া সংহার মূর্ত্তাদ্বারা পূজাধার হইতে একটি নির্ম্মাণ্য পুষ্প গ্রহণ করিয়া তাহাতে তেজোময় দেবতাকে আনাগন পূৰ্ব্বক “ও অমুক দেব বা দেবী ক্ষমস্ব ” বলিয়া ঐ নির্ম্মাণ্য পুষ্পটী নাসিকাগ্রে লইয়া আঘাণ করিয়া চিত্তা করিতে হইবে যে, তেজোময় দেবতাকে স্বাস পথ দ্বারা স্বহৃৎপথে আনাগন করিয়া পূৰ্ব্ববৎ পুনঃ স্থাপন করা হইল । পরে নীয়মান ক্রমে ঐ পুষ্প সহিত হস্তদ্বয় আনাগন করিয়া সেই পুষ্পটী পূৰ্ব্বকৃত ত্রিকোণ মণ্ডলে রাখিবে । পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া নির্ম্মাণ্য পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে । যথা—শক্তি বিষয়ে

ততস্তদেব দেবেশং তেজঃ পুঞ্জ মনাময়ম্ ।

চিত্তায়িত্বা সাধকেজ্রঃ সংহারাখ্য স্তম্ভদ্রয়া ॥

গৃহীত্বা পুষ্প সংযোগৈর্গণাস্তঃ স্বাস বস্ত্রনা ।

প্রণবেন মহাদেবং সৰ্ব্বজ্ঞং সৰ্ব্ব কারণং ।

সৰ্বস্য জগতাদারং ভক্ত্যাহুদি বিসৰ্জয়েৎ ॥

স্মৃত সংহিতা ।

অপিচ ।

সংহার মূর্ত্তাং বদ্ধায় তেজো রূপাং মহেশ্বরীম্ ।

বিত্যব্য পুষ্পেণাহুত্যা নাসাধ্ব বায়ুনা শিবে ॥

নিবেশ্য ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে সরোরুহে ।

বিশ্রাম্য মধ্যনাড্যান্তা মানীয় হৃদয়াষুজে ॥

সংস্থাপ্য সম্যক্ সম্পূজ্য স্বাস্থানং তন্নয়ং স্মরেৎ ॥

হংসপরমেশ্বর তন্ত্র ।

অপিচ ।

দেবি ক্ষমস্ব মম্মেন সংহারেণ বিসৰ্জয়েৎ ।

হৃদ্যারোপ্য চ তেজঃ পুষ্পেণ সহ নাসয়া ॥

কিকিরৈবেদ্য শেখর্য দদ্যাদীশানকোণতঃ !

প্রণবোজ্জিষ্ট চাণ্ডালৈ হৃদেতি মমুনা যুনে ॥

(শেখিকায়ৈ নমঃ) ত্রী° নির্মাণ্যবাসিন্যৈ নমঃ, কালিকাদি বিষয়ে (উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিন্যৈ-
নমঃ) বিষ্ণু বিষয়ে (বিশ্বক সেনায় নমঃ) শিব বিষয়ে (চণ্ডেশ্বরায় নমঃ) সূর্য্য বিষয়ে
(চণ্ডাংশবে নমঃ) গণেশ বিষয়ে (বক্র তুণ্ডায় নমঃ) বা উচ্ছিষ্ট গণেশায় নমঃ বলিয়া
পূজা করিবে* । পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নৈবেদ্যাংশ সমর্পণ করিবে ।

মন্ত্র যথা —

ওঁ লেহ্য চূষ্যান্ন পানাদি তাম্বুল অস্থিলেপনম্ ।

নির্মাণ্য ভোজিনে তুভ্যং দদামি ত্রীশিবাক্তয়া ॥

এই মন্ত্র বলিয়া শাক্ত শৈব গানপত্য ও সৌর সম্প্রদায়গণ নৈবেদ্যাংশ নিবেদন
করিবেন আর বৈষ্ণবগণ এই মন্ত্রে নিবেদন করিবেন যথা—

সর্বদেব স্বরূপায় পরায় পরমেশ্বিনে ।

ত্রীরাম সেবা যুক্তায় বিশ্বক সেনায়তে নমঃ ॥

ত্রীরাম স্থানে ত্রীবিষ্ণু আদি পদমূহ্যং । অর্থাৎ ত্রীরাম স্থানে ত্রীবিষ্ণু পদ বলিবে ।
তদনন্তর মন্তকে নির্মাণ্য ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য গ্রহণ করতঃ যথেষ্টা
স্থখে বিহার করিবে ।

নিত্য পূজায় যদি যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা হইলে আবাহন
বিসর্জন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি আবশ্যক নচেৎ না ।

ইতি নিত্য পূজাপদ্ধতি সমাপ্ত ।

*ত্রীরাম সেবা যুক্তায় বিশ্বক সেনায়তে নমঃ ।

শতাংশং বা সহস্রং বা অন্তথা নিকলং ভবেৎ ॥

গণেশে বক্র তুণ্ডায় সূর্য্যে চণ্ডাংশাবহর্পয়েৎ ।

শক্তাবুচ্ছিষ্ট চাণ্ডাল্যৈ শিবে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥

নির্মাণ্য পুষ্টী গ্রহণ করিয়া ক্ষমস্ব বলিয়া এই মন্ত্র বলিতে হইবে যথা—

ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বর ।

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা লভেয়ুঃ পরমং পদং ॥

পরে পুষ্পটীর ঘ্রান লইয়া বলিতে হইবে যথা—

ওঁ তিষ্ঠ তিষ্ঠ পরে স্থানে স্বস্থানে পরমেশ্বর ।

যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্বের হুরাস্তিষ্ঠন্তি মে হৃদি ॥

নৈমিত্তিক-পূজা বিধি ।

নিত্য পূজায় যে সকল পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে নৈমিত্তিক পূজায় তদতিরিক্ত অত্র কয়েকটি পদ্ধতি বেশী ব্যবহৃত হয় । এস্থলে সেই অতিরিক্ত পদ্ধতি কয়টি মাত্র উল্লেখ করা হইবে । যথা—সূর্য্যার্ঘ্য অর্পণ, পুণ্যাহাদিবাচন, সঙ্কল্প, সঙ্কল্প স্থল পাঠ, বরণ প্রণালী, ঘটস্থাপন প্রণালী, মুদ্রাপ্রদর্শন, মূর্ত্তিকরনা, করাস্তন্যাস, পুনর্ধ্যান, আবাহন, যোনিমুদ্রা, চক্ষুঃদান, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, ভোগ, আরত্ৰিক, বলিদান, হোম, দক্ষিণা ও বৈগুণ্য সমাধান ।

সূর্য্যার্ঘ্য অর্পণ ।

সূর্য্যার্ঘ্য অর্পণ বিধি ৩২৯ পৃষ্ঠা দেখ ।

পুণ্যাহাদি বাচন ।

কর্ম্মকর্ত্তা কৃতাজ্জলি হইয়া তিনবার পুণ্যাহ বচন পাঠ করিবে । যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ অমুক পূজা কর্ম্মনি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত । পুরোহিত বলিবেন—ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং । কর্ম্মকর্ত্তা—ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ অমুক পূজা কর্ম্মনি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত । পুরোহিত—ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি । কর্ম্মকর্ত্তা ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ অমুক পূজা কর্ম্মনি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত । পুরোহিত—ওঁ স্বস্ত্যতাং ওঁ স্বস্ত্যতাং ওঁ স্বস্ত্যতাং বলিবেন ।

সঙ্কল্প প্রকার ।

কোশা হইতে কুশিপূর্ণ জল গ্রহণ করিয়া তাহাতে তিল তুলসী ত্রিপত্র ধ্বিতকী বা গুবাক রাখিয়া উত্তরাস্যে বীরাসনে উপবিষ্ট হস্তনানন্তর ভূমিতে জাম্বুনত করিয়া সঙ্কল্প (১) করিবে । যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র ত্রীঅমুক দেবশর্মাঃ (বা অমুক দাসঃ) সর্বাংগচ্ছান্তি

(১) সঙ্কল্প পরার্থে হইলে পুরোহিত প্রথমে স্বনামে সঙ্কল্প করিয়া পরে এইরূপ বলিবেন—‘অমুক গোত্রস্য ত্রীঅমুক দেবশর্মাণো বা অমুক দাসো—পূজাকর্মাংগং করিষ্যামি ’ । যজমান শূদ্রাগী হইলে—অমুক গোত্রায়াঃ ত্রীমতি অমুকী দাস্যাঃ ; ব্রাহ্মণী হইলে—অমুক গোত্রায়া ত্রীমতি অমুকী দেব্যা বলিতে হইবে । স্বয়ং সঙ্কল্প করিলে অমুক গোত্রায়া অমুকী দেবী বা দাসী ইত্যাদি বলিতে হইবে ।

পূর্বক অমুক দেবতা প্রীতিকামঃ শ্রীঅমুক দেবতা পূজা কর্মাহং করিষ্যে । পূহিত-
জলমৈশান্যাঃ কিপেৎ-অর্থাৎ সাঙ্ঘ্য জল চৈশান কোনে পরিভ্যাগ করিবে । পরে
কুশিখানি অশ্বামুখ রাখিয়া স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত (২) পাঠ করিয়া এই মন্ত্রে তত্‌পরি
অকৃত দিবে । মন্ত্র যথা—“ওঁ অগ্নমারম্ভঃ শুভায় ভবতু ওঁ তৎসৎ” ।

বরণ প্রণালী ।

কর্ম্মকর্ত্তা কৃতাজলি হইয়া পুরোহিতকে বলিবেন—“ওঁ সাধু তবানাতাং” ।
পুরোহিত বলিবেন—“ওঁ সাধবহমাসে” । কর্ত্তা—“ওঁ অর্জুনিষ্যামো তবস্তং” ।
পুরোহিত—“ওঁ অর্চয়” । পরে কর্ত্তা সপুশ্ব স্বস্ত্রালঙ্কারাদি পুরোহিতকে অর্পণ
করিয়া অকৃত হস্তে তাঁহার জাহ্ন স্পর্শ পূর্বক বলিবেন—বিষ্ণুরোম ইত্যাদি অমুক
গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা মং সঙ্কলিত অমুক পূজা কর্ম্মণি পূজাদি কর্ম্ম করনায়
অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মানমেতিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্ত মহং বৃণে ।
পুরোহিত বলিবেন—ওঁ বৃত্তোহস্মি । কর্ত্তা—ওঁ যথা বিহিতং পূজাদি কর্ম্ম কর ।
পুরোহিত—যথা জ্ঞানং করবাণি ।

ঘটস্থাপন প্রণালী ।

ভূমি ধান্যং ঘটকৈব সিন্দূরং পল্লবং তথা ।

জলং ফলং তথা পুষ্পং স্থিরীকরণ মে বচ ॥

ভূমি, ধান্য, ঘট, সিন্দূর, পল্লব, জল, ফল, পুষ্প ও স্থিরীকরণ ক্রিয়া ঘটস্থাপন কার্য্যে
প্রয়োজন । অর্থাৎ এই কয়টা দ্রব্য দ্বারা ঘটকে অলঙ্কৃত করিয়া স্থাপন করিতে হয় ।

(২) সঙ্কল্প সূক্ত ।

ঋগ্বেদী সূক্তঃ—ওঁ ষাণ্ডঃ কুর্ধ্যাসিনীবানী যারাকায়ঃ সরস্বতী ইন্দ্রাণী বাহুব উভয়ে
বরুণানী স্বস্তয়ে ।

যজুর্বেদী সূক্তঃ—ওঁ যজ্ঞঃ প্রাতঃ দূর মুদৈতি দৈবং তদমুশস্য তথৈবেতি দূরংগমং
জ্যোতিষীং জ্যোতিরেকং তন্ময়নঃ শিব সঙ্কল্প মন্ত্ৰ ।

সামবেদী সূক্তঃ—ওঁ দেবোবো জবিবোদা পূর্ণং বিবটাসি চ মুখাসিঞ্চধ সুপবা
প্রাঞ্চ মাদিবো দেবোহহতে ।

একটা স্থলক্ষণ ঘট আনিয়া উত্তম জলদ্বারা পূর্ণ করিবে পরে ঘট গাত্রে দধ্যক্ষত ও দিস্মুব পুত্রলি অঙ্কিত করিবে এবং অলক্ত, ধান্য, মালা, ফল (নারিকেল বা রম্ভা) ও পঞ্চ পল্লব (অশ্বথ বট আম্র পাকুড় যজ্ঞভূষর) ইত্যাদি ঘটোপরি বিতাস করিয়া স্থাপন করিবে। যে স্থানে ঘট স্থাপন হইবে সেই স্থানটী মৃত্তিকা ও পঞ্চশস্য (যব ধান্য তিল গম্ ও মুগ) দ্বারা বিস্তার করিবে এবং ঐ বিস্তৃত পঞ্চশস্য যুক্ত মৃত্তিকোপরি ঘটস্থাপন করিবে। ঘটস্থাপন মন্ত্র প্রণালী চার প্রকার, যথা—যজুর্বেদী, ঋগ্বেদী, সামবেদী এবং তান্ত্রিকী। বাহ্য ভয়ে মন্ত্র * সকল উল্লেখ করা হইল না।

মূর্ত্তি কম্পনা বা পুনঃ ধ্যান ।

যে দেবতার অর্চনা করা হইবে সেই দেবতার মূর্ত্তি মন মধ্যে কল্পনা করিবে। কল্পনা কালে—“মূল শ্রীঅমুক দেব মূর্ত্তিং কল্পয়ামি” বলিয়া কল্পনা করিবে। পরে ঐ কল্পিত মূর্ত্তিতে করাঙ্গন্যাস করিয়া কুর্শ্ব মুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্বার ধ্যান করত স্মৃতি নাতীর অন্তর্গত ব্রহ্মবজ্র দ্বারা হৃদয়কমলস্থিত দেবতাকে সহস্রারে নিয়োজিত করিয়া নিখাসপথ দ্বারা দীপহইতে প্রজ্জলিত অগ্নি দীপের তাম্র দেবতা হইতে অপর দেবতার আবির্ভাব করিয়া করস্থ পুষ্প সংস্থাপন করিয়া দৃঢ় ভক্তি সহকারে ঘটোপরি ঐ পুষ্পটী প্রদান করিবে, তৎপরে কল্পিত মূর্ত্তির আবাহন করিবে।

আবাহন ।

কৃতাজ্জলি হইয়া—মূলোচ্চারণ পূর্ব্বক অমুক দেব দেবী ইহা গচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিরুদ্ধা ভব অত্রাধিষ্ঠানং ককু মম পূজাং গৃহাণ।

এই মন্ত্র বলিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা বিশেষার্থের জল লইয়া দেবতাকে প্রোক্ষণ করিবে।

ওঁ স্বাং স্বীং স্থিরো ভব যাবৎ পূজা করমাহং ।

শক্তি বিষয়ে ।

ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে ।

যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বাং সুস্থিরা ভব ॥

পুং দেবতা বিষয়ে ।

তবেয়ং মহিমা মূর্ত্তিস্তস্তাং ত্বাং সর্কগং প্রভো ।

ভক্তি স্নেহ সমাক্রুতং দীপবৎ স্থাপয়ামাহং ॥

● ভূমি ধরিয়া, ধাতু ধরিয়া, ঘট ধরিয়া, পল্লব ধরিয়া, ফল ধরিয়া, জল দ্বারা ধরিয়া পুষ্প দ্বারা ধরিয়া প্রত্যেকটীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

এইরূপে আবাহন করিয়া মুদ্রাদি দ্বারা অবশুষ্ঠন, সকলীকরণ, অমৃতীকরণ, পবনীকরণ এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শনাদি করাইতে হয়।

চক্ষুঃদান ।

যতাত্মক বিলুপ্তে দীপশিখাদ্বারা কঙ্কাল করিয়া তদ্বারা প্রথমে উর্দ্ধ নেত্র পরে দেবতার দক্ষিণ নেত্রে পরে বাম নেত্রে গায়ত্রী বা মূল মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন করিয়া দিবে ।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ।

অশ্ব-প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্ত ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরী ঋষয় ঋগ্ যজুঃ সামানি চন্দ্রাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণ প্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগ । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার গণ্ডে হস্তার্পণ পূর্ব্বক—ওঁ আং ব্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং বং সং হৌং হং সং অমুক দেবতায়াঃ প্রাণা ইহপ্রাণাঃ । পুনরায় বক্ষস্থলে হস্তার্পণ করিয়া ঐ মন্ত্রটী পাঠ পূর্ব্বক অমুক দেবতায়াঃ “জীব ইহস্থিত” বলিবে । পরে ঐ মন্ত্রটী পুনরায় আবৃত্তি করিয়া “অমুক দেবতায়াঃ সর্বেজ্জিয়ানি” বলিবে । পুনরায় ঐ মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতায়াঃ বায়নশচক্ষুঃ শ্রেত্র ঘাণ প্রাণা ইহাগত্য স্তুং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা । পরে দেবতার হৃদয়ে পূর্ব্বাকৃত ও পুষ্পধারণ কবিবা—ওঁ মনোজ্যোতি জ্ব্বতামাজ্যস্য বৃহস্পতি ব্রজমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বদেবা স ইহ মাদবস্তা মোম্ প্রতিষ্ঠ । ওঁ অম্যৈ (পুং-দেবতা-অম্যৈ) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অম্যৈ প্রাণাঃ ক্ষবন্ত চ, অম্যৈ দেবত্ব সংখ্যাতৈঃ স্বাহা বলিবে । পবে যথাক্রমে নিত্য পূজায় লিখিতানুযায়ী পূজা করিবে ।

আরত্ৰিক ক্রিয়া ।

একত্রে পঞ্চ সপ্ত বা নবম প্রদীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া আরত্ৰিক ক্রিয়া করিতে হয় । প্রথমে কোণাব বামদিকে ভূমিতে জল দ্বারা একটা ত্রিকোন মণ্ডল করিয়া তদুপরি প্রজ্জ্বলিত পঞ্চপ্রদীপ স্থাপন করিয়া “আরত্ৰিক দীপায় নমঃ” বলিয়া তিনবার অর্চনা করিবে । পবে “অমুক দেবায় নমঃ” বলিয়া দীপ উৎসর্গ করিবে । পবে অমুক দেবায় নমঃ বলিবা দশবার জপ করিয়া দণ্ডায়মান হওত ভূমিতে বাম পদ এবং আসনোপরি দক্ষিণ পদ রাখিয়া যজ্ঞোপবিতের সহিত উত্তরীয় ধারণ পূর্ব্বক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আরত্ৰিক করিবে ।

আরত্ৰিক দীপমালা পাদ সন্নিহিতে চারিবার নাভিদেশে ছইবার মুখমণ্ডলে বারত্ৰয় এবং সর্বাঙ্গে সপ্তবার ঘুবাইবে । এই প্রথানুসারে কর্পূর দীপ দ্বারা, শঙ্খদ্বারা, বস্ত্র-দ্বারা, পুষ্পদ্বারা এবং দর্পণদ্বারা ও চামরদ্বারা আরত্ৰিক করিবে । পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে ।

হোম ও বলিদান বিধি অতি বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল ।

দেবোক্ষে ষড়ঙ্গস্থাপন করার নাম সকলীকরণ ।

শান্তিমন্ত্র ।

যজুর্বেদী—ও ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনোযজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোযঃ সহজোময়ি প্রাণাপানয়ো জন্মেছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য বাতিতীর্ণং বৃহস্পতি ঋতং দধাতু শনো ভবতু ভুবনস্যম্পতিঃ । ও অস্তিন ইন্দ্রো-বুদ্ধশ্রবাঃ অস্তিনঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ অস্তিন স্তার্কোহরিষ্টনেমি অস্তি নো বৃহস্পতি দধাতু । ও সুরস্বামভিষিক্ত ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদয়ঃ । বাহুদেবো অগ্নাথ স্তথা শঙ্করণঃ প্রভুঃ । প্রহ্মাশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্ত বিজয়ায়তে । আখণ্ডলোহগ্নি ভগবান যমোবৈ নিধুতি স্তথা । বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাদ্যক্ষ্যস্তথা শিবঃ । ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষোদিকপালাঃ পান্ডুভে সদা । কীর্তিগম্মা ধৃতির্মেধা পুষ্টি প্রক্কা ক্ষমামতিঃ । বুদ্ধিগজ্ঞা বপুঃ কান্তিঃ শান্তি স্তৃগীশ্চ মাতবঃ । এতাস্তা মভিষিক্ত ধর্মপত্ন্যাঃ স্নমঃ যুতাঃ । আদিত্য শ্চন্দ্রনাভোমো বৃধজীব সিতার্কজাঃ । গ্রহাস্তা মভিষিক্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ । ঋষয়ো মুনরোগাবো দেবমাতর এব চ । দেব পত্ন্যোহধ্বরা নাগা দৈত্যশ্চাপ্ সরাস-গনাঃ । অস্মাণি সর্পরশ্মাণি রাজানো বাহনানিচ । ওযধানিচ রত্নানি কালস্যা বয়বাশ্চবে । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলান্তৌর্ধানি জলদানদাঃ দেব দানব গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষসপন্নগা ।

ঋগ্বেদী—সদগী পাবয়ন্তে তনুঞ্চয়ন্তি বচোযথা আভ্যাবন্তঃ যমাবন্তঃ যত্র বেদমিতি ক্রবন্ যায়া কেতুং পুষ্পহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধনী সজ্জনানা মভিহিতো যত্র বেদমিতি ক্রবন্ ইন্দ্রস্তং কিং বিভুং প্রভুং ভানুনাং সরস্বতীং তেন স্বর্ঘ্য মবোচয়ং যে নোমে রোদসি উভে যুবস্বাণে আঙ্গিরসঃ কান্নং মেদ্যা তিথি নান্মা সোমস্য ববৃহং শোতস্মার্মধুমান্তমঃ যুবস্বাণে আঙ্গিরসঃ শোতস্মার্দেবরীতমঃ আশান্ত মাশান্তমভিঃ শান্তে অস্তি মকুর্ততঃ শন্নঃ কণিকৃদন্দেব পর্য্যন্যোহভিবর্ষতু ওষধয়ঃ প্রদীপস্তাং শন্নোদ্যাভা পৃথিবী সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোহস্ত দ্বিপদেশঞ্চতুপদে । ও অস্তিন ইন্দ্রোবুদ্ধ শ্রবাঃ অস্তিঃপুষা বিশ্ববেদাঃ অস্তিন স্তার্কোহরিষ্টনেমি অস্তিনো বৃহস্পতি দধাতু । ইত্যাদি যজুর্বেদোমত বলিবে ।

সামবেদী—ও মহাবামদেব্য ঋষি কীরটিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা শান্তি কশ্মনি বিনিয়োগঃ । ও কয়ানশ্চিত্রা আভুব দ্বীতী সদাবৃধঃ সখাকর্য্য সৃচিষ্টয়া বৃতা । ও কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্টো মংস দন্ধসঃ দৃঢ়াচি দারুজ্যে বহু । ও অভিষংঃ সখীনা মবিতা জরিত্রীনাং সতস্তবা স্ন্যতয়ে । ও অস্তিন ইন্দ্রোবুদ্ধশ্রবাঃ অস্তিনঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ অস্তিন স্তার্কোহরিষ্টনেমি অস্তিনো বৃহস্পতি দধাতু ॥ ও অস্তি ॥

দক্ষিণান্ত বিধি ।

যে বস্ত্র দক্ষিণা দেওয়া হইবে প্রথমে তাহা অর্চনা কদিয়া ধারণ পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবে । দথা রজতখণ্ড (টাকা) হইলে—রজতখণ্ডায় নমঃ, হরিহরকী হইলে—

হরিতকী ফলায় নমঃ বলিয়া জলের ছিটা দিবে। পরে-বিষ্ণু রোম্ তৎসদিত্যাদি অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা, পরার্থে হইলে স্বনামোল্ল্যেখ্যে (অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্মাঃ) কৃতৈতৎ মৎ সংকলিত অমুক কশ্মণঃ সান্নতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্মাণে ব্রাহ্মণায় অর্চকায় তুভ্যমহং সশ্রদদে । পূজকো গৃহীত্বা স্বতীতি বদেৎ ॥

অচ্ছিদ্রাব স্বারণ ।

কুতাঞ্জলি পূর্বক—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ কৃতৈতৎ অমুক কশ্মাচ্ছিদ্রমস্ত বলিবে ।

বৈগুণ্য সমাধান ।

কিঞ্চিৎ জল হস্তে লইয়া—বিষ্ণুরোম ইত্যাদি পাঠ পূর্বক অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা কৃতৈতৎ অমুক কশ্মণি যৎবৈগুণ্যং জাতং তদ্যৌষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণ-মহং করিষ্যে—ঔবিষ্ণু ঔবিষ্ণু ঔবিষ্ণু । শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি হরিবোল হরি ।

ইতি নৈমিত্তিক পূজা পদ্ধতি সমাপ্ত ।

বৈশ্বদেব বিধিঃ ।

দেব পূজাস্তে বৈশ্বদেব হোম করিতে হয় । যথা—

পৌরুষেণ তু সূক্তেন তত্র বিষ্ণুং সমর্চরেৎ ।

বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্যাদ্বলি কশ্ম তথৈব চ ॥

পুণ্য সূক্তের দ্বারা বিষ্ণু অর্চনা করিয়া অর্থাৎ দেবাদি পূজা করিয়া বৈশ্বদেব হোম করিবে পরে হোমাবশিষ্টদ্বারা বলি প্রয়োগ করিবে ।

সংস্থাপিত অগ্নিতে অন্ন আমান্ন বা ফলদ্বারা হোম করিতে হয় । অগ্নি সংস্থাপনে অক্ষম হইলে পাত্ৰান্তরে বা স্থলে হোম করিবে । পূর্বাভিমুখে উপবীতি অর্থাৎ সাধারণ

কৃত্বা শ্রাদ্ধং মহাবাহো ব্রাহ্মণাংশ্চ বিস্বজ্য চ ।

বৈশ্ব দেবাদিকং কশ্ম ততঃ কুর্যাদ্ভরাধিপ ॥

পিতৃ শ্রাদ্ধ মক্কা তু বৈশ্বদেবং কুরোতি যঃ ।

অকৃতং তত্তবেচ্ছাদ্ধং পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে ॥

ভবিষ্য পুরাণ ।

অকৃতে বৈশ্বদেবে তু ভিক্ষুকে গৃহমাগতে ।

উক্ত্য বৈশ্বদেবান্নং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জয়েৎ ॥

ব্যাসঃ ।

উত্তরিয় ও পবিত্র পাণি হইয়া আসনে উপবেশন পূর্বক দক্ষিণ জামু পাতিত করিয়া দেবতীর্থ দ্বারা (তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা) স্নাত হুঙ্ক দধি বা জল সংযুক্ত অগ্নে হোম করিবে । হোম মন্ত্র যথা—

১ ওঁ ভূঃ স্বাহা । ২ ওঁ ভূবঃ স্বাহা । ৩ ওঁ স্বঃ স্বাহা । ৪ ওঁ দেবকৃত সৈন্য সোহবযজন মসি স্বাহা । ৫ ওঁ পিতৃকৃত সৈন্য সোহবযজন মসি স্বাহা । ৬ ওঁ মনুষ্যকৃত সৈন্য সোহবযজন মসি স্বাহা । ৭ ওঁ অগ্ন্যং কৃতসৈন্য সোহবযজন মসি স্বাহা । ৮ ওঁ যদি বাচনকৃৎসনশক্রম যত স্যাবযজন মসি স্বাহা । ৯ ওঁ যৎস্বপশুশ্চ জাগ্রন্তসৈন্যশক্রম তস্যাবযজন মসি স্বাহা । ১০ ওঁ যদ্বিহাংসশ্চাবিহাংস সৈন্যশক্রম তস্যাবযজন মসি স্বাহা । ১১ ওঁ এনস এনসোহবযজন মসি স্বাহা । ১২ ওঁ অগ্নয়েষিষ্টকৃতে স্বাহা । এই দ্বাদশ মন্ত্রের দ্বারা দ্বাদশবার হোম করিয়া বলি প্রদান করিবে । বলি প্রদানে স্বয়ং অক্ষম হইলে পুত্র, ভ্রাতা, পুরোহিত, শিষ্য, ভাগিনেয়, মাতুল, পত্নী, শ্রোত্রিয় এবং যাজ্য, ইহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন করিবে ।

বলী প্রয়োগ ।

ভূমিতে জলক্ষেপ করিয়া হোমের শেষায় অসুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ পূর্বক—“ওঁ বিষেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ” বলিয়া ভূমিতে বলি দিবে, তদনন্তর ঐ বলির উপরিভাগে উক্ত মন্ত্র দ্বারাই জল প্রদান করিবে । ঐ বলির উত্তরে “ওঁ সংর্কেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ” বলিয়া দিবে এবং ঐ মন্ত্রেই জল দিবে । এই ছই বলির দক্ষিণভাগে প্রাচীনবীতি হইয়া এবং দক্ষিণাভিমুখে পাতিত বাম জামু হইয়া ভগ্ন কুশদ্বারা সতিল অগ্নকে অভ্যক্ষণ করিয়া পিতৃতীর্থ (অসুষ্ঠ মূল) দ্বারা—“ওঁ পিতৃভ্যঃ

কাম্য বলিঃ ।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসী সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্য সংঘা ।

প্রেতাঃ পিশাচান্তরবঃ সমস্তাঃ যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥ ৪৯ ॥

পিপীলিকাঃ কীট পতঙ্গকাদ্যাঃ বুভুক্ষিতাঃ কশ্মনিবন্ধ বন্ধাঃ ।

প্রয়াস্তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং স্তুখিনো ভবন্ত ॥ ৫০ ॥

যেষাং নমাতা নপিতা নবন্ধুঃ নৈবান্ন সিদ্ধির্গ তথান্ন মস্তি ।

তত্প্রয়েহন্নং ভূবি দত্ত মেতৎ প্রয়াস্ত তৃপ্তং মুদিতা ভবন্ত ॥ ৫১ ॥

ভূতানি সর্বাণি তথান্নমেতৎ অহঙ্ক বিষ্ণুর্গ যতোহহুদন্তি ।

তস্মাদহং ভূত নিকায় ভূতম্ অগ্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্ ॥ ৫২ ॥

চতুর্দশো ভূতগুণো য এষ তত্রস্থিতা যেহখিল ভূত সংঘাঃ ।

ভূত্যাংগন্নং হিময়া বিসৃষ্টং তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্ত ॥ ৫৩ ॥

১১অ, তৃঅংশ, বিষ্ণুপুণ্যং ॥

স্থান” বলিয়া বলি দিবে। তদনন্তর উপবীতি হইয়া দেবতীর্থ দ্বারা বলি প্রক্ষালিত জল এবং অন্ন গ্রহণ করিয়া—“ওঁ যক্ষৈভ্যন্তে নমস্তেস্তু মাহিংবী ওঁ যক্ষায় নমঃ” বলিয়া ঈশানকোনে ত্যাগ করিবে এবং ঐ মন্ত্র দ্বারাই ভক্তগণি জল প্রদান করিবে।

শূদ্রের অনধিকার অর্থাৎ শূদ্রেরা বৈশ্বদেব বলি দিবে না।

অতিথি ভোজন ।

বলি প্রদানের পর গো দোহন কাল বা উদপেক্ষা অধিক সময় পর্য্যন্ত অতিথির জন্ত প্রতীক্ষা করিবে যদি অতিথি না আইসে তাহা হইলে আচমন করিয়া দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক অবলোকন করিবে। যদি অতিথি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ভোজনীয় দ্রব্য প্রদান করিবে। অতিথি অপ্রাপ্ত হইলে একটা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে অথবা পিতৃদানীয় দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিবে।

গো-পূজা ।

ধ্যান—বর্ভনস্থ্যং জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণবর্ণাং ত্রিলোচনাং দ্বিতুজাং বেষ্টিতাং গোভির্বসনাং চোত চন্দনাং হ্রীং ওঁ ভগবতৈ নমঃ বলিয়া পুষ্পটী গোপাদ মূলে নিক্ষেপ করিয়া ওঁ গবে নমঃ বলিবে।

প্রণাম ।

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্য সৌরভৈরীভ্য এব চ।

নমো ব্রহ্ম সূতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥

গো-গ্রাস দান ।

কতকগুলি অন্নসহিত তৃণ গুচ্ছ হস্তে করিয়া গাভির নিকট গমন করতঃ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তৃণ গুচ্ছটী গাভিকে আহার করাইবে। মন্ত্র যথা—

সৌরভৈর্য্যঃ সর্ষহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্য রাশয়ঃ।

প্রতি গৃহস্থ মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্য ম'তরং ॥

প্রত্যহ এইরূপে গো গ্রাস প্রদান করিতে হইবে।

ভোজন ।

অন্নং ব্যাহতিভিহৃত্বা তথা মন্বৈশ্চ সাকলৈঃ ।

ভূতেভ্যশ্চ বলিং দত্ত্বা তত শ্লীয়াদনগ্নিমান্ ॥

গোতম ।

ব্যাহতি (গাযত্রী) দ্বারা এবং সকল মন্ত্রদ্বারা অন্নের হোম করিয়া এবং ভূতগণোদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া ভোজন করিবে ।

অর্দ্ধপাদস্ত ভূঞ্জীত প্রাঙ্খুশ্চাসনে শুচৌ ।

পাদাভ্যাং ধরনীং স্পৃষ্টপাদেনৈ কেন বা পুনঃ ॥

মহাভারত ।

আসনোপরি পাদার্দ্ধ রক্ষণ করিয়া অর্থাৎ পাদ দ্বাৰা আসন এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া পূৰ্ণাঙ্গ হইয়া ভোজন করিবে ।

উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘাসনান্নিতো ।

চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ বৰ্ত্তুলঞ্চাৰ্দ্ধচন্দ্রকং ॥

কর্তব্যমানুপূৰ্বেণ ত্রাঙ্কণাদিষু মণ্ডলং ।

অকুৰ্ব্বা মণ্ডলং যে তু ভূঞ্জতেহধমযোনরঃ ॥

তেষান্ত যক্ষরক্ষাংসি হরন্ত্যন্নানি তদ্বলং ॥

বোধায়নঃ ।

অন্নং দৃঢ়া প্রণম্যাদৌ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়ে ততঃ ।

অম্মাকং নিত্য মস্ত্রে তদিতি ভক্ত্যাথ বন্দয়েৎ ॥

কুৰ্ম পুৰাণ ।

আবুধ্যং প্রাঙ্খু খোভুক্তে যশস্যঃ দক্ষিণামুখঃ ।

শ্রিয়ঃ প্রত্যঙ্খু খো ভুক্তে ঋতং ভুক্তে হ্যদঙ্খুখঃ ॥

মল্লঃ ।

আয়ুঃ সৰ্ব বলাৰোগ্য স্তথ প্রীতি বিবৰ্দ্ধনাঃ ।

রম্যা নিক্স স্থিরা হৃদ্যা আহারা সাদ্বিক প্রিয়াঃ ॥

কটুম্ন লবণাতুষ্ক তীক্ষ্ণ রক্ষ বিদাহীনঃ ।

আহারা রাজস স্যেষ্ঠা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ ॥

যাত যামং গতরসং পুতি পুৰ্য্য যতঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ং ॥

গীতা ।

‘ পরে অন্নগুলিকে “স্বপ্রোক্ষিত মস্ত” বলিয়া গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করণানন্তর ভূমিতে একটি রেখা অঙ্কিত করিবে । পরে ঐ রেখার উপর—নাগায় নমঃ কুম্ভায় নমঃ, ককরায় নমঃ, শ্বেদন্তায়নমঃ, ধনঞ্জয়ায় নমঃ বলিয়া বাহ্য পঞ্চ বায়ুকে বলি প্রদান করিবে । তৎপরে আপোশান জল গ্রহণ করিয়া “অমৃতোপিস্তরগমসি স্বাহা” বলিয়া গণ্ডুব করিবে । পরে তর্জুনী মধ্যমা ও অনুষ্ট দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া “ওঁ প্রাণায় স্বাহা”, মধ্যমা অনুষ্ট ও অনামিকা দ্বারা “ওঁ অপানায় স্বাহা”, কনিষ্ঠ অনুষ্ট অনামিকা দ্বারা “ওঁ সমানায় স্বাহা”, কনিষ্ঠা অনামা মধ্যমা ও অনুষ্ট এই চতুরঙ্গুলি দ্বারা “ওঁ উদানায় স্বাহা”, পরে পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা “ওঁ ব্যানায় স্বাহা” বলিয়া পঞ্চ অন্তর বায়ুকে অর্হতি দিবে । পরে বাম হস্তের দ্বারা ভোগ পাত্র ধারণ করিয়া মৌনী হইয়া যথেষ্টা ভোজন করিবে । ভোজনান্তে অন্নলিপ্ত হস্তে ওঁ অমৃতাপিধান মসি স্বাহা বলিয়া প্রত্যাপোশান করিবে । গণ্ডুব জল অর্দ্ধ পান করিবে অর্দ্ধ ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে, সেই প্রক্ষিপ্ত জল দ্বারা পাতালস্থ নাগগণ পরিভূত হইবে । তৎপরে আচমন করিয়া ভুক্তোচ্ছিষ্ট গুলী জলের সহিত ভূমিতে প্রাণিগণকে মন্ত্র পাঠ পূর্বক অর্পণ করিবে । মন্ত্র যথা—

রৌরবে পূণ্য নিলয়ে পদ্মার্কুদ নিবাসিনাং ।

প্রাণিনাং সর্কভুতানামক্ষয়্য যুপতিষ্ঠতাং ॥

এই মন্ত্রে উচ্ছিষ্ট অর্পণ করিয়া সম্যকরূপে আচমন করিবে । পরে পূর্ব বা উত্তরাদ্যে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া অতীষ্টদেবের স্মরণ করিবে । পরে উদবে হস্ত প্রদান পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

অগ্নিরাপায়তাং ধাতুং পার্থিবং পবনেন্নিতঃ ।

দত্তাব কাশৌ নভসা জরয়তাস্তু মে সূখং ॥

অন্নং বলায় মে ভূমে রপামম্যা নিলস্য চ ।

ভবত্যেতৎ পরিণতো ময়্যাস্তু ব্যাহৃতং সূখং ॥

প্রাণাপান সমানানামুদান ব্যানয়ো শুখা ।

অন্নং তুষ্টি করং চাস্তু ময়্যাস্তু ব্যাহৃতং সূখং ॥

অগস্ত্য বহির্ঋড়াবানলশ্চ, ভূক্তং ময়্যন্নং জরয়ত্যশেষং,

সূখং মমৈতৎ পরিণাম সন্তুৎ, যচ্ছন্নরোগং মমচাস্তুদেহে ।

যথা সমস্তেন্দ্রিয় দেহি দেহে, প্রধান ভূতো ভগবান যথৈক,

সত্যেন তেনান্ন বিশেষ, যেতদারোগ্যদংমে পরিণাম মেতু ॥

বীৰ্য্যবত্তা যথৈবান্নং পরিণাম মবৈতিহি ।

সত্যেন তেন মদু ভুং জীৰ্য্যত্ন মিদং তথা ॥

ঐ মন্ত্র দ্বারা উদর পরিমার্জনান্তর পুনরাচমন করিয়া তাবুল ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে। তৎপরে যথাইচ্ছা অধ্যয়ন বা বিহারাদি করিবে। প্রতিদিন এই নিয়মে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করাকে নিত্য কৰ্ম্ম বলে।

ইতি নিত্য কৰ্ম্মবিধি সমাপ্ত ।

নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ।

নৈমিত্তিক কৰ্ম্মবিধি স্থানে স্থানে পূৰ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। দশবিধ সংস্কারাদি কার্য, ও নৈমিত্তিক পূজা পদ্ধতি ব্যতীত অন্যান্য শ্রাদ্ধাদিবিষয়ের প্রসঙ্গ করা এগ্রহের উদ্দেশ্য নহে স্মরণ্য পরিত্যক্ত হইল।

কাম্য কৰ্ম্ম ।

বাগ, যজ্ঞ, মহাদান, দেবতাদি প্রতিষ্ঠা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা এবং ব্রতাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান করাকে কাম্য কৰ্ম্ম বলে। এই সকল কাম্য কৰ্ম্মের বিষয় বিবৃত করা এই গ্রন্থে নিম্প্রয়োজন হেতু ক্ষান্ত হইতে হইল।

সাধন প্রকার ।

পূৰ্ব্বোল্লিখিত নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি সাধ্য কৰ্ম্ম সকল প্রকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিলে তবে কোনরূপ বিশেষ সাধন কার্যে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা জন্মে। তখন বাহার মনে ঘেরূপ অভিলাষ তিনি তদ্রূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। বাহার যাহা ইষ্ট তাহার তদ্বিষয়েই সাধন করা কর্তব্য। সাধনান্তে ইষ্ট সিদ্ধ হইলে সাধক তখন সকল প্রকার সাধন কার্যই হস্তগত করিতে পারেন। সাধারণতঃ সাধন দুই প্রকার। প্রযুক্তি ও নিবৃত্তি। প্রযুক্তি সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহ সংসারে সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিয়া অন্তে মোক্ষলাভ করা আর নিবৃত্তি সাধনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহ সংসারে সুখ সমৃদ্ধি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্তে কেবল মোক্ষ লাভ করা। এই দুই প্রকার সাধন মধ্যে বাহার ঘেরূপ প্রযুক্তি তিনি তদ্রূপই করিয়া থাকেন। নিবৃত্তি

সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ভোগ স্পৃহা না থাকিলেও তাঁহাকে প্রযুক্তি সাধনকার্য্য সমাপনানন্তর নিবৃত্তি সাধনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে । অর্থাৎ সাধনকার্য্য সকল যে প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা সকলের পক্ষেই করণীয় । তাহার মধ্যে কাহারও ভোগ স্পৃহা থাকে কাহারও বা থাকে না, এই মাত্র প্রভেদ ; কিন্তু পদ্ধতি অনুসারে সকলকেই চলিতে হইবে ; না চলিলে প্রত্যব্যয় হইবে অর্থাৎ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না । হেতু এই যে ; মনের প্রসন্নতা জন্মিবে না, সুতরাং সিদ্ধি লাভ করা দুষ্কর হইবে । এজন্য শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, যাবৎকাল সংসারমুখ স্পৃহা পরিতৃপ্ত না হয়, তাবৎকাল গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি কর্ম্ম সকল করিবে ; তৎপরে ভোগ স্পৃহার অবসান হইলে নিবৃত্তি ধর্ম্ম সাধন জন্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে । যথা—

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ ।

বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

৬ষ্ঠ অঃ মনু ।

স্নাতক দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় এইরূপ বিধি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভোগ স্পৃহার পরিতৃপ্ত হইলে ইন্দ্রিয় সংযমের নিমিত্ত বনে বাস করিবে ; অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্মসাধনে তৎপর হইবে ।

প্রযুক্তি ধর্ম্মসাধন বা কর্ম্মকাণ্ড সমাপ্ত ।

সাধন-কম্পের তৃতীয়ানুকম্পা সম্পূর্ণ ।

আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন ।

সাধন-কল্প চতুর্থাকল্প ।

নিবৃত্তি ধর্ম সাধন বা জ্ঞানকাণ্ড ।

নিবৃত্তি ধর্ম সাধন অতিশয় কঠিন একেবারে ভোগ ও স্পৃহা হইলে, তবে নিবৃত্তি ধর্ম সাধনে উপযোগী হওয়া যায়। এজন্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া, ক্রমশঃ ছন্দ্র তপস্যা, ব্রত, নিয়ম ও সাধন চতুষ্টয় দ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে হয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যেরূপ পাপক্ষয়জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কার্য করিয়া ক্রমে পবিত্রতা (চিত্তশুদ্ধিঃ) সঞ্চয় করিতে হয়, বানপ্রস্থাশ্রমে সেইরূপ ভোগস্পৃহা ক্ষয় জন্য ব্রত নিয়মাদি কার্য করিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য সঞ্চয় করিতে হয়। বৈরাগ্যের দ্বারা বসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ভোগস্পৃহার নিবৃত্তি হয় বলিয়া, বানপ্রস্থাশ্রমেব ধর্ম সাধনকে নিবৃত্তি ধর্ম সাধন বলা যায়। বানপ্রস্থাশ্রমের যাবতীয় কর্ম সমস্তই নিষ্কাম। এজন্য গৃহস্থাশ্রমের ধর্মের নাম প্রবৃত্তি ধর্ম আর বানপ্রস্থাশ্রমের ধর্মের নাম নিবৃত্তি ধর্ম। যথা—

ইহ চা মুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে ।

নিষ্কামং জ্ঞানং পূর্নস্ত নিবৃত্তমুপদিষ্টতে ॥ ৮৯ ॥

১২ অ, মনু ।

ইহলোকে সুখভোগ জন্ম এবং পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ জন্ম যে সকল বেদবিহিত কর্ম সংসার প্রাপ্তির হেতু বিধায়, তাহাকে প্রবৃত্তি ধর্ম সাধন, আর ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস পূর্বক যে সকল নিষ্কাম কর্ম সংসার নিবৃত্তির হেতু বিধায়, তাহাকে নিবৃত্তি ধর্ম সাধন বলা যায় ।

প্রবৃত্তং কর্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাং ।

নিবৃত্তং সেবমানন্ত ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ ॥ ৯০ ॥

১২ অ, মনু ।

প্রবৃত্ত কর্মের সংসাধন দ্বারা দেবতুল্য গতিলাভ হয়, আর নিবৃত্তি কর্মের সাধন দ্বারা ভূত প্রপঞ্চকে অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ হয় ।

নিবৃত্তি ধর্ম সাধন অতীব দ্রুত; ইহা ইচ্ছামাত্রেই প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, বহির্গমনাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণকে অন্তরনিবিষ্ট করা, ইচ্ছাকরিলেই হয় না। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা সাধন করিতে হয়। যথা—

অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নরোধঃ ॥ ১২ ॥

সমাধিপাদ পাতঞ্জল ।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ চিত্তাভ্যস্ত বহির্গতি ফিরিয়া অন্তর্মুখা গতি জন্মে। তখন কেবল আত্মার প্রতিই চিত্তের অভিনিবেশ হইতে থাকে। এবম্প্রকার আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত বৈরাগ্যাভ্যাস (১) করিতে হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই সংসারশক্তি পরিত্যাগ হয় না, এবং সংসারশক্তি পরিত্যাগ না হইলেও নিবৃত্তি পথাবলম্বনে সমর্থ হওয়া যায় না; সুতরাং যত্নের সহিত বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে হয়। যথা—

তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ

যেদ্রুপে হউক না কেন যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হয় যত্নের সহিত তাহারই অনুষ্ঠান করার নাম অভ্যাস। এরূপ অনুষ্ঠান অল্লাস সাধ্য নহে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, যত্ন ও বিশেষ উৎসাহের সহিত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শম দমাদি সাধন করিতে হয়। ঐ সাধনকে শাস্ত্রে বৈরাগ্যাভ্যাস সাধন চতুষ্টয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে কি প্রণালীতে সাধন চতুষ্টয়ে সম্পন্ন হওয়া যায়? এবিষয়ে শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে—

(১) বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

ভ্রুতাদি স্থাবরাস্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষস্ব ॥

যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তান্ধি নির্মলং ॥ ৪ ॥

অপরোক্ষানুভূতি ।

কাকবিষ্ঠাতে যজ্ঞপ কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না, তদ্রূপ সত্য লোক হইতে মর্ত্যলোক পর্য্যন্ত বিষয়ে যে অনিচ্ছাভাব তাহারই নাম বৈরাগ্য। ঐ বৈরাগ্য অতি নির্মল পদার্থ ॥

সবর্ণাশ্রম ধর্মোণ তপসা হরি তোষণাৎ ।

সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ং ॥ ৩ ॥

অপরোক্ষানুভূতিঃ ।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের আপন আপন আশ্রম বিহিত ব্রহ্মচর্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান, কৃচ্ছ্র-
চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্তরূপ তপস্যা, এবং সর্বভূতে দয়া প্রকাশাদি এবং ভগবানের
প্রীতিসাধন কর্ম্ম, এই ত্রিবিধ কারণে বৈরাগ্যাদি (২) সাধন চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয় ।
অর্থাৎ যাহারা প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিয়াছেন তাঁহারা ই নিবৃত্তিধর্ম্ম সাধনে
যথার্থ অধিকারী । যে হেতু প্রবৃত্তি ধর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে ।
অর্থাৎ সমস্ত পাপপরাশি ধ্বংস হইয়া হৃদয়কে পবিত্র করে । তখন প্রকৃত বিবেক উপস্থিত
হইয়া হৃদয়ক্ষেত্রে সাহিত্যিক বৈরাগ্যের (৩) উদয় করাইয়া দেয় । সাহিত্যিক বৈরাগ্য ভিন্ন

(২) বাহুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকম্ ॥

১।২।৭। ভাগবত ।

ঈশ্বর বিপর্যয়ী ভক্তির সংযোগে শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং জ্ঞান স্বয়ং উৎপাদিত
হইয়া থাকে ।

(৩) ক্রিয়াক্রম প্রয়োগেন প্রসন্ন মনসোঁনব ।

নিয়মেন ক্ষয়ং যাতি হৃদ্যং জন্ম জন্মজং ॥ ৩১ ॥

১১ অ, মুমুক্শুপ্রকরণ, যোগবাসিষ্ঠ ।

হে রম্যকৃত্তিক রামচন্দ্র ! ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা এবং নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা
জীবের চিত্তশুদ্ধি হইলে, পূর্নকৃত জন্ম জন্মান্তরীয় হৃদ্যতির সম্যক ফলন হয় ।
ক্রিয়াক্রম অর্থে অষ্টচত্বারিংশং সংস্কার যথা—১ দান, ২ তীর্থযাত্রা, ৩—১২ গর্ভাধানাদি
দশবিধ সংস্কার ও ১৩ বেদাধ্যয়ন, ১৪ ব্রত, ১৫ নিয়ম, ১৬ জ্ঞান, ১৭ পত্নীসংযোগে পক্ষ-
যজ্ঞানুষ্ঠান ও নিত্য নৈমিত্তিক পার্শ্ব ১৮ অষ্টকাঙ্গি পিতৃশ্রাদ্ধ, এবং ১৯ শ্রাবণী,
২০ অগ্রহায়ণী, ২১ চৈত্রী, ২২ অশ্বীনীয়া সপ্ত পাকস্থ্য অগ্নি আধেয়, ২৩ অগ্নিহোত্র,
২৪ দর্শ, ২৫ পৌর্ণমাস্য, ২৬ চতুর্দশ্য, ২৭ ইষ্টনিরুদ পণ্ডবকন, ২৮ সৌত্রামনি, ২৯ সপ্ত-
হবি ৩০ যজ্ঞসংস্থা, ৩১ অগ্নিষ্টোম, ৩২ উকথ্য, ৩৩ বোড়শী, ৩৪ বাজ্রপেয়, ৩৫ অতিরাজি-
৩৬ উত্তোষ্যম এবং ৩৭ সপ্তসোম যজ্ঞাদি । অপর অষ্ট সংস্কার আশ্রম সহ গুণ অর্থাৎ
দশেক্সিয় প্রাণ মনোবুদ্ধির সংযমন ইত্যাদি । এই সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয়
হইলে বৈরাগ্য উদয় হয় । ক্রমে জীবের চিত্তক্ষেত্রে বীজাকুরবৎ তত্ত্বজ্ঞান অকুরিত হইয়া
থাকে ; নচেৎ কেবল বাক্যাড়ম্বর দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না । ইহা শ্রুতিতে ও অনুশাসন

রাজসিক বা তামসিক বৈরাগ্য অবলম্বনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। কারণ, সেরূপ বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং জ্ঞানোদিত বৈরাগ্যও নহে উহা কেবল অভিলাষের অসূর্য্যে অথবা অপমানাশঙ্কায় উপস্থিত হয় মাত্র। যে বৈরাগ্য নিমিত্ত রহিত অর্থাৎ যাহা অকারণে পবিত্র মানসক্ষেত্রে আপনা হইতে উদ্ভূত হয় তাহাই সত্যিক বৈরাগ্য। পাপরাশী ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত শুদ্ধি না হইলে অনিমিত্তক সাত্বিক বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না।

তে মহান্তো মহা প্রজ্ঞা নিমিত্তেন বিনৈবহি ।

বৈরাগ্যং জায়তে যেযাং তেষামমল মানসং ॥ ২৪ ॥

১১ অ মু প্র যোগবাশিষ্ট ।

এই পৃথিবীতে যাহাদিগের বিনা কারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহারা মহাপ্রজ্ঞা অর্থাৎ নির্মল মানস এবং পরিশুদ্ধ বুদ্ধিমান, এবং তাহারা মহাপ্রজ্ঞা অর্থাৎ উত্তম সুপণ্ডিত ।

এইরূপ বিবেক সম্পন্ন না হইলে বৈরাগ্যাগি সাধন চতুষ্টয়ে উপযোগী হওয়া যায় না। সুতরাং স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মাচরণ করিলে কাকতালীর ন্যায় আপনা আপনি বিবেক উৎপন্ন হইয়া পরমাত্ম তত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে। যথা—

দুষ্কৃতে ক্ষয়মাপন্রে পরমার্থ বিচারণে ।

কাকতালীয় যোগেন বুদ্ধির্জন্তোঃ প্রবর্ততে ॥ ৩২ ॥ ঐ

কর্ম্মযোগ সহকারে পরমার্থ তত্ত্বানুশীলনে জীবের পাপরাশী বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, কাকতালীর ন্যায় জীবের পরিশুদ্ধ বুদ্ধিতে পরমাত্ম তত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে।

করিয়াছেন—যথা—“ তমেতং বেদানু বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেনেত্যাদি ” বেদানুবচন অর্থাৎ বেদপাঠদ্বারা, যজ্ঞদ্বারা, দানদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, অনাশক ব্রতদ্বারা, ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে রাম! কর্ম্মত্যাগ না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না; এবং কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্মত্যাগ হয় না। অতএব চিত্তশুদ্ধির জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমানুসারে ধর্ম্মাচরণ করা কর্তব্য।

সর্বসৈবহি সর্বস্য সাধোরপি বিবেকিনঃ ।

নিমিত্ত পূর্ব্বং বৈরাগ্যং জায়তেরামরাজসং ॥ ২১ ॥ ঐ

হে রঘুবর! এই অবনি মণ্ডলে সাধু, বিবেকী এবং সংসারাসক্ত মহাত্মা সকলের কখন কখন কোন না কোন কারণ বশতঃ যে নৈমিত্তিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা রাজস বলিয়া জানিহ।

কাকতালীয় যথা—পরিপক্বাবস্থায় তালফলের পতন কাল উপস্থিত হইলে ঠিক সেই সময়ে তত্পরি কাক বসিবামাত্র তালফলটা ভূমিতে নিপতিত হইলে লোকে বলিয়া থাকে যে কাকে তাল ফেলিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক কাকের ভরে তাল পড়ে না । পতন সময় উপস্থিত হইলে আপনিই পড়ে । সেইরূপ কৰ্ম করিতে করিতে শুভাশুভ ফল পরিপক্ব কালে জ্ঞান আপনি জন্মে, তদ্বিন কৰ্ম করিবা মাত্রই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে এমন কোন কথা নাই । পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই ফলোন্মুখে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এজন্য বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে—

শাস্ত্র সজ্জন সংসর্গ পূর্বকৈঃ সতপোদমৈঃ ।

আদৌ সংসার মুক্ত্যর্থং প্রাজ্ঞামেবাতি বদ্ধয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

১১ স্বর্গ, যমুক্ষু প্রকরণ, যোগবাসিষ্ট ।

হে রামবঃ ! এই দারুণ সংসার যাতনার নিবারণ জন্য সাধুশাস্ত্রের আলোচনা ও সাধুসঙ্গ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং তপস্যা দ্বারা সদসং বিবেচনায় পরিশুদ্ধ শুভবুদ্ধির উদয় কর ।

অতএব চিত্তশুদ্ধির (৪) জন্ত স্ব স্ব আশ্রমোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া সাধন চতুষ্টয়ের সিদ্ধি লাভ জন্য আপনাকে যোগ্য করিতে হয় । সেই যোগ্যতা লাভের নাম চিত্ত শুদ্ধি । তদ্বিন কৰ্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু জ্ঞানলাভের হেতু হয় । এজন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভূয়োঃ ভূয়োঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছেন । সেই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নাম সাধন চতুষ্টয় । এই সাধন চতুষ্টয়ই তপস্তা ।

(৪) চিত্তশুদ্ধিতে কৰ্ম্ম ন তু বস্তৃপলক্যে ।

বস্তৃ সিদ্ধির্নিচারাণে ন কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম কোটিভিঃ ॥ ১১ ॥

বিবেক চূড়ামণি ।

চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য কিন্তু বস্তৃতঃ কৰ্ম্ম ব্রহ্ম উপলব্ধির হেতু নহে । কিন্তু ব্রহ্ম উপলব্ধির অবলম্বন যে জ্ঞান সেই জ্ঞানোপার্জনের হেতু ; তদ্বিন কোটি কৰ্ম্মের দ্বারাও ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না, কেবল বিচারের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় ।

হিমালয় প্রতি দেবী বাক্য । যথা—

তস্মাৎ সর্বাণি কৰ্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে ।

চিত্তশুদ্ধ্যং তমেব স্ন্যস্তানি কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥

৩৩ অ, দেবী ভাগবত ।

হে মহামতে ! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্যের উদয় না হয় তাবৎ যত্ন পূর্বক শ্রদ্ধা সহকারে বেদবিহিত কৰ্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।

সাধন চতুষ্কয় ।

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মণীষিভিঃ ।

যেষু সংশ্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি ॥ ১৮ ॥

বিবেক চূড়ামনি ।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বিষয়ে পাণ্ডিত্যগণ চতুর্বিধ সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন । যদ্বারা সাধকের ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ হয় এবং তাহার অভাব হইলে সিদ্ধি লাভেরও অভাব হইয়া থাকে ।

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে ।

ইহামুত্র ফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ।

শমাদি ষট্‌ক সম্পত্তির্নুমুক্ষুত্বমিতিক্ষুটম্ ॥

পণ্ডিতাগণ সেবিতা সাধনেতি চতুষ্কয়ম্ ॥ ১৯ ॥

বিবেক চূড়ামনি ।

প্রথম সাধন—নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ । দ্বিতীয় সাধন—ইহা মুক্তার্থ ফল ভোগ বিরাগঃ । তৃতীয় সাধন—সাম দমাদি ষট্‌ক সম্পত্তিঃ । চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্বমিতি ॥

১ । নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ ।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকের অর্থ (১) এই যে—ব্রহ্মের সত্যং জগন্নিথ্যেতি নিশ্চয়ঃ । অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য এই উভয় পদার্থের বিচার । সেই বিচার কি রূপ ? এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য তত্ত্বের সমস্ত জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা, মন মধ্যে এই রূপ দৃঢ় নিশ্চয় করাকেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলে ।

(১) ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিথ্যে ত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ ।

সোহয়ং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ২০ ॥

বিবেক চূড়ামনি ।

ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা এইরূপ স্থির নিশ্চয় করার নামই নিত্যানিত্য বস্তু বিচার রূপে উক্ত হইয়াছে ।

অবশ্য মিহি বিচারকৃতে সকল ছঃখ পরিত্যজ্যে ভবতি ।

মুমুক্ষু প্রকরণ বোগবশিষ্টে ।

তববিচার করিলে মনুষ্যদিগের অবশ্য সকল ছঃখের পরিত্যজ্য হয় ।

২। ইহা মূত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগঃ ।

ইহামূত্র ফল ভোগ বিরাগের (৬) অর্থ এই যে—ইহ স্বর্ণ ভোগেষু ইচ্ছা রাহিত্যম্ । অর্থাৎ ইহ জগতের বিষয়সুখেচ্ছা এবং মৃত্যুর পর স্বর্ণসুখেচ্ছা, এই উভয় প্রকার সূখ ভোগেচ্ছা না থাকার নাম ইহা মূত্র ফল ভোগ বিরাগ ।

৩। শম দমাদি ষট্ ক সম্পত্তিঃ ।

শম দম প্রভৃতি ছয়টা সম্পত্তি । সেই ছয়টা কি কি ? শমদমোপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা সমাধানক্ৰেতি (১) শম, (২) দম, (৩) উপরতি, (৪) তিতিক্ষা, (৫) শ্রদ্ধা, (৬) সমাধান ।

(২) দেহাদি ব্রহ্মপর্য্যস্তে হ্যানিত্যে ভোগবস্তুনি ।

বিরজ্য বিষয় ত্রাতাদৌষ দৃষ্ট্যা মুহুর্মুহঃ ॥ ২২ ॥ বিবেক চূড়ামনি ।

ভোগ্য বস্তু স্বরূপ অনিত্য শরীর হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা পূর্বক সেই সকল শরীরে পুনঃ পুনঃ দৌষ দর্শন করিয়া অর্থাৎ নশ্বরত্ব বোধ করিয়া, বিষয় জালে যে বিরক্তিতাব তাহারই নাম বিরাগ ।

(৩। ১) শমঃ ।

“স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে” । বিবেক চূড়ামনি ।

আপনার লক্ষ্য বস্তুতে মনের সংযতাবস্থার নাম শম । অর্থাৎ মনোনিগ্রহকে শম বলে । শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্তনঃ শমঃ—অর্থাৎ পরমাত্ম বিষয়কে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন সংসার সম্বন্ধীয় বিষয় বর্গ হইতে মনের যে সংযম এবং ব্রহ্ম বিষয়কে শ্রবণাদিতে যে মনের প্রবর্তন তাহাকে শম কহে । শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—“শমো মগ্ধতা বুদ্ধিঃ” আমাতে নিষ্ঠতা যে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানের নিষ্ঠ যে বুদ্ধি তাহারই নাম শমঃ ।

(৩। ২) দমঃ ।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্ব স্ব গোলাকে ।

উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৩ ॥ ঐ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়কে বিষয় পদার্থ হইতে পরাবর্তন পূর্বক স্ব স্ব আধারে সংস্থাপন করার নাম দম । অর্থাৎ—বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম । কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দমঃ । পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্ (বাক্য), পানি (হস্ত), পাদ (চরণ), পায়ু (শুভ্রদ্বার), ও উপস্থ (লিঙ্গ) এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুঃ, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ, স্পর্শেন্দ্রিয় নাসিকা, রসেন্দ্রিয় জিহ্বা, ও স্পর্শনেন্দ্রিয় ত্বক্ । এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে সংসার বিষয় হইতে নিগ্রহ করাকে বা নিবৃত্তি করাকে দম কহে ।

(৩। ৩) উপরতিঃ ।

বাহ্যানাংলব্ধং বৃত্তেরেষোপরতি রুত্তমা ॥ ২৪ ॥ বিবেক চূড়ামণি ।

বাহ্য বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অনালম্বনকেই উত্তম উপরতি কহে । বিহিতানাং কৰ্ম্মণাং বিবিনা ত্যাগঃ । অর্থাৎ বেদাদি বিহিত কৰ্ম্মকাণ্ডের যথা বিধানে পরিত্যাগকে উপরতি কহে । “শ্রবণাদিষু বর্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষেব বর্তনং বোপরতি”—অর্থাৎ সাংসারিক শ্রবণাদিতে নিত্য প্রবৃত্ত মনকে সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্ম-বিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবর্তন করাকে উপরতি কহে ।

(৩। ৪) তিতিক্ষা ।

সহনং সৰ্ব্ব ছুঃখানাং প্রতীকার পূৰ্ব্বকম্ ।

চিত্তা বিলাপ রহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে ॥ ২৫ ॥ ঐ ।

চিত্তা বিলাপ বহিত হইয়া অপতিকার পূৰ্ব্বক সকল প্রকার ছুঃখ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে । “শীতোষ্ণ স্তূপ ছুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহনং দেহ বিচ্ছেদ ব্যতিরিক্তঃ”—অর্থাৎ যাহাতে শরীর নাশ না হয় একপ শীত উষ্ণ এবং স্তূপ ছুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব পদার্থের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে । “নিগ্রহশক্তা বপি পরাপরাধে সোচ্চুঃখং বা তিতিক্ষা” । অর্থাৎ—নিগ্রহকরণ সামর্থ্য সত্ত্বে ও অপরের অপরাধ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে ।

(৩। ৫) শ্রদ্ধা ।

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্য বুদ্ধ্যবধারণম্ ।

সা শ্রদ্ধা কথিতা সত্ত্বির্ঘিয়া বস্তুপলভ্যতে ॥ ২৬ ॥ ঐ ॥

শাস্ত্র ও গুরুবাক্য সত্য বোধে যে অবধারণ তাহাকেই শ্রদ্ধা কহে । শ্রদ্ধা দ্বারা পবনবস্ত্র ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায় । “গুরু বেদান্ত বাক্যেযু অতীত বিশ্বাসঃ” গুরুবাক্য ও বেদান্ত বাক্যপ্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে ।

(৩। ৬) সমাধান ।

সৰ্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নিৰ্ম্মলে ।

তৎ সমাধানমিত্যুক্তং নতু চিত্তস্য চালনম্ ॥ ২৭ ॥ ঐ ॥

নিৰ্ম্মল ব্রহ্মে সৰ্ব্বদা বুদ্ধির যে সংস্থাপন তাহার নাম সমাধান । কিন্তু সৰ্ব্বদা চিত্তের যে চালনা তাহা সমাধান নহে অর্থাৎ স্পষ্ট উপভোগে চিত্তবৃত্তি বুদ্ধি পাইলে সমাধান সিদ্ধি হয় না । চিত্তৈকাগ্রতা ব্রহ্মেতে মনের একাগ্রতার নাম সমাধান । শ্রবণাদিষু বর্তমানং মনোবাসনাবশাদ্ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষ দৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং । অর্থাৎ পরমাত্ম শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মনঃ যে যে সময়ে বাসনা বশতঃ বিষয় গত হয় সেই সেই সময়ে পদার্থ ক্ষণিকত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে মনকে সন্নিবিষ্ট করার নাম সমাধান ।

৪। মুমুক্শুঃ ।

মুমুক্শুঃ অর্থাৎ—মোক্ষার্থে তীব্রেচ্ছাবশ্যং । ভব বন্ধন মোচনের নিমিত্ত যে অতি তীব্র ইচ্ছা তাহার নাম মুমুক্শুতা ।

এতৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তিঃ ।

ইহাকেই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি বলা যায় ।

সাধন চতুষ্টয় সম্বন্ধে পূর্বাপর আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, সাধন চতুষ্টয়ের ভিত্তি মূল বৈরাগ্য বা বিবেক জ্ঞান । নিত্যানিত্য বস্তু বিচার দ্বারা এই বিবেক জ্ঞান পরিপক্ব হয় । কি রূপে সেই বিচার করিতে হয় তাহার প্রণালী এই—

কোহং কথমিদং জাতং কোবৈ কর্তাংশ্চ বিদ্যতে ।

উপাদানং কিমন্তীহ বিচারঃ সোহয় মীদৃশঃ ॥ ১২ ॥

অপরাক্ষণত্বাৎ ।

আমি কে ? এই জগৎ কি রূপ ? কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কেই বা এই জগতের কর্তা এবং ইহার উপাদানই বা কি অর্থাৎ কিসের নিমিত্ত ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ অনুসন্ধান করা । এই রূপ অনুসন্ধানই বিচার এবং এই বিচারই জ্ঞানের কারণ ।

সাধন চতুষ্টয়নিষ্ঠ ব্যক্তিই এরূপ বিচার করিবার যোগ্য পাত্র, তত্ত্বিন্ন অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি কেবল মোখিক বিচার করিতে সমর্থ হইতে পারে, কিন্তু বিচারের ফল ভোগ পূর্বক শাস্তি লাভ করিতে পারে না । শাস্তি লাভ করিতে না পারিবার কারণ অবিবেক অর্থাৎ বিবেক জ্ঞান রহিত জন্য অপারক হয় । বৈরাগ্য ব্যতীত যে আরকোন উপায়ে শাস্তি লাভ হয় না ইহা সকল শাস্ত্রেরই মত । বেদান্ত শাস্ত্রে যে রূপ বৈরাগ্যাবস্থা দেখাইবার জন্য সাধন চতুষ্টয়ে বর্ণনা দেখা যায়, সাংখ্য শাস্ত্রেও সেই রূপ ব্যবস্থা দেখাইবার জন্য ক্রিয়াযোগত্রয়ের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় । ক্রিয়াযোগত্রয় কিরূপ ? যথা—

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১৮ ॥

সাধন পাদ-পাঁচজল দর্শন ।

(৪) অহংকাবাদি দেহান্তান্ বন্ধনজ্ঞান কল্পিতান্ ।

স্বরূপাববোধেন মোক্ষমিচ্ছা মুমুক্শুতা ॥ ২৮ ॥ ঐ ॥

আপনার স্বরূপ (অর্থাৎ আপনি যে কে ইহা) জ্ঞান দ্বারা অবদারণ করতঃ দেহ এবং সেই দেহ অহংকারাদি জন্য যে বন্ধন, তাহার মোচনের ইচ্ছার নাম মুমুক্শুতা ।

তপস্তা, স্বাধ্যায় (বেদাভ্যাস) ও ঈশ্বর প্রণিধান । এই তিন প্রকার কার্য্যকে ক্রিয়াযোগ বলে ।

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদি অমুষ্ঠান করার নাম তপস্তা । প্রণব (ঈকার) প্রভৃতি ঈশ্বর বাচক শব্দের রূপ ও তাহার অর্থ চিন্তা এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মৰ্ম্মানু-সন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায় । ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরার্পিত চিন্তা হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বর প্রণিধান । এই ক্রিয়াযোগ উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পরি-ণামে যে ফলের উদয় হয় আব সাধন চতুষ্ঠয় উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলেও সেই ফলের উদয় হয় । অর্থাৎ এই উভয় প্রকার কৰ্ম্ম, মুষ্ঠান বা সাধন মধ্যে যেইটাতেই কৃতকার্য্য হইবে, সেইটির দ্বারাই সাত্ত্বিক বৈরাগ্যের উদয় হইবে । সেই স্বাত্ত্বিক বৈরাগ্যকে দৃঢ় করিবার জন্য বানপ্রস্তাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক যোগ আশ্রয় করিবে । যথা—

বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ ।

চতুর্থ মায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিত্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥

৬ অ, মম্ব ।

পরমায়ু ব তৃতীয় ভাগ এইরূপে ছশ্চর তপস্তার অমুষ্ঠান করিয়া চতুর্থ ভাগে বিষয় যজ্ঞ পরিহর পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনঃ সমাধান করতঃ পরিত্রজ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে ।

ইতি সাধন চতুষ্ঠয়ঃ ।

‘‘ ‘‘ ‘‘

তপস্তা ।

তপোমূলমিদং সৰ্ব্বং দৈবং মানুষকং সুখং ।

তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোহন্তং বেদদর্শিভিঃ ॥ ২৩৫ ॥

১১ অ, মম্ব ।

বেদজ্ঞ ঋষিরা কহিয়া থাকেন যে ইহজগতের আদি, অন্ত, ও মধ্য সৰ্ব্বত্রই তপস্যার কারণরূপে বিরাজ করিতেছে । দেবও মানবের যে কেছু সুখ সম্পত্তি সকলের মূলই তপস্যার ॥ ২৩৫ ॥

সংসারশক্ত মানব জীব বিনা উপায়ে, বিনা চেষ্টায় এবং বিনা অভ্যাসে সাধন কার্য্যে প্রবেশ করিয়াই কেহ কখনও কৃতকৃতার্থ হইতে পারেনা । তাহার কারণ এই

যে, সে শক্তি নাই। কি শক্তি নাই? ইচ্ছা শক্তি নাই, ক্রিয়া শক্তি নাই এবং জ্ঞান শক্তি ও নাই। এই ত্রিশক্তির কিছুই নাই। কেন নাই?—যে হেতু বিষয়ী ব্যক্তির আধি, ব্যাধি, ভ্রম, সংশয়, প্রমাদ, ভয়, আলস্য ও ক্রোধাদি বিষ (১) দোষে জর্জরীভূত বলিয়া সাধন যোগ্য ক্রিয়া শক্তি নাই; কোন কার্যের দ্বারা কিরূপে মনের বৃত্তি সকল বর্জন বা দমন করিতে হয়, কোন্ কার্যের দ্বারা মন এবং শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায়, কোন্ কার্য হিত, কোন্ কার্য অহিত, এবং কোন কার্যের সহিত কোন্ কার্যের কি সম্বন্ধ? এতদূর হৃক্ষ্য বিচার করিবার জন্য জ্ঞান শক্তি ও নাই। এই দুই শক্তির অভাব হেতু ইচ্ছা শক্তিও নাই। স্মরণ শক্তি নাই। যে স্থলে শক্তি নাই সে স্থলে কি করা উচিত? না—উপায় অবলম্বন করা উচিত।
যেহেতু—

উপায়েন হি সিদ্ধান্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ ।

শাস্ত্র বাক্য ।

কোন কার্য করিব বলিয়া মনন করিলেই কার্য সিদ্ধি হয় না, উপায় অবলম্বন করা চাই, উপায় (২) দ্বারাই কার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ।

(১)। ব্যাধিস্তানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শন ।

লক্ক ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

সমধিপাদ পাতঞ্জল ।

বিষয়ভোগাবস্থায় একাগ্রতা লাভ না হইবার কারণ ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলক্কভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব; ইহারা রজ্জ এবং তমঃ প্রভাব উদ্ভিত হইয়া চিত্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করায়, কোনরূপে একাগ্র হইতে দেয় না ।

(২)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব অর্জুনকে মুক্তি পথে প্রয়োজনা করিবার জন্ত এইরূপ উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন । যথা—

ময্যেব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অতউজ্জং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অথচিন্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়িস্থিরং ।

অভ্যাস যোগেন ততোমামি চ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

১২অ, গীতা ।

হে পার্থ! তুমি আমাতে মনস্থির কর । ও বুদ্ধিও আমাতে সম্মিষিষ্ট কর, তাহা হইলে যে দেহান্তে আমাতে বাস করিতে সক্ষম হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই । ৮ ।

সে উপায় কি?—না—তপস্যা। তপস্যা কেন? না—“নাতপসিনো যোগঃ স্নিধ্যতি”। তপস্বী না হইলে যোগ সিদ্ধি হয় না। তাহার কারণ এই যে, মানবচিহ্নে বহুকালের অর্থাৎ বাল্য কালাবধি বাসনা সকল বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা তপস্যা ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা অপনীত করা যায় না, সুতরাং রজস্তমোজ্ঞাত্ব ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি ছবুত্তিরূপ চিত্তমল সকল তপস্যা দ্বারাই (৩) অপনয়ন করিয়া আপনাতে কার্য্যশক্তির উদ্দীপনা করিতে হয়। কারণ, কোন উচ্চতম সাধন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অগ্রে আপনাতে কার্য্য শক্তির উদ্রেক করিতে হয়। পূর্ব পূর্ব সাধন সকল আয়ত্ত করিতে হয়। নতুবা সহসা উচ্চতম কার্য্যে হস্তাক্ষেপ করিলেই তাহা বিফল হয়। অতএব যে সমস্ত কার্য্য করিলে লক্ষিত কার্য্যটী সুসাধ্য হইয়া আইসে প্রথমতঃ তৎ তৎ কার্য্যেরই অল্পষ্ঠান করা কর্তব্য। পশুপ্রকৃতি বিশিষ্ট মানব জীব

যদি আমাতে মনস্থির রাখিতে না পার তবে আমার অনুশ্রবণ রূপ অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর। ৯ ॥

অভ্যাসেহস্য সমর্থোহসি মংকর্ম্ম পরমোভব।

মদর্থমপি কন্ধ্যাণি কুর্কন্ সিদ্ধি মবাপ্তাসি ॥ ১০ ॥

অধৈতদপ্য শক্তোহসি কৰ্ত্ত্বং মদযোগ মাশ্রিতঃ।

সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্ত্ববান্ ॥ ১১ ॥

যদি অভ্যাসে অসমর্থ হও, তবে তুমি মংপ্রীতি সাধনার্থ ব্রত পূজাদি কন্ধ্যাশ্রুষ্ঠান কর তাহাতে ও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ১০ ॥ যদি তাহাতেও অসমর্থ হও তবে একমাত্র আমবাই শরণাপন্ন হইয়া সংযত চিত্তে সমস্ত কন্ধ্য ফল পরিত্যাগ কর কৃতার্থ হইতে পারিবে।

(৩) তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বঃ সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ।

মনসা প্রাপ্যতে জ্ঞান্না হ্যজ্ঞান্প্রা ন নিবর্ততে ॥

মৈত্রেয় উপনিষৎ।

তপশ্চা দ্বারা সত্ত্ব, সত্ত্বের দ্বারা মন, মনদ্বারা জ্ঞানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞান প্রাপ্তে মুক্তি অর্থাৎ বিষয়াক্রমারূপ বোঝার সংসারে যাতায়াত নিবৃত্তি হয়।

অপিচ।

তপোভিঃ প্রাপ্যতেহভীষ্টং না সাধ্যং হি তপশ্চ তঃ।

দুর্ভগত্বঃ বৃথা লোকো বহতে সতি সাধনে ॥

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত তপস্যাই সকলেরই অতীত সাধন ফল বর্ণন করিতেছে। সুতরাং তপস্বীর অসাধ্য কিছুই নাই। একপ সাধন তপস্যা করিতে মূৰ্খ লোক বৃথা দৌর্ভাগ্য বহন করিতেছে।

কৃতকৰ্ম্মা না হইলে কিরূপে উচ্চ সোপানে আবোহন করিবে? সুতরাং প্রথমা-
বস্থায় শাস্ত্র সম্মত প্রবৃত্তিমাগীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হয়। ক্রিয়া—কি? না—
উপাসনা। উপাসনা কাহাকে বলে? না—চিষ্টেকাগ্রঃ। আগ্নে চিষ্টের একাগ্রতা
লাভ করাই উপাসনা। কি রূপে চিষ্টের একাগ্রতা লাভ করিতে হয়? না—
অভ্যাস। কি—অভ্যাস? না—ক্রিয়ামোগাভ্যাস। ক্রিয়ামোগ কাহাকে বলে? না—

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়ামোগঃ । ১ ॥

সাধন পাদ পাতঞ্জল ।

অর্থাৎ—তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই তিনপ্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়া
যোগ ।

তপস্যা কাহাকে বলে? না শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রত নিয়মাদি অনুষ্ঠান
করার নাম তপস্যা

স্বাধ্যায় কাহাকে বলে? না—প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বর বাচক শব্দের (মন্ত্রের) অর্থ
স্মরণ পূর্ব্বক উচ্চারণ (জপ) এবং অব্যাক্ত শাস্ত্রের (বেদাদির) মর্ম্মানুসন্ধানে রত
থাকার নাম স্বাধ্যায় ।

ঈশ্বর প্রণিধান কাহাকে বলে? না—ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ
করাকে ঈশ্বর প্রণিধান বলে ।

এই ক্রিয়া যোগ আরম্ভ হইলেই ক্রমশঃ উচ্চোচ সোপানে আরোহন করিবার
ক্ষমতা জন্মায় । এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রের উপদেশ এই, যে—

সাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রেবিদ্যেনৈভ্যয়া সূতৈঃ ।

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ৈশ্চ ক্রিয়তে তনুঃ ॥ ২৮ ॥

২২. মন্তুঃ ।

বেদাধ্যয়ন, মধুমাংশ বর্জনাতি ব্রত, সাং ও প্রাতঃকালে হোম, ত্রৈবিদ্য নামক
ব্রত বিশেষ, ব্রহ্মচর্য্য সময়ে দেব ঋষি পিতৃতর্পণ, গৃহস্থাবস্থায় সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মবজ্রাদি
পঞ্চ মহা যজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা মনুষ্য এই দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্ম প্রাপ্তির
যোগ্য করিবে ।

অপিচ ।

প্রবণং মননঞ্চৈব ধ্যান ভক্তিস্তথৈব চ ।

সাধনং জ্ঞান সম্পত্তৌ প্রধানং নান্যদিত্যে ।

ন চৈতানি বিনা কশ্চিজ্ জ্ঞান মাপ কুতশ্চন ॥

নারদ বাক্য ।

শ্রবণ মনন ধ্যান ও তত্ত্ব এই কয়টা ব্রহ্মজ্ঞান রূপ সম্পত্তি লাভের প্রধান উপায় অর্থাৎ—সাধন । তদ্ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আর উপায়ান্তর নাই ।

“ অপিচ ত্রীমচন্দ্র প্রতি বশিষ্ঠ বাক্য ।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

শমো বিচারঃ সন্তোষ শ্চতুর্থ সাধুসংগম ॥

১১ শ, মুমু প্র, যোগবশিষ্ঠ ।

হে কৌশলেয় ? সাধুসঙ্গ সন্নিচার শম ও সন্তোষ এই চারিটা মোক্ষ দ্বারের দ্বারপাল স্বরূপ । এই কয়টার সেবা করা কর্তব্য ।

একপে দেখাযাইতেছে যে, শাস্ত্রের উপদেশানুসারে উপরোক্ত বিষয় গুলির সাধন করিতে হয় । একরূপ সাধনকেই তপস্যা করা বলে । গৃহস্থ ব্যক্তি একেবারে তপস্বী হইবে ইহা সম্ভবপর নহে এজন্য শাস্ত্রকারগণ একরূপ কৌশল করিয়াছেন যে তাহা অবলম্বন করিলেই উক্ত বিষয় গুলি ক্রমে আপনা আপনি অভ্যস্ত হইয়া আসিবে । সে কৌশল এই যে, প্রাতঃকালাবধি রাত্রিকাল পর্যন্ত সমস্ত সাংসারিক কার্যের মধ্যে একরূপ ভাবে তপস্যার বন্ধন করিয়াছেন যে, তদ্বারা আপনা আপনিই তপস্যার ফলস্বরূপ আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত করিয়া দেয় । অথচ সাধকের কোনরূপ ক্লেশ বা বিষয় হয় না । শারীরিক বাচনিক ও মানসিক আচার ব্যবহারের সুপ্রণালী (৪) শাস্ত্রে একপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে—ইহ সংসারে নানা কার্যের মধ্যে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও এই বিধান গুলি মানিয়া চলিলেই প্রকৃত তপস্যা

(৪) দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞঃ পূজনঃ শৌচ মার্জবং ।

ব্রহ্মচর্যা অহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥*

অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতঞ্চ যং ।

স্বাধ্যায়াত্যাসনৈক্যং বাওময়ং তপ উচ্যতে ॥

মনঃ প্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনং আত্ম বিনিগ্রহঃ ।

ভাব সংশুদ্ধিরেত্যেতত্তপো মানস মুচ্যতে ॥

দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু এবং পূজনীয় ব্যক্তিগণকে পূজা করা শুদ্ধাচারী হওয়া, ক্ষমা-বান হওয়া, ব্রহ্মচর্যা করা, কোনরূপ হিংসা না করা ইত্যাদিকে শরীরের তপস্যা বলে । আর রুঢ়বাক্য প্রয়োগ না করা, সত্য প্রিয় এবং হিতকর বাক্য কথা, বেদাভাস করা ইত্যাদিকে বাক্যের তপস্যা বলে । আর বাহ্যতে মনের সন্তোষোৎপন্ন হয়, সৌম্যত্ব, মৌনী হইয়া থাকা এবং ব্রত নিয়মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করাকে মানস তপস্যা বলে ।

করা হয়। আর যথেষ্টাচারী হইলে, শাস্ত্র মানিয়া না চলিলে, একেবারে হটাৎ তপস্বী হইব বলিয়া মনে করিলে সকল আশাই বিফল হইয়া যায়। এজন্ত ভগবান অর্জুন প্রতি একপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে—

যঃ শাস্ত্র বিধিমুংসৃজ্য বর্ততে কাম চারতঃ ।

ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন শান্তিং ন পরাং গতিং ॥ ২৩ ॥

যিনি শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি কখনই কোন বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না, শান্তিলাভ করিতে পারেন না এবং পরমগতি লাভে অসমর্থ হন।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাতা শাস্ত্র বিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তু মিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

১৬ অ, গীতা ।

হে পার্থ! শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, তুমি কার্য্যাকার্য্য বিষয় বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

গৃহস্থশ্রমে বাস করিয়া যথাবিধি শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহাৰ এবং ধারাবাহিক নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিলেই তপস্তা করা হইল। কলিকালে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থশ্রম নিষিদ্ধ (৫)। এজন্ত গৃহস্থশ্রমে অবস্থান পূর্বক তপস্তা ফল উপার্জন করিতে হয়। তপস্তার চরম ফল একাগ্রতা লাভ করা, এজন্ত একাগ্রতাভ্যাসই তপস্তা। নিবিষ্টচিত্তে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেই একাগ্রতা শক্তি প্রাদুর্ভূত হইবে—

(৫) ব্রহ্মচর্য্যশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে ।

গার্হস্থ্যে ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে ॥ ৮ ॥

৮উ, মহানিৰ্দ্ধারণ তন্ত্র ।

হে প্রিয়ে! কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যশ্রম নাই, বানপ্রস্থশ্রমও নাই। কেবল গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক, এই দুইটী মাত্র আশ্রম আছে ॥

ভৈক্ষুকেহপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্ত দণ্ড ধারণম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব তস্মজ্জৈবতস্তৎ শ্রৌত সংস্কৃতি ॥ ১০ ॥

ঐ

কলিযুগে ভৈক্ষুকাশ্রমেও বেদোক্ত দণ্ড ধারণের বিধি নাই, কারণ তাহাও বৈদিক সংস্কার।

“ যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা ” ॥ ৩৯ ॥

সমাধি পীদ, পাতঞ্জল ।

যে কোন মনোজ্ঞ বস্তু—যাহা মনে হইলে মন প্রফুল্ল হয়, একাগ্র শিক্ষার নিমিত্ত তাহাই ধ্যান কবিবে । বাসমূর্তি, কৃষ্ণমূর্তি, কালীমূর্তি ইত্যাদি যে কোন মূর্তি মনের প্রীতিপদ হইবে তাহাতেই চিত্তার্পণ করিবে । ধ্যায় বস্তুতে চিত্তবৈহর্য্য অভ্যাস হইলে সর্ব্বদাই চিত্তপ্রয়োগ ও তাহাতে চিত্তকে তন্ময় করিতে পারিবে । তখন সমস্ত প্রভেদভাব মন হইতে বিদূষিত হইয়া একাত্মভাব সংস্থাপিত হইবে, আত্মজ্ঞান লাভ হইবে এবং অনাগ্র বাহ্য চেষ্টা সকলই রহিত হইয়া যাইবে । যথা—

যদা পঞ্চা বতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাংগতিং ॥

অর্পাৎ যখন বুদ্ধি পর্য্যন্ত চেষ্টা রহিত হয়, যখন পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সূত্র ছংগাদি দ্বৈতভাবনা সকল তিব্যোহিত হইয়া জ্ঞান মন নিশ্চল হয়, তখন জীবে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইয়া পবনগতি প্রাপ্ত হয় ।

প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রমে বাস কবিয়া যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত (৬) ব্রত নিয়মানুষ্ঠান

(৬) সপ্তবর্ষজার প্রতি ঔর্ধ্ব বচন ।

বর্ণাশ্রমেযু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তমঃ ।

তেষু তিষ্ঠন নরো বিষ্ণু মারাময়তি নান্যথা ॥ ১৯ ॥

৮ অ তু অংশ বিষ্ণু পূরণ ।

হে ভূপাল ! শাস্ত্রে যে সকল বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে ব্রত থাকেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণাশ্রমেব বিহিত ধর্ম্ম অতিক্রম না কবে বিষ্ণু তাহাব প্রতিই পরিতুষ্ট হন, তাহাব অন্যথা হয় না ।

জাত মাত্রে গৃহস্থঃশ্রাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরী ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপাদে বৈরাগ্যং জায়তে যদা ।

তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥

৮ উ, মহানির্ব্বাপ তত্ত্ব ।

নানবগণ জন্মগ্রহণ মাত্রেই গৃহস্থ হইয়া থাকে । পরে সংস্কার হইলে আশ্রমী হয় । হে মহেশ্বর ! কলিযুগে প্রথমেই যথাবিধানে গার্হস্থ্যশ্রম অবলম্বন করিবে । অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান তইসে যখন লবণে বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন কবিবে ।

দ্বারা তপশ্চা কবিবে পরে, যখন তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে তখন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সম্যাসধর্ম অবলম্বন করিবে। কলিকালে বৈদিক মার্গীয় সাধন ফলপ্রদ নহে, এজন্ত তত্ত্ব মার্গ অবলম্বন পূর্বক সাধনকার্য সম্পাদন করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। যথা—

গৃহস্থ্য ক্রিয়াঃ সৰ্বা আগমোক্তাঃ কলৌ শিবে ।

নান্য মার্গৈঃ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ কদাপি গৃহ মেধিনাং ॥ ৯ ॥

৮ট, মহানির্দীপ তত্ত্ব ।

কলিকালে গৃহস্থগণ একমাত্র আগমোক্ত বিধানানুসারেই কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে ; অতরূপ বিধি অর্থাৎ বৈদিক পৌরাণিক বা স্মার্ত সম্মত বিধি অবলম্বন পূর্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে কদাপি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে না।

কলিকালের মানবজীব অল্পায়ু (৭) অল্পবুদ্ধি ও অজ্ঞান বিশিষ্ট হইবে ইহা জ্ঞাত হইয়াই ভগবান শঙ্করদেব পূর্বহইতেই তাহাদের নিস্তারোপায় জন্ত বৈদিকপ্রণালীর সারতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া যে সুলভ উপায় সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাবই নাম তত্ত্ব শাস্ত্র। কলিতে এই তত্ত্বোক্ত বিধানানুসারে সমস্ত তপশ্চাদি কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সাধকের মনোবৃত্তি ক্রমশঃ ফিরাইয়া উচ্চ সোপানে নিয়োজিত করিবার জন্ত তত্ত্ব শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা সংগঠিত হইয়াছে তাহার নাম আচার এবং ভাব। ঐ ভাবানুসারে তপশ্চা করিতে হইবে। যে হেতু—

ভাবেন লভ্যতে সৰ্বং ভাবেন দেবদর্শনং ।

ভাবেন পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্ভাবাবলম্বনং ॥

৮৮ নামমল ।

ভাবদ্বারা সমস্তই লাভ করা যায়। ভাবদ্বারা দেবতার দর্শন লাভ হয় এবং ভাবদ্বারা জ্ঞানও লাভ হইয়া থাকে। অতএব ভাবাবলম্বন পূর্বক তপস্যা কবা বিধেয়। যে পর্যন্ত না মানবের মন ভেদজ্ঞান রহিত হইয়া একত্রে পরিণত হয় সেই পর্যন্ত ভিন্ন

(৭) তপঃ স্বাধ্যায় হীনানাং নৃণামগ্নায়ু নামপি ।

কৌশলপ্রয়াশাশক্তানাং কুতো দেহ পরিশ্রমঃ ॥ ৭ ॥

৮ট, মহানির্দীপ তত্ত্ব ।

কলিকালে মানবগণ তপোবর্জিত, বেদপাঠ বিরত ও অল্পায়ু হইবে, তাহারা দুর্বলতা বশতঃ তাদৃশ কৌশল ও পরিশ্রম সহ করিতে সমর্থ হইবে না সুতরাং তাহাদিগের দৈহিক পরিশ্রম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আদর্শ করিয়া আরাধনা করিবার বিধি (৮) দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাব ও দেবতা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও ফল একই । যথা—

যোযো যাদৃশ ভাবেন নিত্যং ধ্যায়তি ভক্তিতঃ ।

তত্তদ্রূপেণ তস্যৈষ্ঠং পূরয়েৎ পরমেশ্বরঃ ॥

মুক্তিবাচ্যে ।

অর্থাৎ—যিনি যে ভাবে তাঁহাকে ভক্তি যোগে নিত্য উপাসনা করিয়া থাকেন পরমেশ্বর সেই সেই রূপে তাহার মনকামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন ।

মানবের ভেদ বুদ্ধির জ্ঞান এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে । যে—

আরগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেদুতাশনাৎ ।

মুক্তিঞ্চ কেশবাদিচ্ছেৎ জ্ঞানমিচ্ছেত্তু শঙ্করাৎ ॥

শাস্ত্রবাক্য ।

অর্থাৎ—আরগ্য প্রার্থনা করিয়া সূর্যের আরাধনা করিবে । ঐরূপ ধন প্রার্থনা করিয়া অগ্নিব, মুক্তি প্রার্থনা করিয়া বিষ্ণুর এবং জ্ঞান প্রার্থনা করিয়া শঙ্কর দেবের আরাধনা করিতে হয় ।

(৮) যাবন্নান্য ভাবশ্চ তাবদেব পৃথগ্ধিৎ ।

তাবৎ ক্রিয়াঃ পৃথক ভাবান্তাবন্নান্যবিধামতাঃ ॥

তাবদ্বিদ্ভাশ্চ দেবশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরা ।

গণেশশ্চ দিনেশশ্চ বহুব্রহ্মণ এব চ ॥

কুবেরশ্চাপি দিকপালা এতৎ সর্বং পৃথক পৃথক ।

তাবদ্বিল্বদলং ভিন্নং দেবেশি তুলসী দলাৎ ॥

তাবজ্জবা দ্রোণ কৃষ্ণা করবীরণি ভূতলে ।

তাবদ্বীৰ্য্যশ্চ বীরশ্চ তাবত্তু পশু ভাবকঃ ।

তাবত্তস্ত্রে ভেদবুদ্ধি স্তাবদেবে পৃথক ক্রিয়া ॥

মুণ্ডমালা তন্ত্র ।

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হয় সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গণেশ দিনেশ বহি বরুণ কুবের ও দিকপালাদি দেবতাগণকে পৃথক পৃথক ভাবে আরাধনা করিতে হয় । তাবৎ কাল তুলসী ও বিল্বদলে ভেদ জ্ঞান রাখিতে হয় । জবা, দ্রোণ, অপরাজিতা, করবী ইত্যাদি পুষ্পদারা পৃথক পৃথক ভাবে অর্চনা করিতে হয় । তাবৎকাল দিব্য বীর ও পশুভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয় এবং তাবৎ কাল পৃথক পৃথক তন্ত্রাদি শাস্ত্রাঙ্গসারের সমস্ত দেবাদির পৃথক পৃথক আরাধনা করিতে হয় ।

যাঙ্গ হউক বানপ্রস্থ্যশ্রমে অবস্থিতি পূৰ্ণক সাধন চতুষ্টয় ইত্যাদি সম্পন্ন করার নাম বৈদিক তপস্যা; কিন্তু কলিকালে বানপ্রস্থ্যশ্রম ও বৈদিক তপস্যা নিষিদ্ধ বলিয়া কিরূপে গৃহস্থ্যশ্রমে অবস্থিতি পূৰ্ণক ভাবনানিবিষ্ট হইয়া তান্ত্রিক তপস্যা করিতে হয় এক্ষনে তাহাই আলোচ্য ।

তান্ত্রিক তপস্যা ।

রূতে ঐত্ব্যুক্ত মার্গঃস্থাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতি সম্ভবঃ ।

দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম সম্মতঃ ॥

১ম পটল তারা প্রদীপ ।

সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্বত্ব্যুক্ত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিযুগে তন্ত্ৰোক্ত বিধি অনুসারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় ।

অতএব কলিযুগে তন্ত্ৰমার্গ ব্যতীত অন্ত্যায় মার্গ প্রশস্ত (১) নহে । এই স্থলে একটা শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, কলিযুগে যদি আগমোক্ত বিধি অনুসারে মনস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় তবে—

সম্ব্য ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ ।

উপাসনায়া ভেদেন পূজ্যাং কুর্য্যাৎ যথা বিধি ॥ ৭৬ ॥

৮ম উ, মহানির্দাণ তন্ত্ৰ ।

হে দেবি ! বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সম্ব্য ক্রমশঃ ত্রিকালে সম্পাদন করিবে এবং উপাসনা ভেদে যথা বিধানে পূজাও করিবে ।

একথা বলা হইল কেন ? তাহাব উত্তর এই যে, যাবৎ প্রবলকলি উপস্থিত না হয় তাবৎ কাল বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই উভয় ব্যবস্থা মিশ্রিত করিয়া ক্রিয়া করিতে

(১) আগমোক্ত বিধানেন কলৌ মন্ত্ৰং জপেৎ স্ত্রীঃ ।

নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌচান্য বিধানতঃ ॥

১ম পটল তারা প্রদীপ ।

তন্ত্ৰোক্তং ধ্যান মন্ত্ৰঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ ।

বেদোক্তকৈব স্বত্ব্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে ।

নশস্তং চঞ্চলা পাঙ্গি কদাচিত্তারতে কলৌ ॥

৩য়, পটল পুষ্পচরণ রমোন্নাস তন্ত্ৰ ।

হইবে, একথা শ্রীকৃষ্ণ দেব উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন (২) এবং ভগবান শঙ্কর দেবও বলিয়াছিলেন । যথা—

অয়ন্ত পরমো মার্গো গুণোহস্তি পশু সঙ্কটে ।

ব্যস্তৌ ভবিষ্যত্যচিরাং সংবৃত্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫ ॥

৪ উ, মহানির্বাণ তন্ত্র ।

এই পরমোৎকৃষ্ট পথ সম্প্রতি পশুসঙ্কটে পতিত হইয়া সুগুপ্ত রহিয়াছে, প্রবল কলির প্রাচুর্ভাব হইলেই অবিলম্বে ইহা প্রকটিত হইয়া উঠিবে ।

এই বাক্যের ভাবার্থে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে প্রবল কলি না হওয়া পর্য্যন্ত বৈদিক পৌরাণিক ও তন্ত্রিক ইত্যাদি সকল প্রকার প্রথাই প্রচলিত থাকিবে তৎপরে কেবল তান্ত্রিক ব্যবস্থাই চলিবে এবং অল্প কাল প্রথাই অপ্রলিত হইয়া যাইবে । প্রবল কলির যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইবছে তাহাতে বোধ হয় আর কালাপেক্ষা নাই সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে যে হেতু বলা হইয়াছে যে—

(২) বৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মথঃ ।

ত্রয়াণামীপ্সিতে নৈব বিধিনা মাং সমর্চ্ছয়েৎ ॥

১১ স্ব, ভাগবত ।

বৈদিক, তান্ত্রিক এবং বৈদিকতান্ত্রিকমিশ্র এই তিন প্রকার বিধি দ্বারা যাঁহর লোকপ ইচ্ছা তিনি তদ্রূপেই অামার আরাধনা করিবেন ।

হিমালয় প্রতি দেবী বাক্য ।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেহস্মিন্ বিবিধানি চ ।

ঐতি স্মৃতি বিরুদ্ধাণি নিষ্ঠা তেয়াং তি তামসী ॥

করালং ভৈরবং বাপি জামলং বা মমাশ্রিতম্ ।

এবং বিধানি চাচ্ছানি মোহনার্থাণি তানি তু ॥

ময়া সৃষ্টানি চাচ্ছানি মোহায়ৈষাং ভবান্বেবে ॥

ইত্যাদি বাক্য কেবল—তন্ত্রায়িকী সিদ্ধ্যাদি প্রতিপাদক পরম, অন্তথা বলা হইয়াছে যে—

* আগমস্ত ভবান্ কৰ্ত্তা বেদ কৰ্ত্তা হরিঃ স্বয়ম্ ।

আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌবাহু মম পুরুষৌ ॥

ছাভ্যামেব ধৃতং সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরম ॥

যশচ

আগমং বাপি বেদং বা বিলম্ব্যাত্ততং ভজ্যেৎ ।

তত্ত্বাহং বিকলাস্তাত্যং সমুদ্ধৰ্ত্তু মশক্তিঃ ॥ বৃহদ্রথ পুবাণীয় বচন ।

যদাহু স্নেহ জাতীয়া রাজানো ধন লোলুপা ।

ভবিষ্যন্তি মহা প্রাপ্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০ ॥

৪র্থ উ মহানির্দোষ তত্ত্ব ।

হে মহাপ্রাপ্তে ! যাবৎকাল দেখিবে যে, স্নেহ জাতীয় জনগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অতিশয় ধন লোলুপ হইয়াছে তখন জানিবে যে, কলির অতিশয় প্রাবল্য হইয়াছে । সুতরাং এক্ষণে প্রবল কলির ব্যবস্থাই প্রশস্ত বলিয়া মানিতে হইবে । অতএব তাত্ত্বিকী ব্যবস্থাই প্রশস্ত ।

তাত্ত্বিক তপস্ব্য ভক্তিমূল ভাবত্বয় ও সপ্তবিধ আচার । যে ব্যক্তি এই ভাবত্বয় ও আচার সপ্তক জ্ঞাত আছেন তিনিই ধন্য, তিনিই জ্ঞানী এবং তিনিই জীবনমুক্ত পুরুষ । যথা—

ভাবত্বয় গতান্ দেবি সপ্তাচারান্তে স্তু বেত্তি যঃ ।

স ধর্ম্যং সকলং বেত্তি জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ ॥

২৪ প, বিধিসাধ তত্ত্ব ।

হে দেবি ! যে ব্যক্তি ভাবত্বয় সপ্তবিধ সপ্ত আচার জ্ঞাত আছেন তিনি সকল ধর্ম্মই জানেন এবং সেই ব্যক্তিই জীবন-মুক্ত পুরুষ ।

ভাব ত্রিবিধ (৩) অর্থাৎ দিব্যভাব, বারভাব ও পশুভাব, এবং আচার সপ্তবিধ (৪) অর্থাৎ—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধাস্তাচার এবং কোলাচার । যথা—

ত্রিবিধা ভাবঃ ।

(৩) ভাবস্ত ত্রিবিধা দেব দিব্য বীৰ পশু ক্রমাৎ ।

শুব্ববশ্চ ত্রিধা চাত্র তথৈব মন্ত্র দেবতা ॥

২ প রুদ্র নামন ।

(৪) সপ্ত আচারঃ ।

সর্কেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যোবৈষ্ণবং মহৎ ।

বৈষ্ণবাচ্চুত্তমং শৈবং শৈবাদক্ষিণ মুত্তমম্ ॥

দক্ষিণাচ্চুত্তমং বামং বামাং সিদ্ধাস্ত মুত্তমম্ ।

সিদ্ধাস্তাচ্চুত্তমং কোলং কোলাং পরত্বং নহি ॥

২ উ, কুবার্ণব তত্ত্ব ।

সর্কাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচাৰাপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচারাপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচারাপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচারাপেক্ষা বামাচার উত্তম,

আচারঃ সপ্ত বেদাদ্যাঃ কৌলান্তা কথিত বিভো ।

ভাবান্ত্রয় স্তথা দেব দিব্য বীর পশু ক্রমাৎ ॥

২৪ প বিশ্বসার তন্ত্র ।

দিব্যবীর পশু ক্রমে ভাব তিন প্রকার এবং বেদাচার হইতে কৌলাচার পর্য্যন্ত সপ্তবিধ আচার ভগবান কর্তৃক কথিত হইয়াছে ।

দিব্যভাবঃ (৫) ।

দিব্যশ্চ দেবতা প্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা ।

দ্বন্দ্বাতীতো বীত রাগঃ সর্বভূত সমঃক্ষমী ॥ ৫৬ ॥

১ উ মহানির্ঝাণ তন্ত্র ।

দিব্য ভাব দেবতুল্য, সর্বদা শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হয় । সুখ দুঃখ শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব সহ্য করিতে হয় । দিব্যভাবালম্বী ব্যক্তি রাগ দ্বেষ বিবর্জিত, সর্বভূতে সমদর্শী এবং ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন ।

বীর ভাবঃ (৬) ।

সর্বহিংসা বিনির্মুক্তঃ সর্ব প্রাণি হিতে রতঃ ।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ রাগ দ্বেষ বিবর্জিতঃ ॥

মহাবলো মহাবীর্যো মহাসাহসিকঃ শুচিঃ ।

সুখ দুঃখ সমজ্ঞানী বীরো ভবতি সাধকঃ ॥

যোগিনী হৃদয় তন্ত্র ।

বামাচারাপেক্ষা সিকান্তাচার উত্তম, সিকান্তাচারাপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচারাপেক্ষা আর কোন উত্তম আচার নাই ।

(৫) দিব্যভাব লক্ষণঃ ।

নিত্যস্নানং নিত্য দানং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ জপার্চনং । নিশ্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ ॥ বেদশাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ । মন্ত্রেচৈব দৃঢ় জ্ঞানং পিতৃ-দেবার্চনং তথা ॥ বলিবশ্যং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্যং শুচিস্মিতে । শক্রং মিত্রং সমং দেবং চিস্তয়েত্তু মহেশ্বরি ॥ অন্নৈকৈব মহেশানি সর্বেষাং পরিবর্জয়েৎ । গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব সিন্ধয়ে ॥ কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জয়েৎ । দেবতা নিন্দকং দৃষ্ট্বা নালাপঞ্চ সমাচরেৎ ॥ সত্যঞ্চ কথয়েদেবি ন মিথ্যা চ কদাচন । কেবলং দিব্য ভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বর ॥ ৭ পটল কুজিকা তন্ত্র ।

(৬) বীর ভাব লক্ষণঃ ।

গুরোরারাদনং দেবি প্রত্যহং চিস্তয়েৎ স্মৃধীঃ । সর্বঞ্চ দেবতা রূপং পরমেষ্ঠি

যিনি সকল প্রকার হিংসা কার্যে বিরত ; যিনি সকল জীবের হিতসাধনে রত ; যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুকে জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইরাছেন ; যিনি মহা বলশালী বীৰ্য্যবান এবং সাহসিক পুরুষ ; ঈশ্বর সুখ দুঃখে সমজ্ঞান এরূপ সাধক ব্যক্তিকে বীর বলা যায় ।

পশু ভাবঃ (৭) ।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম পশুভাবে মহেশ্বরী ।

নিরামিষেন দেবেশি পূজয়েৎ পশু ভাবতঃ ॥

ঋতু কালং বিনা মন্ত্রীষন্ত্রীয়ং নৈব সংস্পর্শেৎ ।

রাত্রৌ মন্ত্রঞ্চ মালাঞ্চ ন স্পর্শে ন জপেৎ পুণ্ডঃ ॥

কুলার্ণব তন্ত্র ।

হে মহেশ্বরী ! পশুভাবে নিরামিষানী হইয়া পূজা করিবে । মন্ত্র পরায়ণ ব্যক্তি ঋতুকাল বিনা আপনার ত্রীকেও সংস্পর্শ করিবে না । এবং রাত্রিতে মন্ত্র জপ ও মালা স্পর্শ করিবে না ।

স্বরূপকং ॥ এক গ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্ গুরুং । গুরুত্ব্যং মহেশানি নমস্কর্য্যাবরাননে ॥ জ্ঞানিং পাদতলং দৃষ্ট্বা শুক্লবস্ত্রাবয়েৎ সদা । ত্রীখণ্ড পঞ্চং রুধিরং ভূষিতং স্তননোহরং ॥ শরীরং কারয়েদেবি গন্ধর্কদেবমুত্তমম্ । ত্রিপুণ্ডং ভক্ষ্যন্য বাপি রক্ত চন্দনকে ন বা ॥ রুদ্রাক্ষ ভূষণং দেবি সর্ব্বাঙ্গে চ মহেশ্বরী । কেবলং ভৈরবো ভূত্বা যজ্ঞদেবীং সনাতনীং ॥ প্রত্যহঞ্চ বলিং দদ্যাত্ দেবতা ভাব সিদ্ধয়ে । সয়াসঞ্চ গৃহোস্তাত্ত পূজাদৌ চ মহেশ্বরী ॥ নিশীথে পূজনকৈব কর্তব্যঞ্চ মহেশ্বরী । কুলবৃক্ষং তথা দৃষ্টা কর্তব্যঞ্চ বরাননে ॥ প্রণামং বন্দনকৈব প্রত্যহঞ্চ মহেশ্বরী । রাত্রৌচৈব যজ্ঞদেবীং ন দিবাপি কদাচন ॥ রাত্রৌ তাবল পূর্ব্বায়া জপেন্নত্ৰং মহেশ্বরী । সর্ব্বকৈব মহাদেবি পর দেবৈর্য সমর্পয়েৎ ॥ ৭ পটল কুজিকা তন্ত্র ।

(৭) পশুভাব লক্ষণং ।

শৃগুদেবি প্রবক্ষ্যামি পশুভাবস্য লক্ষণম্ ।

সুখা দর্শন মাত্রেন কুর্ধ্যাত্ সূর্য্যাবলোকনম্ ।

তৎসমাস্ত্রাণ মাত্রেণ প্রাণায়ামত্ৰয়ং চরেৎ

ন স্পৃশেৎ মাদকং দ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ ॥

কুলার্ণব তন্ত্র ।

হে দেবি ! এক্ষণে শ্রবণ কর পশুভাবের লক্ষণ বলি । যে ব্যক্তি সুখা দর্শন মাত্র সূর্য্যাবলোকন করিবে, আর সুখার আস্ত্রাণ মাত্র তিনবার প্রাণায়াম করিবে,

এই পশুভাব বীরভাব ও দীব্যভাব মধ্যে পুনরায় গত্র রজ ও তম ভেদে কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে অর্থাৎ পশুভাব তিন প্রকার, যথা সত্ত্বপ্রধান পশু, রজপ্রধান পশু এবং তমপ্রধান পশু । সত্ত্বপ্রধান পশু উত্তম, রজপ্রধান পশু মধ্যম এবং তমপ্রধান পশু অধম । যে পশু সমস্ত বেদাগম সম্বন্ধে বিবিধ ব্যবস্থাকে অমান্য করে না সমস্ত দেব দেবীকে ভক্তি প্রদর্শন করে সেই পশু উত্তম, (৮) । যে পশু কেবল আপন ইষ্ট ব্যতীত অন্ত্য দেব দেবীর ঘৃণা প্রদর্শন করে সেই পশু মধ্যম, (৯) । আর যে পশু দেব দেবীর নিন্দা করে, প্রতিমায় ভেদ বুদ্ধি করে, গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করে এবং মন্ত্রকে অক্ষর মাত্র বিবেচনা করে সেই পশু অধম (১০) । বীরভাব দুইপ্রকার যথা—রজপ্রধান বীর এবং সত্ত্বপ্রধান বীর । রজপ্রধান বীরের লক্ষণ এই যে, যে পর্যন্ত না প্রকৃত সাধন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হয় তাৎকাল রজপ্রধান বীর কথা যায়, তৎপরে জিতেন্দ্রিয়বস্থা

মাদক দ্রব্য মাত্র স্পর্শ করিবে না, এবং আমিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না তাহাকেই পশু বলি ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ ।

ন শূদ্রদর্শনং কুর্ধ্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ ॥ ৫৫ ॥

১৬, মহানির্বাণ তন্ত্র ।

যে ব্যক্তি পশু সেই ব্যক্তি এরূপ শুদ্ধাচার হইয়া থাকে যে, পত্র পুষ্প ফল ও জল এ সমুদায় পূজার দ্রব্যও স্বয়ংই আহরণ করিবে, শূদ্র দর্শন করিবে না এবং স্ত্রী সন্তোগ করা দূরে থাকুক মনস্বারাও রমনী স্মরণ করিবে না ।

(৮) উত্তম পশু লক্ষণ ।

দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ ।

অবশ্যং হি যঃ কৰোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥

৬প উত্তম পশু কৃদ্র যামল ।

(৯) মধ্যম পশু লক্ষণ ।

কেবলং বৈষ্ণবোদীরঃ পশুনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ ।

ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্কন্তি সৰ্বদা ।

পশুনাং মধ্যমাং প্রোক্তা নরকস্থা ন সংশয়ঃ ॥

ঐ

(১০) অধম পশু লক্ষণ ।

পশুভাব রতা যে চ কেবলং পশু রূপিণঃ ।

রাত্রৌ মন্ত্রঞ্চ মালাঞ্চ ন স্পৃশেৎ কদাচন ॥

উপস্থিত হইলে সাধিক বীর (১১) হইয়া থাকে । দিব্যভাব একই প্রকার, কেবল সম্বন্ধে সম্পন্ন । কিন্তু উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার । বেদপাঠ করণানন্তর যে দিব্যভাবের উদ্বেক হয় তাহা অধম, আগম পাঠ পূর্বক যে দিব্যভাবের উদ্বেক হয় তাহা মধ্যম, আর কেবল সাধন করিতে করিতে বিবেক উপস্থিত হইয়া যে দিব্যভাব গঠিত হয় তাহাই উত্তম (১২) ।

এই ত্রিবিধ ভাব মধ্যে সাধকের অভিপ্রায়ানুসারে আচার সপ্তক বিভাগ করা হইয়াছে । যথা—

চত্বারো দেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

বামাদ্যাস্ত্রয় আচারো দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

২৪ পটল বিশ্বাসার তন্ত্র ।

বেদাদি চতুর্বাচার অর্থাৎ বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার, এই

সংশয়ো বলিদানে চ তস্মৈ চ সংশয়ঃ সদা ।

মস্ত্রে চাক্ষর বুদ্ধিচ্চ অবিশ্বাসো গুরৌ সদা ॥

প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধির্ভেদকো দৈবতে সদা ।

অজ্ঞানেন সদা দ্বানং প্রত্যাং দেহতাড়নম্ ॥

সর্কেষাকৈব নিন্দাক্ষ যন্ত কুর্য্যান্নহেখরি ।

সএব পশু ভাবেন চাধমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

৭ম পটল কুজিকা তন্ত্র ॥

(১১) স এব ভারতে বীরো মহাজ্ঞানী কিতেন্দ্রিয় ।

উদ্ধবাহঃ সদা বীরো মুক্তকেশো দিগম্বর ॥

সর্বত্র সম ভাবো যঃ স চ নরোত্তমো ভবেৎ ।

নানা দেশেষু পীঠেষু ক্ষেত্রেষু তীর্থ ভূমিষু ॥

ভ্রমণং কুরুতে নিত্যং কুর্য্যাৎ যত্নেন পূজনং ।

দেবতায়্য সদাধ্যানং শ্রীগুরো পূজনং তথা ।

অন্তর্যাগেষু যো নিষ্ঠঃ স বীর পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥

১৪ পটল রত্নবামল ।

(১২) ত্রিবিধং দিব্যভাবঞ্চ বেদাগম বিবেকজং ।

বেদার্থ মধমং প্রোক্তং মধ্যমকাগমোদ্ভবং ॥

উত্তমং সকলং প্রোক্তং বিবেকোন্মাদ সন্তবং ॥

৬ পটল রত্নবামাদ ।

চারিটি আচার পশুভাবের অন্তর্গত । আর বামাচার সিদ্ধান্তাচার এবং কোলাচার এই তিনটি আচার দিব্য ও বীর ভাব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

এক্ষণে কোন আচার কিরূপ ? তাহার লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতেছে । যথা—

১ । বেদাচার ।

সাধক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোথান পূর্ব্বক গুরুদেবের নামান্ত্রে আনন্দনাথ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে । সহস্রার পয়েতে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে (যে রূপ প্রাতঃকৃত্যে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপে) পূজা করিবে এবং বাগ্ভব বীজ (ঐ) মন্ত্র দশ বা ততোধিক বার জপ করিয়া পরম কলা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যানানন্তর যথা শক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমাপনান্তে বহির্গমন করিয়া নিত্যকর্ম্ম বিধানানুসারে সমস্ত কর্ম্ম করিবে । রাত্রিতে নিত্য দেব পূজা করিবে না, ঋতুকাল ভিন্ন জীগমন করিবে না । পর্ব্বদিনে মৎস্ত মাংস পরিত্যাগ করিবে এবং যথানিয়মে অন্যান্য বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ।

২ । বৈষ্ণবাচার ।

বেদাচারের ব্যবস্থানুসারে সর্ব্বদা নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে । কদাচিৎ মৈথুন ও তৎসংক্রান্ত কথার জল্পনাও করিবে না । হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংস ভোজন, রাত্রিতে মালাজপ ও পূজা কার্য্য বর্জন করিবে । শ্রীবিষ্ণুদেবের পূজা করিবে, সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় চিন্তা করিবে এবং বেদাচার মত সমস্ত কার্য্যই করিবে ।

(১) বেদাচারঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গানুন্দরি । ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উথায় গুরুং নম্রা তু নামতিঃ । আনন্দনাথশব্দান্তঃ পূজয়েদথ দেশিকঃ । সহস্রাংশুজ ধ্যানা উপচারৈস্ত পঞ্চতিঃ । প্রজপ্য বাগ্ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্ । মূলমন্ত্রং প্রজপ্যাপ্য বহির্গতা বরাননে । মলমুত্রং পরিত্যজ্য স্নাত্বা তু পরমেশ্বরী । স্ক্যামুপাস্ত বিধিবৎ কুর্য্যদাবশ্যকং ততঃ । অপারুতশরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যাং স্নানমচরেৎ । রাত্নৌ নৈব যজ্ঞেদেবান্ সন্ধ্যায়াং বাহুপরাঙ্ককে । ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভাধ্যারমণং ত্যজেৎ । মৎস্তং মাংসং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চম পর্ব্বম্ । বদন্ত্যবেদবিহিতং কুর্য্যাদ্ভি- রততৎপরঃ ॥ ১ ॥

হরতত্ত্বদীপ্তিঃ শ্রুত তত্ত্ব বচন ।

(২) অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্ । যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাতীতর্ন বর্ত্ততে । বেদাচারক্রমে নৈব সদা নিয়ততৎপরঃ । মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিৎশ্চৈব কারয়েৎ । হিংসাং নিন্দাঞ্চ কোটিল্যং বর্জয়েন্মাংসভোজনম্ । রাত্নৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যাদ্ভৈব সংস্পৃশেৎ । বিষ্ণুং সমর্চয়েদেবি বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ । ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ । তপঃকষ্টাতিসহেন সর্ব্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া । বৈষ্ণবাচার ঙ্গশানি বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

ঐ

৩। শৈবাচার ।

বেদাচারের নিয়মানুসারে শৈবাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । পরন্তু শৈবের বিশেষ এই যে, পশুঘাত নিষিদ্ধ । সৰ্ব্বকর্মে শিবনাম স্মরণ করিবে এবং গাল বাদ্য ঘারা ব্যোম ব্যোম করিবে ।

৪। দক্ষিণাচার ।

বেদাচার ক্রমে ভগবতির পূজা করিবে এবং রাজিযোগে বিজয়া (সিদ্ধি) গ্রহণ করিয়া গঙ্গান চিত্রে মন্ত্র জপ করিবে । চতুশ্পথে, ঋশানে, শৃঙ্গাগারে, নদীতটে, মৃত্তিকা তলে, পৰ্ব্বত গুহার, দীর্ঘিকা তটে, শক্তি ক্ষেত্রে, পীঠ স্থানে, শিবালয়ে, ধাত্রীবৃক্ষতলে এবং অর্থ বা বিলম্বলে বসিয়া মহাশঙ্খ মালা (নরাসীমালা) দ্বারা জপ কৰ্ম্ম করিবে ।

এই কয়টা আচারকে এক কথায় পশ্চাচার বলে অর্থাৎ এই কয়টা আচার পশু-ভাবের অন্তর্গত ।

৫। বামাচার ।

দিবসে ব্রহ্মচর্যা এবং রাজিতে পঞ্চভষ্মদ্বারা দেবীর আরাধনা করিবে । চক্রাচুষ্ঠান করিয়া মন্ত্রাদি জপ করিবে । এই বামাচার ক্রিয়া সৰ্ব্বদা মাতৃজ্ঞারবৎ গোপন করিবে । আরও বামাচারের লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে যে,—

(৩) শৃগু চার্কজি ভুতগে শৈবাচারং সুহৃৎভম্ । বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবহৃতঃ । তদিশেবো মহেশানি পশুহিংসাবিবর্জনম্ । শিবং মহেশ্বরং শাস্তং চিত্তয়েৎ সৰ্ব্বকর্ম্মহু । ভোবয়েদ্বজ্রবাদ্যেন চতুর্ধ্বগপ্রদং হরম্ । তমেব শরণং গচ্ছেন্নোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ । সিধ্যত্যাত্ম মহেশানি শৈবাচারনিষেবণাৎ । অতস্তাত্ম্যং পরো ধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥

হরতত্ত্বদীর্ঘিতিঃ ধৃত তত্ত্ব বচন ।

(৪) ইদানীং শৃগু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজৈ । যন্ত স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ । দক্ষিণামুত্তিষ্ণিগ্নাহুষ্ঠিতোহসৌ মতঃ প্রিয়ে । অতএব মহেশানি দক্ষিণাচার উচ্যতে । প্রবর্তকোহয়মচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োঃ । অতস্তেভ্যঃ কুলেশানি শ্রেষ্ঠোহসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ । বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ । সীকৃত্য বিজয়াং রাজ্যৌ জপেন্দ্রমনজধীঃ । চতুশ্পথে ঋশানে বা শৃঙ্গাগারে নদীতটে । পাতালতবনে বাপি গিরৌ বা দীর্ঘিকাতটে । শক্তিক্ষেত্রে মহাপীঠে বিলম্বলে শিবালয়ে । ধাত্রীবৃক্ষতলেহৃথম্বলে চৈব তরোত্তলে । সমাপ্রিত্য মহাশঙ্খমালাং সিদ্ধিপদং ব্রজেৎ ॥ ৪ ॥

ঐ

(৫) বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সস্মতং দিব্যবীরয়োঃ । যং ক্রতুৈব মহেশানি সৰ্ব্ব-সিদ্ধীধরো ভবেৎ । দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ । পঞ্চভষ্মক্রমেণৈব

পঞ্চতত্ত্বং যু পুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুল যোষিতম্ ।

বামাচারো ভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্ ॥

আচার ভেদ তত্ত্ব ।

পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ—মদ্য, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা এবং মৈথুন, যু পুষ্পাঃ অর্থাৎ—স্বয়ম্ভু পুষ্প, কুণ্ড পুষ্প, গৌলক পুষ্প এবং বজ্র পুষ্প দ্বারা কুল জীর পূজা করিবে, তাহা হইলে বামাচার হইবে । বামা স্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা করিবে ।

৬। সিদ্ধান্তাচার ।

যাহা হইতে ব্রহ্মানন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ বেদ শাস্ত্র পুবাণাদিতে গুঢ়জ্ঞান হইবে । মন্ত্রদ্বারা শোধন করিয়া দেবার প্রীতিকর যে পঞ্চতত্ত্ব তাহা পশু শব্দা বর্জন পূর্বক সেবা করিবে । এই আচারে সাধন জন্ত পশু হত্যা দ্বারা কোন হিংসা দোষ হইবে না । সৰ্বদা রুদ্রাক্ষ বা অস্থি মালা ও কপাল পাত্র অর্থাৎ মড়ার মাথার পাত্র ধারণ করিবে এবং ভৈরব বেশ ধারণ পূর্বক নির্ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে বিচরণ করিবে । সিদ্ধান্তাচারের আর একটা নিয়ম আছে যে;—

রাত্রে দেবীং প্রপূজয়েৎ । চক্রাহুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুবীঃ । ধ্যানন্ দেবী-পদান্তোজং সাধয়েদ্বীরসাধনম্ । স এব ধৃতো লোকেহশ্বিন্ পূজ্যো মাছুঃ সুরৈরপি । কিমষ্টৈঃ সাধকৈর্দেবৈ স বীরো ভূবি হৃগতঃ । প্রকাশ্যং সিদ্ধিহানিঃ স্তাদ্বামাচারগতো প্রিয়ে । অতো বামপথং দেবি গোপয়েন্মাতৃজারবৎ ॥ ৫ ॥ হরতদ্বদীধিতিঃ ধৃত তদ্ব বচন ।

* পুষ্প—রজঃবলা স্ত্রীলোকের রজ । স্বয়ম্ভুপুষ্প—প্রথম বারের রজ । কুণ্ডপুষ্প—সধবা স্ত্রীলোকের রজ । গৌলক পুষ্প বিধবা স্ত্রীলোকের রজ । বজ্রপুষ্প—চণ্ডালিনীর রজ ।

(৬) অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্ । ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্যাদেবি প্রপদ্যতে । বেদশাস্ত্রপুবাণেষু গুঢ়ং জ্ঞানমিদং শ্রিয়ে । কাঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেজু প্রতিষ্ঠিতম্ । দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্বিশোধিতম্ । সেবেত সাধকো দেবি পশুশব্দাবিবর্জিতঃ । সৌভ্রামণ্যং যথা ব্যক্তপানদোষো ন বিদ্যতে । সিদ্ধা-স্তেহস্মিন্তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ । অশ্বমেধকৃতৌ বাজিহত্যাদোষো ন জায়তে । অশ্বিন্ ধর্ম্যে তথেশানি পশুন্ হিংসরং হৃষ্যতি । কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থি-মালাঞ্চ ধারয়ন্ । বিহরেচ্ছবি দেবেশি স্যাক্ষ্যষ্টৈরবরূপধৃক্ । শব্দাত্যাগ্যাক্তভাবা-চুত্বেব সত্যসেবনাৎ । বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥

হরতদ্বদীধিতিঃ ধৃত তদ্ব বচন ।

দেব পূজা রতো নিত্যং তথা বিষ্ণু পরো দিবা ॥

নস্তৎ দ্রব্যাদিকং সৰ্ব্বং যথা লাভেন চোত্তমম্ ।

বিধিবৎ ক্রিয়তে তত্ত্বা স সৰ্ব্বশ্চ ফলং লভেৎ ॥

২ পটল সমগ্রাচার তন্ত্র ।

যে ব্যক্তি প্রতি নিয়ত দেব পূজায় অম্লরক্ত থাকে এবং দিবা ভাগে বিষ্ণু পূজা
হইয়া বাত্রিকালে ভক্তি সহকারে যথাবিধি মদ্যাদি দান ও সেবন করে সেই সিদ্ধাস্তা-
চারী সমস্ত ফল লাভ করে ।

এই দুইটা আচারকে বীবাচাব বলে অর্থাৎ এই দুইটা আচার বীব ভাবেব
অন্তর্গত ।

৭। কোলাচার ।

দিক্কাল নিয়মো নাস্তি তিথ্যাদি নিয়মো ন চ ।

নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহা যন্ত্রস্ত সাধনে ॥

কুচিং শিষ্টং কুচিং ভ্রষ্টং কুচিং ভূত পিশাচবৎ ।

নানা বেশধরা কোলাঃ বিচরন্তি মহীতলে ॥

৩ পটল নিত্যাতন্ত্র ।

কোলাচারী ব্যক্তির মহামন্ত্র সাধনে দিক্ ও কালের কোন নিয়ম নাই । কোন
স্থানে শিষ্ট, কোন স্থানে বা ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূত ও পিশাচ ভূত্ব হইয়া নানা বেশ
ধারণ পূর্বক কোল ব্যক্তি ভূমণ্ডলে বিচরণ করেন ।

(৭) কোলাচারবিধিঃ বক্ষ্যে সাবধানাবধারণয় । যস্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো
ভবতি নাস্তথা । দিক্কালনিয়মো নাস্তি তথা বিধিনিবেধয়োঃ । ন কোহপি নিয়মো
দেবি কুলধর্মস্ত সাধনে । কোল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কোলএব সদাশিবঃ । কোলঃ
পূজ্যতমো লোকে কোলাৎ পরতরো নহি ॥ কর্দমে চন্দনে দেবি পুত্র শজৌ
প্রিয়াপ্রিয়ে । স্থানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তুণে । ন ভেদো যস্ত দেবেশি
স এব কোলিকোত্তমঃ ॥ চিন্তয়েদান্মনান্মানং সর্বত্র সমদৃষ্টমান্ । দয়াধৃতিক্রমা-
যুক্তঃ স জ্যেঃ কোলিকোত্তমঃ ॥ সর্বভূতেষু বঃ পশ্চেদান্মানং বিভূষব্যয়ম্ । ভূতা-
ন্যান্মনি দেবেশি স জ্যেঃ কোলিকোত্তমঃ । যস্ত ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ
সমাহিতঃ । সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কোলো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥ জপপূজাহোমরতো
বীরাচারপরায়ণঃ । আরবক্ষুজ্ঞানভূমিং স কোলঃ প্রাক্কতো মতঃ ॥ করিপাদে
নিমজ্জন্তি সর্বে প্রাণিপদা যথা । কুলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্বে ধর্ম্মান্তথা প্রিয়ে ইতি ॥ ৭ ॥

কৌলাচারী ব্যক্তির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। স্থানাহান, কালাকাল ও কর্মাকর্ম ইত্যাদির কিছুমাত্র বিচার নাই। কর্মম চন্দনে সমজ্ঞান, শত্রু মিত্রে সম জ্ঞান, অশানে গৃহে সম জ্ঞান, কাঞ্চন তুণে সম জ্ঞান ইত্যাদি। অর্থাৎ কৌলাচারী ব্যক্তি প্রকৃত জ্বিতেন্দ্রীয়, নিস্পৃহ, উদাসীন এবং পরম যোগী পুরুষ এবং অবধূত শব্দ (৮) বাচ্য।

এই আচারকে দিব্যাচার বলে অর্থাৎ ইহা দিব্য ভাবের অন্তর্গত। এই আচার সপ্তককে, দিব্য বীর ও পশু ভাবদ্বয় মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ এক এক ভাবেব অন্তর্গত কএকটা করিয়া আচার নির্যোজিত করা হইয়াছে। যথা—

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং ।

সিদ্ধান্ত বামে বীরে তু দিব্যং সৎ কোলমুচ্যতে ॥

২৪ প, বিশ্বাস্য তত্ত্ব ।

অর্থাৎ বৈদিক আচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত। সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত। আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত বলিয়া জানিবে।

(৮) কৌলাচারী ব্যক্তিকে অবধূত कहा যায়। অবধূত দুই প্রকার; গৃহী এবং পরিত্যক্ত। গৃহী অবধূত ব্যক্ত্যব্যক্ত ভেদে আবার দুই প্রকার।

অব্যক্তাবধূত লক্ষণ ।

অন্তঃশাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ।

নানা রূপধরাঃ কোলা বিচরন্তি মহীতলে ॥ শ্রীমারহস্ত ।

অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভা মধ্যে বৈষ্ণব এইরূপ নানাবেশধারী কোল সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন।

ব্যক্তাবধূত লক্ষণ ।

ব্যক্তোহব্যক্তো দ্বিধাখ্যো ভূবি, চরতি মুদা রক্তবস্ত্রাবৃত্যঙ্গঃ ।

সিন্দুরোদ্যমলাটিঃ শিবএব, মহসা রক্তমালায়ুগলেপঃ ॥ শ্রীমারহস্তোষণ ।

গৃহাবধূত ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে ব্যক্ত অবধূত হর্ষযুক্ত, রক্তবস্ত্রে আবৃত, ললাটে সিন্দুরযুক্ত, তেজে শিব স্বরূপ, রক্তবর্ণ মালা বিশিষ্ট এবং রক্ত চন্দনাদি সংযুক্ত।

যোগমার্গঃ কৌলমার্গমেকাচারক্রমং প্রভো ।

যোগী ভূত্বা কুলং ধ্যাওয়া সর্ব্ব সিদ্ধীখরো ভবেৎ ॥ ১৭ প, ব্রহ্মসামল ।

হে প্রভো যোগসাধন ও কৌল সাধন একই প্রকার, কারণ কৌল ব্যক্তি যোগী হইয়া কুল অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর ধ্যান পূর্ব্বক সমুদায় সিদ্ধি লাভ করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, একপ ত্রিবিধ ভাব এবং সপ্তবিধ আচার হইবার কারণ কি ? একটা ভাব এবং একাচার হইলেই বা ক্ষতি কি ছিল ? তাহার উত্তর এই যে, মানব জীব সকলেই একরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট নহে ; গুণভেদে সকলেরই প্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। এজন্ত ভাব ত্রিবিধ এবং আচার সপ্তবিধ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তিনি তদ্রূপ ভাব এবং আচার গ্রহণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সেই গুণভেদ কি প্রকার ?

সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে সাধন তিন প্রকার। হেতু এই যে, উত্তম মধ্যম এবং অধম শরীরানুসারে মানব প্রকৃতি সত্বাদি গুণত্রয় সম্পন্ন হওয়ারতে সাধন প্রণালীও সত্বাদিভেদে উত্তম, মধ্যম এবং অধম (৯) এই তিন প্রকার ভাবে সংগঠিত হইয়াছে। যথা—

(৯) মানবের মনোভাব ও ভক্তি গুণত্রয় ভেদে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে। যথা—

হিমালয় প্রতি দেবী বাক্য।

পরপীড়াং সমুদ্दिश्य दन्तं कृत्वा पूरःसरम् ।

मांसस्य क्रোধगुणेन न संस्य ভক্তিস্ত তামসী ॥ ৫ ॥

৩৭ অ, দেবী ভাগবত।

যে ব্যক্তি মাংসসর্গ্য ও ক্রোধাদি সংযুক্ত হইয়া দম্ভ প্রকাশ পুংসের অন্যের বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিযোগে আশ্রয় উপাসনা করে তাহার সে ভক্তিকে তামসী ভক্তি কহে।

পরপীড়াদি রহিতঃ স্বকল্যাণার্থম্বে চ ।

নিত্যং সকাশোদয়ে যশোহর্ষা ভোগ লোলুপঃ ॥ ৬ ॥

তত্তৎকল সমাবাস্ত্র্য মাংসপাস্তেহতি ভক্তিতঃ ।

ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বত্বাদিত্যং জানাতি পানয়ঃ ।

তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাপিপ তু রাজসী ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি পরানিষ্ট উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল আপনার কল্যাণের নিমিত্ত মনে মনে কানও কমনা করে বা যশ ও ইন্দ্রিরার্থ লোলুপ হয় এবং তাহার কল প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞতা প্রযুক্ত আপনাকে আশ্রয় হইতে বিভিন্ন বোধ করিয়া অতিশয় ভক্তিযোগে আগার উপাসনা করে তাহার সেই ভক্তিকে রাজসী ভক্তি বলে।

পবমেশার্পরং কর্ম্ম পাপ সংস্কারানয় চ ।

বেদোক্তত্বাদবশ্যং তং কর্তব্যম্ভ মযানিশম্ ॥ ৮ ॥

শরীরং ত্রিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধম মধ্যমং ।

তত্রৈব ত্রিবিধং প্রোক্তমুত্তমাধম মধ্যমং ॥

৫৩ পটল রুদ্রবামল ।

অতএব যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে তদ্রূপ সাধনই উপযোগী । তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি কখনই উত্তম অর্থাৎ সাত্ত্বিক সাধনের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না । কারণ, একপক্ষে গুণব্যত্যয় হেতু তাহার বিরক্তি বই আনন্দোদ্ভব হইবে না । মনক্ষুতি না হইলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করা যায় না, সুতরাং যাহাতে যাহার মনক্ষুতি হয় তাহাই তাহার পক্ষে বিহিত । এজন্ত তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তান্দ্রিক সাধনই প্রশস্ত, ঐরূপ রজোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে রাজসিক এবং সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সাত্ত্বিক সাধনই মঙ্গলকর হইয়া থাকে । এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে শক্তি অরূপে যাহার শরীর যেরূপ ভাবে কার্য্যক্ষম হইবে তাহার পক্ষে তদ্রূপ ভাবেই সাধন প্রণালী প্রেরণকর । এজন্ত সাধন প্রণালীকে শাস্ত্র মধ্যে সাত্ত্বিকাদিভেদে তিন প্রকার ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । যথা—

শক্তি প্রধানং ভাবানাং ত্রয়াণাং সাধকশ্চ চ ।

দিব্য বীর পশুনাঞ্চ ভাবত্রয় মুদাহৃতং ॥

১ পটল রুদ্রবামল ।

সাধকগণের ক্ষমতানুসারে দিব্য পশু বীর ক্রমে ভাব তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে । ভাব শব্দে মানসিক ধর্ম্মকে বুঝায় । এজন্ত শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যে—

ভাবোহি মানোসৌ ধর্ম্ম মনশ্চৈব সদাভ্যসেৎ ।

৫১ পটল বামকেশ্বর তন্ত্র ।

মানসিক ধর্ম্মের নাম ভাব, উহা মনের দ্বারাই অভ্যাস করিতে হয় । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মনোভাব তো আপনা আপনিই মন মধ্যে উদ্ভিত হয় ।

ইতি নিশ্চিত বুদ্ধিস্ত ভেদবুদ্ধি মুপাশ্রিতঃ ।

করোতি প্রীত্যে কৰ্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী ॥ ৯ ॥ ৩৭অ দেবী ভাগবত ।

যে নানব জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া (ভক্তিযোগে ভেদ বুদ্ধি নিয়তই বিদ্যমান থাকে) স্নীয় পাপ জগন্মের নিমিত্ত “ এই বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে, ” অতএব ইহা অমুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্তব্য এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া সেই কর্ম্মফল সকল পরমেশ্বরে অর্পণ করে তাহার সেই ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি কহে ।

অর্থাৎ তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব তামসিক, রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব রাজসিক এবং সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মনোভাব সাত্বিক তো আপনা আপনিই হইয়া থাকে। তখন মনোদ্বারা আর কি অভ্যাস করিবে? তাহার উত্তর এই যে, যুক্তি প্রাণনাই সাধনের উদ্দেশ্য। সাত্বিক সাধন ব্যতীত যখন অন্যাত্ম সাধন কার্যের দ্বারা মুক্তিতে অসম্ভব তখন সমুদ্ভূত তামসিক মনোভাব যুক্ত ব্যক্তির উপায় কি? কাজেই স্বাত্বিক ভাব অবলম্বন করিতে হইলে অভ্যাস করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উপদেশ এই যে—

আদৌ ভাবং পশৌ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্যাদাবশ্যকং ।

বীরভাবং মহাভাবং সর্গভাবোত্তমোত্তমং ।

তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং ॥

৬ পটল কদম্বানল ।

অর্থাৎ ক্রমশঃ অভ্যাস করিবার জন্ত প্রথমে পশুভাব অবলম্বন পূর্বক কার্য্য সমাধা করিয়া উত্তম বীরভাব ধারণ করিতে হয়, তৎপরে বীরভাবের কার্য্য সমাপণ করিয়া অতি সুন্দর দিব্যভাব অবলম্বন করিতে হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, তমোগুণাত্মক প্রাণালীকে পশুভাব, রজোগুণাত্মক প্রাণালীকে বীরভাব এবং সত্ত্বগুণাত্মক প্রাণালীকে দিব্যভাব কহা যায়। সুতরাং প্রথমাবস্থায় পশুভাব, মধ্যমাবস্থায় বীরভাব এবং শেষাবস্থায় দিব্যভাব (১০) আচরণীয়। যথা—

(১০) পশুনাষ্টকৈব বীবাণাং দিব্যানাং পরমেশ্বর ।

আরম্ভশ্চ সমাপ্তিশ্চ তেযাষ্টকৈব পৃথক পৃথক ॥

পশুভাব সমাপ্তিশ্চ বীরভাবাব রক্ষকঃ ।

দিব্যাবরক্ষকোবীর ভাব নাশক এবচ ॥

যথা বালো যৌবনশ্চ বৃদ্ধভাব ক্রমাৎ প্রিয়ে ।

তথা ভাবত্রয়ং জ্ঞেয়ং আরম্ভারম্ভ জন্মকং ॥

২ পটল নিগদকল্পদ্রুম ।

হে পরমেশ্বর পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে আরম্ভ ও সমাপ্তি হইয়া থাকে অর্থাৎ পশুভাব সমাপনান্তর বীরভাব আরম্ভ করিতে হয়। তৎপরে বীরভাব সমাপণ করিয়া দিব্যভাব আরম্ভ করিতে হয়। বেক্ষণ ক্রমান্বয়ে বাল্য, যৌবন এবং বৃদ্ধ ভাব হইয়া থাকে ভারতীয় সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিবে।

পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীর ভাবকং ।

তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবং ত্রয়ং ক্রমাৎ ॥

সর্ব প্রথমে পশুভাব, দ্বিতীয়ে বীরভাব এবং তৃতীয়ে দীব্যভাব ক্রমে ভাব তিন প্রকার হইয়া থাকে ।

অতএব শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে প্রথমেই পশুভাব । ইহার হেতু এই যে, পশু অর্থে—অজ্ঞান, অর্থাৎ যিনি পাশবদ্ধ (১১) আজ্ঞানাবস্থা তিনিই পশু । সূত্রাং অজ্ঞান ব্যক্তির নাম পশু । সাধারণত মানব জীবকে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমাবধি অজ্ঞানাবস্থায় কাটাইতে হয় । এই ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত মনোবৃত্তিকে পশুভাব (১২) বলে । সপ্তদশ বর্ষাবধি পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞানাবস্থার নাম বীরভাব এবং এক পঞ্চাশৎবর্ষ হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পরিপক্ক জ্ঞানাবস্থার নাম দিব্যভাব । যে পর্য্যন্ত না জীবের জ্ঞানোদয় হয় তাবৎকাল বাস্তবিকই পশু তুল্য হইয়া থাকিতে হয় । সূত্রাং তৎ তৎ কালের মনোবৃত্তিকে পশুভাব বলিবার কিছুই বাধা দেখা যায় না, তৎপরে যখন জ্ঞানের উদ্যেক হয়, তখন মনোবৃত্তি সকল উদ্বেজিত হইতে থাকে, সূত্রাং তৎ তৎ কালীন মনোবৃত্তিকে বীরভাব বলা যায় । পরিশেষে জ্ঞান পরিপক্ক হইলে মনোবৃত্তি যখন শীতলতা প্রাপ্ত হয়, আর কোনরূপ ভোগ স্পৃহা না থাকে তখন মন নির্মল হইয়া দেব তুল্য হয়, সূত্রাং তৎ তৎ কালীন মনোবৃত্তিকে দিব্যভাব কথিত হইয়া থাকে । যথা—

সর্ব্বৈ চ পশবঃ সন্তি তলবদ ভূতলে নরা ।

তেবাং জ্ঞান প্রকাশায় বীরভাব প্রকাশিতঃ ।

বীরভাবং সদা প্রাপ্য ক্রমেণ দেবতা ভবেৎ ॥

৫৩ পটল রত্নমাল ।

এই পৃথিবীতে সমস্ত লোকই পশুতুল্য বৎকালীন তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হয় তৎকালে তাহাদিগকে বীরপুরুষ বলা যায়, ক্রমে বীরভাব হইতে দেবতুল্য গতি লাভ হইয়া থাকে ।

পাশ অষ্ট প্রকার যথা—

(১১) ঘৃণা লজ্জা ভয়ং নিদ্রা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং ।

জাতি কুলং লীলং চৈব অষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

(১২) জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষ ষোড়শকাবধি ।

ততশ্চ বীর ভাবস্ত নাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ ॥

এই কারণ বশতঃ তত্ত্বশাস্ত্রে দিব্য বীর ও পশুক্রমে ত্রিবিধ ভাবের সংস্থাপনা করা হইয়াছে । এক্ষণে কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে এই ত্রিবিধ ভাব ও সপ্ত আচারের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে তাহাই আলোচ্য ।

প্রথমতঃ গৃহস্থাত্মমে অবস্থিতি পূর্বক গুরুদেবের নিকট মন্ত্রদীক্ষার দীক্ষিত হইয়া পশুভাবানুসারে বেদাচার দ্বারা বৈদিক কৰ্ম, বৈষ্ণবাচার দ্বারা দৌরাত্মিক কৰ্ম এবং শৈবাচার দ্বারা স্মার্ত কৰ্ম করিবে । পবে শাক্তাভিযুক্ত হইয়া পশুভাবানুসারে দক্ষিণাচার দ্বারা সাধনা করিবে । তৎপরে পূর্ণাভিযুক্ত হওনান্তর গৃহাবধূত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দ্বারা সাধনা করিবে । তৎপরে ক্রম দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে বামাচার দ্বারা যথাবিধি সাধনার উন্নতি করিবে । তৎপরে সম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া বীরভাবানুসারে সিদ্ধান্তাচার দ্বারা সাধনকার্য সম্পন্ন করিবে । পরে মহাসাম্রাজ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন করিবে । তৎপরে পূর্ণ দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধনার উন্নতি করিবে । এই অবস্থায় গৃহী হইয়া থাকিলে তাহাকে অপূর্ণ শৈবাবধূত বা অপূর্ণ ব্রহ্মাবধূত কহা যায় । তখন ইচ্ছামত কখন গৃহে কখন বা তীর্থে বিচরণ করিবে অর্থাৎ পরিব্রাজক হইবে । যদি গৃহে না থাকিয়া একেবারে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ণ শৈবাবধূত বা পূর্ণ ব্রহ্মাবধূত হইয়া দিব্যভাবানুসারে কুলাচার দ্বারা সাধন কার্য কথিয়া পরমহংস হইবে । তৎপরে

দ্বিতীয়াংশে বীরভাবতৃতীয় দিব্য ভাবকঃ ।

এবং ভাবত্রয়েনৈব ভাবমৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে ॥

ঐক্য জ্ঞানাং কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ ॥

৫১ পটল বামকেধর তন্ত্র ।

অজ্ঞানঞ্চ ক্রিয়ামূলং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্ধতি ।

তত্ত্ব সমুদগতে কিঞ্চিৎ ক্রিয়ায়াং নাস্তি বাসনা ॥

অতএব মহেশানি বীরগাং কারণং পশুঃ ।

দিব্যানাং বীরভাবশ্চ তস্মাৎ কিঞ্চিন্ন বিদ্যাতে ॥

২ পটল নিগম কল্পক্রম ।

যে পর্য্যন্ত না তত্ত্ববোধ হয় সেই কাল পর্য্যন্ত পশুভাব ক্রমে সমস্ত সাধন কার্য সম্পন্ন করিতে হয় । পরে তত্ত্ববোধ হইলে আর কোন সাধনই করিতে হয় না । এজন্ত পশুভাব বীরভাবের প্রতি কারণ এবং বীরভাব দিব্যভাবের প্রতিকারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এজন্ত প্রথম মন্ত্রদীক্ষা হইতে ক্রমান্বয়ে শেষ হংসাবধূত হওন পর্য্যন্ত সাধনাধিকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যথা—

দিব্যভাব পরিপক্ব হইলে হংসাবধূত হইয়া যোগী হইবে। যোগ সিদ্ধি হইলে আর কিছুই করিবে না, তখন সমাবীষ্ট হইয়া ক্ষিতিলে, বৃক্ষকোটরে, বা পর্বতগুহার নিশ্চিন্ত হইয়া কাল যাপন করিবে।

মন্ত্র দীক্ষা ।

মন্ত্রদীক্ষাস্তর—নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম, কাম্যকর্ম এবং পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ করিবে অর্থাৎ ইষ্টদেবতার বৃত্ত সংখ্যা মন্ত্র জপ, তদঙ্গাংশ হোম, তদঙ্গাংশ তর্পণ, তদঙ্গাংশ অভিব্যেক এবং তদঙ্গাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ও গ্রহণ পুরশ্চরণ করিবে।

শাস্ত্রাভিব্যেক ।

শাস্ত্রাভিব্যেক হওনানস্তর—বার, তিথী, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর পুরশ্চরণ করিবে। নক্ষত্র পুরশ্চরণ, গ্রহ পুরশ্চরণ, করণ পুরশ্চরণ, যোগ পুরশ্চরণ, সংক্রান্তি পুরশ্চরণ ইত্যাদি করিবে।

পূর্বাভিব্যেক ।

পূর্বাভিব্যেক হওনানস্তর—ষট্ কর্ম অর্থাৎ শাস্ত্রিকর্ম, বনৌকরণ, স্তম্ভন, বিদ্রোহণ, উচ্চাটন ও মারণ কর্ম। ব্রহ্মনাম জপ, পাছকা মন্ত্র জপ, রহস্ত পুরশ্চরণ, বীরপুশ্চরণ। দণ্ডা—মন্ত্র শ্রবণ। বীর—সাধন, চিতা—সাধন, শব—সাধন, যোগিনী—সাধন, বধূবতী—সাধন, সূন্দরী—সাধন, শিবা—বলিঃ, লতা—সাধন, শ্মশান—সাধন এবং চক্র—সাধন ইত্যাদি করিবে।

ক্রমদীক্ষা ।

ক্রম দীক্ষা হওনানস্তর—ককারকুট স্তোত্র অর্থাৎ মেঘা সাম্রাজ্য স্তোত্র পাঠ ও তিন দেবতার অর্থাৎ কালী তারা ও ত্রিপুরা দেবীর রহস্ত পুরশ্চরণ করিবে।

সাম্রাজ্য দীক্ষা ।

সাম্রাজ্য দীক্ষা হওনানস্তর—উদ্ধারায়ৈ অধিকার, পরাপ্রাসাদ মন্ত্র অর্থাৎ অর্দ্ধ নারীশ্বর মন্ত্র—সাধন, এবং মহাবোতা মন্ত্র জপ করিবে।

মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা ।

মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা হওনানস্তর—যোগ ও নিগুণ ব্রহ্ম সাধন করিবে।

পূর্ণ দীক্ষা ।

পূর্ণ দীক্ষা হওনানস্তর—সহজ জ্ঞান প্রাপ্তি ও সর্বসাধন ত্যাগ, সহজ ভাবাবলম্বন। অং ব্রহ্মান্বি ইত্যাদি অদ্বৈতভাব অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সত্য এবং সেই ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার জ্ঞান করিবে। উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি পঞ্চ উপাসকেরই পক্ষে করণীয়।

এখানে মায়া যমতা শূন্য হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিরিগুহায় বাস করা
ইচ্ছা ব্যাপার নহে, এজন্য ক্রমে সকল প্রকার সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন বাস
অভ্যাস করিতে হয়। যে ব্যক্তির সাধন-কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবার ইচ্ছা আছে তিনি
প্রথমতঃ নির্জনে (১৩) শুদ্ধাচারে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া শরীরকে স্থস্থির করিবেন
তৎপরে বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া আপন আপন ইষ্টদেব প্রতি ভক্তিতে মনকে পরিপূর্ণ
করিবেন। বুদ্ধিদ্বারা সমস্ত জগৎকে অনিত্য বোধে ইষ্টদেবতায় বা আত্মাতে দ্বয়
করিবেন তখন এই সংসার ইষ্টদেবময় বা আত্মাময় দর্শন হইবে ও আপনাকে অভিন্ন
বলিয়া বোধ হইবে এবং এই সংসার যখন ইষ্টদেবে বা আত্মায় দ্বয় হইয়া যাইবে তখন
কেবল নিজা ভঙ্গের পর যেমন স্বপ্ন স্মরণ হয় সেইরূপ এই সংসার কেবল স্মরণ
মাত্র থাকিবে। প্রতিনিয়ত এই অবস্থার অভ্যাস করতঃ যখন মন ও বুদ্ধিকে
ইষ্ট শ্রীচরণে বা আত্মায় লয় করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ক্ষমতা উপার্জিত
হইবে তখন সচ্চিদানন্দ ও জীবনমুক্ত হইয়া গৃহে বসে বা গিরিগুহায় সর্বত্রই দেব-
ময়, ব্রহ্মময়, বা আত্মাময় দর্শন করতঃ যদৃচ্ছা অবস্থান করিতে পারিবেন। এজন্য
শাস্ত্রে জীবন মুক্তির লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে যথা—

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্বমখিলং ভাসতে রবিঃ ।

সংস্থিতং সর্ব ভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৩ ॥

জীবন মুক্তি গীতা ।

যে প্রকার সহস্র কিরণমালী দিবাকর স্বকীয় কীরণ বিস্তার দ্বারা চরাচর ব্রহ্মাণ্ড
প্রকাশ করতঃ সর্বব্যাপীরূপে বিরাজিত আছেন তদ্রূপ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম
তিনি নিখিল জীব চৈতন্য দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ সর্বত্রই অবস্থিত
করিতেছেন; এরূপ জ্ঞান বিশিষ্ট যে পুরুষ তিনিই জীবন মুক্ত বলিয়া কথিত
হয়েন।

(১৩) সাধন স্থান ।

শূতাগারে নদীতীরে পর্বতে নির্জনেহপি বা ।

বিলম্বশ্চ শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে ॥

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশাং পক্ষয়োক্তয়োঃপি ।

ভোমবারে তমিস্রায়াঃ সাধয়েৎ সিদ্ধি মুক্তমাং ॥

ভাব চূড়ামণৌ ।

শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্বত গুহায় বিলম্বশ্চ শ্মশানে বা শ্মশান সন্নিহিত
বনস্থলে ও উভয় পক্ষের অষ্টমী কিম্বা চতুর্দশী ইত্যাদি তিথিতে এবং শনিবার
কার্য্য করিবেন।

আত্ম-তত্ত্ব-দর্শন ।

এক্ষণে বলব্য এই যে শাস্ত্রে সাধন পন্থা অসংখ্য প্রকার বর্ণিত
মিনি সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন তিনি গুরুপদটি পন্থা
তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই কারণ, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে—

পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মস্ত্র শাস্ত্র মণীষা ।

স্বপ্নরোমতমাশ্রিত্য শুভং কার্যং ন চান্যথা ।

বাগমে ।

মুনিগণ কর্তৃক বহুবিধ শাস্ত্র, মস্ত্র ও পন্থা অর্থাৎ সাধন প্রণালী উক্ত হইয়াছে
তন্মধ্যে স্বীয় গুরুপদটি সাধন কার্যের দ্বারাই কেবল শুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে
অন্য প্রকারে হয় না ।

এই সাধন-কল্পে যে সমস্ত পন্থা প্রকটিত হইয়াছে তাহা গুরুপদটি এবং শাস্ত্র
সম্বত, অতএব অবলম্বন স্বরূপ উহা গ্রহণ করিয়া আপন আপন গুরুপদটি পন্থার
সহিত ঐচ্ছ্য করিয়া সাধন কার্যে প্রবর্ত হইলেই নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে ।

আত্মন্য ভেদেন বিভাবয়মিদং

জানাত্য ভেদেন ময়াত্মন স্তদা ।

যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ

ক্ষীরে বিগম্যোদ্যানিলে যথানিলঃ ॥

জীবমুক্তি গীতা ।

যখন সাধক এই সমস্ত জগৎকে আপন স্বরূপের সহিত অভেদ রূপে ভাবনা
করেন তখন যে প্রকার সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদ্যাদির জল জলে দ্রব্ধে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্ধ ও মহা-
কাশে ঘটা কাশ ও মহা বায়ুতে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত বায়ু মিশ্রিত হইয়া অভেদ রূপে প্রতীতি
হয় তদ্রূপ তিনি পরমাত্মার সহিত আপন আত্মাকে অভেদ রূপে জানিতে পারেন ।

সাধন কল্পের চতুর্থাঙ্ক সম্পূর্ণ ।

সাধন-কল্প সমাপ্ত ।





Bound by

Bharati.

13, Petwarbagan Lane,

Date... **8 JUL 1959**